ইংরেজী ১৮৩৫ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইংরেজী ১৮৩৫ সালের তারিখ ১৭ মার্চেতে ৬ ষষ্ঠ আইন জারী করিলেন ইতি

হুকুম হইল যে যে২ কার্য্যকারক কাশিয়া পর্ব্বতের রেসিডেন্টী কর্ম্মে অথবা কাছাড় দেশের অধ্যক্ষতাকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন কি উত্তর কালে নিযুক্ত হন ঐ২ কার্য্যকারক ইহার পর আপনার২ দেওয়ানী কর্ম্মসকল সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমানুসারে এবং ঐ আদালতের তাবে হইয়া এবং আপনার২ ফৌজদারী কর্ম্মসকল নিজামৎ আদালতের তাবে হইয়া নির্ব্বাহ করিবেন এবং যে২ কার্য্যকারক কাছাড় দেশে নিযুক্ত আছেন কি উত্তর কালে নিযুক্ত হন ঐ২ কার্য্যকারক আপন২ কালেক্টরী কর্ম্মসকল সদর বোর্ড রেবিনিউর তাবে হইয়া নির্ব্বাহ করিবেন কিন্তু ঐ সমস্ত কার্য্যকারক সুবে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট হইতে যে২ হুকুম পাইয়াছেন কি উত্তর কালে পান ঐ২ হুকুমানুসারে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের এবং সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আপন২ হুকুম জারী করিবেন ইতি

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

A. F. DONNELLY,

Transl...

ইংরেজী ১৮৩৫ সাল ৭ সপ্তম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৮ জুনেতে ৭ সপ্তম আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে উত্তর কালে সুবে বাঙ্গালার শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বাহাদুর ও আগরার শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে সম্প্রতি ফৌজদারীর বিষয়ে যে২ ক্ষমতা দায়েরসায়েরীর কোন কমিস্যনরসাহেবের প্রতি অর্পিত আছে তাহার কতক কি ঐ সমস্ত ক্ষমতা জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীসাহেবের দস্তখতী হুকুমের দ্বারা কোন শশন জজসাহেবকে অর্পণ করেন্ এবং ঐ২ সাহেবের প্রতি স্বতন্ত্র২ ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করেন্ ইতি—

সমাপ্তঃ।—

A True Translation,

A. F. DONNELLY,

Translator.

নিযুক্তি করণের ভার তাহারদিগকে না দেন ঐ ভার জুডিসিয়ল কি রেবিনিউসম্পর্কীয় সরকারের কোন কার্য্যকারককে দিতে পারেন এবং তাহার সংবাদ গবর্ণমেণ্ট গেজেটের সমাচারকাগজের দ্বারা প্রচার করিতে হইবেক এবং যাহার প্রতি ঐ ভারার্পণ হয় তিনি সুবে বাঙ্গালা ও আগরার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনানুসারে যে২ ক্ষমতা নিমকচৌকীয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও এজেণ্টসাহেবের প্রতি অর্পিত আছে ঐ২ ক্ষমতা রাখিবেন ইতি —

৩ ধারা —

এই আইনের লিখনক্রমে এমত বোধ না হয় যে যে২ ক্ষমতা এই আইন কিম্বা সুবে বাঙ্গালা ও আগরার চলিত অন্য কোন আইনানুসারে নিমকচৌকীয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত সরকারের চিহ্নিত চাকরলোকের প্রতি অর্পিত আছে তাহার হানি কি বাধা হইবেক ইতি —

৪ ধারা —

১ প্রথম প্রকরণ — সুবে বাঙ্গালা ও আগরার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৭৯ ধারা শুধরিবাতে যে কার্য্যকারকপ্রভৃতি নিষিদ্ধ অর্থাৎ চোরা লবণ ধরে তাহারদের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য ইনাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ইতি

২ দ্বিতীয় প্রকরণ — সরকারে লবণ জব্দ হইলে পর যদি এজেণ্ট ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টহইতে নিমকসম্পর্কীয় কোন

ক্ষুদ্র —

ইংরেজী ১৮৩৫ সাল ৯ নবম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৬ জুলাইতে ৯ নবম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে উত্তর কালে সুবে বাঙ্গালার শ্রীযুত গবর্নর সাহেব বাহাদুরের ক্ষমতা হইবেক যে নিমকচৌকীয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্ম সরকারের চিহ্নিত চাকরভিন্ন অন্য কাহাকে অর্পণকরা আপন বিবেচনায় আবশ্যক বুঝিলে অর্পণ করেন্ এবং তাঁহারদিগকে যে ক্ষমতার্পণ হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট করেন্ ইতি—

২ ধারা—

সুবে বাঙ্গালার শ্রীযুত গবরনর সাহেব বাহাদুর উপরের লিখিতপ্রকারে নিমক চৌকীযাতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদিগকে নিযুক্ত করিয়া নিমকের খাজানার রক্ষণাবেক্ষণের বিষযি আইনের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের যে২ মোকদ্দমা সুবে বাঙ্গালা ও আগরার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৯৬ ও ১০৯ ধারা এবং অন্য২ ধারানুসারে উপস্থিত হয় তাহার

নিষ্পত্তি—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ৮ অষ্টম আইন—

জজসাহেবদিগের প্রতি অর্পিত ছিল এক্ষণে সে ... মাল গুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগকে অর্পণ করা গেল —

২ ধারা—

হুকুম হইল যে যখন ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ ও ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ ও ২৫ ধারার লিখনানুসারে যে কোন ভূমি মালগুজারীর বাকী আদায়কারণ বিক্রয় হয় কর্ত্তব্য যে তাহার নীলাম সর্ব্ব সাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে হয় এবং কালেক্টরসাহেব কি ডেপুটী কালেক্টর অথবা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের ক্ষমতা পাওয়া কোন আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর তাহা নীলাম করিবেন এবং নীলামের নিরূপিত দিনের ১০ দশ দিন পূর্ব্বে জিলার আদালতে অথবা অন্য* কোন কাছারীতে ও কালেক্টরী কাছারীতে এক ইশ্‌তিহারনামা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে লট্‌কাইয়া রাখিতে হইবেক ইতি—

সমাপ্তঃ।

---

* জানা কর্ত্তব্য যে অন্য কোন কাছারী শব্দের এই অর্থ বোধ করিতে হইবেক যে যদি কোন জিলার কাছারীতে জজসাহেব উপস্থিত না থাকেন তবে উপরের লিখিত ইশ্‌তিহারনামা প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে তাহা না থাকিলে সদর আমীনের কাছারীতে তাহাও না থাকিলে জিলার সদর মোকাম বাস মুনসেফের কাছারীতে লট্‌কাইয়া রাখা যায় ইতি—

A True Translation,

A. F. DONNELLY.

Translator.

ইংরেজী ১৮৩৫ সাল ৮ অষ্টম আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৮ জুনেতে ৮ অষ্টম আইন জারী করিলেন ইতি

১ ধারা

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ এবং সুবে বাঙ্গালা ও আগরার সম্পর্কীয় চলিত অন্য কোন আইনের লেখা যে কোন হুকুমানুসারে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা বাকীদারের তালুক কি অন্য কোন ভূমি খাজানা আদায়করণ সরাসরী ডিক্রী ক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতা রাখেন ও ঐ প্রকার উপায়ের উক্ত ঐ দুই সুবার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত যে কোন হুকুমানুসারে মালগুজারীর বাকী আদায়করণ সরাসরী ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলাম করণ কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি নিষেধ আছে ঐ হুকুম রদ হইল মালগুজারীর বাকী আদায়করণ সরাসরী ডিক্রী ক্রমে ভূমি বিক্রয় করিবার যে ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের

জজসাহেবদিগের

ক্ষুদ্র কার্য্যকারক আপনার কোন সরদারের হুকুমমতে অথবা অন্য কাহাক এজহারক্রমে লবণ ধরিয়া থাকে এবং তাহা বাজারে বিক্রয়ের যোগ্য হয় তবে অপরাধি লোক ধরা পড়িলে ও চলিত আইনের বিরুদ্ধাচরণকরা সাব্যস্ত হইলে ধরণিয়া লোক কিমোন ৷৷০ আট আনার হিসাবে এবং অপরাধি লোক ধরা না পড়িলে ৵ পাঁচ আনার হিসাবে ইনাম পাইবেক ইতি—

৩ তৃতীয় প্রকরণ— যদি অন্যের সংবাদ ও আপন সরদারের হুকুমব্যতিরেকে লবণ ধরিবার ক্ষমতারাখণিয়া সরকারের কোন ক্ষুদ্র কার্য্যকারক নিষিদ্ধ লবণ ধরে তবে লবণ লইয়া যাওনিয়ার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে কিমোন ১৲ এক টাকার হিসাবে ও তাহা সাব্যস্ত না হইলে ৷৷০ আট আনার হিসাবে ইনাম পাইবেক ইতি—

৪ চতুর্থ প্রকরণ— গোয়েন্দা লোক সরকারের চাকর হয় কি না হয় তাহারদের সংবাদক্রমে ধরাপড়া লবণ জব্দ হইলে যদি অপরাধি লোকের অপরাধ সাব্যস্ত হয় তবে কিমোন ৷৷০ আট আনার হিসাবে ও সাব্যস্ত না হইলে ৵ পাঁচ আনার হিসাবে ইনাম পাইবেক ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

A. F. DONNELLY,

Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১০ দশম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৬ জুলাইতে ১০ দশম আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে কোন আদালতে কোন আইন জারী হওন সাব্যস্তের অবশ্যক হইলে তাহার নিমিত্তে ইহাই ফলদায়ক হইবেক যে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের কাগজ কোন্ প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় যাহাতে উপরের উক্ত আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে জারী হইয়াছে লিখিত আছে ঐ আদালতে তাহা দরপেশ হয় ইতি—

সমাপ্তঃ।

Translated by
A. F. DONNELLY, Esq.
D. R.

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
O. D. R.

ইঙ্গরেজী ১৮[illegible] সালের ১১ একাদশ আইন

[illegible]

ভারত[illegible] সাহেব বাহাদুর [illegible] ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ [illegible] ৩ আগ ষ্টের [illegible] একাদশ আইন জারী করিলেন ইতি।

[illegible]

[illegible] ১৮[illegible] সালের ১৫ সেপ্তেম্বর [illegible] পিতিতব্য [illegible] জারি [illegible] হইবেক

[illegible]

১ [illegible] আইন [illegible] অর্থাৎ অনুমতিপত্র না পাইয়া ছাপাখানা রক্ষণাবেক্ষণ [illegible] নিষেধের এবং ছাপাকরা কেতাব প্রকাশ ও অন্য২ কাগজপত্র কোন২ অবস্থায় প্রকাশ ও ব্যক্ত করণের নিষেধের বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল [illegible] বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল [illegible] ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে জারী হয়।

২ দ্বিতীয় আইন বাঙ্গালাদেশের কোর্ট [illegible] কর্তৃত্বসম্পর্কীয় কর্ম্মসংক্রান্ত [illegible] নির্মিত [illegible] গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে

ইঙ্গরেজী

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১১ একাদশ আইন—

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ১৪ মার্চ তারিখে জারী হইয়া ঐ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে সুপ্রিম কোর্ট আদালতে রেজিষ্টরী হয়—

৩ তৃতীয় আইন অচেনা মনুষ্যসকল সমাচারের কাগজ ও নামীয় কেতাবপ্রভৃতি ছাপা ও প্রকাশ করিলে যে অনিষ্ট হয় তাহা নিবারণের নিমিত্তে বোম্বাইয়ের শ্রীযুত অনরবিল গবরনর সাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ মার্চ তারিখে জারী হইয়া ঐ সালের ১১ মাই তারিখে বোম্বাইয়ের সুপ্রিম কোর্ট আদালতে রেজিষ্টরী হয়—

৪ চতুর্থ আইন ছাপাখানা প্রস্তুত ও ছাপা করা কেতাব ও কাগজ জারীকরণের নিষেধের নিমিত্তে বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের ১ জানুআরিতে জারী হয়—

২ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ—হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৫ সেপ্তেম্বরের পর যে কোন নামীয় কেতাবেতে কোন সমাচার লেখা থাকে তাহা সরকার কোম্পানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বসম্পর্কীয় দেশে নীচের লিখিতব্য নিয়মভিন্ন জারী হইবেক না ইতি—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—হুকুম হইল যে নানাপ্রকার নামীয় কেতাব ছাপা ও প্রকাশকরণিয়া যেং অধিকারে ঐ কেতাব

প্রকাশ—

প্রকাশ হইবেক সেই অধিকারসম্পর্কীয় মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নীচের লিখনমতে ২ দুই একরার নামা লিখিয়া দাখিল করিবেন—

একরার লিখিয়া দিতেছি ও এজহার করিতেছি যে আমি প্রকাশকরণিয়া অমুক অমুক কেতাব অমুক স্থানে প্রকাশ করিতেছি এবং ছাপাকরণিয়া প্রকাশকরণিয়া হইলে তাহাও লিখিয়া দিবেন এবং শেষের যে স্থলে অমুক শব্দ লেখা গিয়াছে সেই স্থলে ছাপাখানাপ্রভৃতির চতুঃসীমার নাম তফসীলমত লেখা থাকিবেক ইতি—

৩ তৃতীয় প্রকরণ—ছাপাখানার স্থান অথবা কেতাব জারীহওনের স্থান পরিবর্ত্ত হইলে নূতন একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবেক ইতি—

৪ চতুর্থ প্রকরণ—যদ্যপি ছাপাকরণিয়া ও প্রকাশকরণিয়া উপরের লিখনমতে একরারনামা লিখিয়া দিলে পর সরকার কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারস্থ দেশহইতে স্থানান্তর হন তবে উক্ত দেশে বাস করিয়া ছাপাকরণিয়া বা প্রকাশকরণিয়া হইলে তাঁহার স্থানে নূতন একরারনামা লওয়া আবশ্যক হইবেক ইতি—

৩ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি উপরের লিখিত নিয়ম সকল না মানিয়া কোন কেতাব প্রস্তুত করেন অথবা

তাহা—

[illegible] প্রকাশ করেন কিম্বা প্রস্তুত বা জারী করান ও তিনি জ্ঞাত থাকেন যে এই আইনের লিখিত নিয়মক্রমে ঐ [illegible] সম্পর্কে জানা যায় নাহি তবে ঐ ব্যক্তি ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা [illegible] ২ দুই বৎসর মিয়াদে কয়েদ [illegible] দুই দণ্ড হইবেক—

৪ ধারা—

[illegible] এই আইনের লিখিত নিয়মানুসারে [illegible] করা [illegible] সাহেবের [illegible] তাহা [illegible] ও [illegible] আসল [illegible] সাহেবের [illegible] কিম্বা দ্বিতীয় আপিল সুপ্রিম কোর্টের দফতরে অথবা যে কোন দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তৃত্বাধীনে [illegible] থাকে তথায় দাখিল হইবেক আর যে আমিনের দফতরে আসল [illegible] দাখিল হইয়া থাকে তাঁহার কর্ত্তব্য যে যদি কেহ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার স্থানে [illegible] ১ এক টাকা লইয়া আসল [illegible] তাহাকে [illegible] করিতে দেন এবং কেহ তাহার নকল লইতে চাহি [illegible] হারে ২ দুই টাকা হিসাব লইয়া যে আসলের [illegible] দাখিল হইয়া [illegible] নকল তৈয়ার করিয়া দেন ইতি—

৫ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কাহাক তরফহইতে ফৌজদারী বা দেওয়ানী মোকদ্দমাতে এই আইনক্রমে উপরের উক্ত একরারনামা যে আদালতে দাখিল হইতে পারে সেই আদালতের মোহরেতে প্রমাণকরা একরারনামার নকল উপস্থিত হয় তবে কেহ বিপরীত সাক্ষ্য না দিলেঐ একরারনামায় প্রত্যেক দস্তখৎকরণিয়ার লেখা নামীয় কেতাবের যত নাম উক্ত একরারনামার লিখিত ন্যামীয় কেতাবে ঐক্য থাকে ছাপা করিয়াছে অথবা জারী করিয়াছে অথবা দুই কর্মই করিয়াছে তাহা প্রমাণ হইবেক যেমন উক্ত একরারনামায় এক কিম্বা দুই কর্ম্মের প্রস্তাব দস্তখৎ করণিয়া লিখিয়া থাকে ইতি—

৬ ধারা—

যদি কেহ একরারনামায় উপরের উক্ত প্রকারে দস্তখৎ করিয়া মিয়াদ গত হইলে একরারনামার লিখিত কেতাব প্রকাশ ও ছাপার কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে কোন মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে নীচের লিখিতব্য দুই একরারনামা লিখিয়া দেন—

আমি অমুক একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে অমুক নামীয় কেতাব প্রকাশ ও ছাপার কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত হইলাম ছাপাকরণিয়া প্রকাশকরণিয়া

হইলে—

হইলে একরারনামাতে তাহা লিখিবেন এবং শেষের প্রত্যেক একরারনামা যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের সমক্ষে প্রস্তুত হয় তাঁহার দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত হইবেক ও শেষের আসল একরারনামা পূর্ব্বের একরারনামার সহিত গাঁথা থাকিবেক এবং কেহ তাহা দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে দফ্তরের হাকিম তাঁহার স্থানে ১) এক টাকা রসুম লইয়া তাহা দৃষ্টি করান্ ও কেহ তাহার নকল লইতে চাহিলে তাঁহার স্থানে ২) দুই টাকা রসুম লইয়া যে আদালতে ঐ একরারনামা দাখিল হইয়া থাকে তথাকার মোহরযুক্ত করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দেন্ আর যে কোন মোকদ্দমায় একরারনামার নকল উপরের উক্ত প্রকারে দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত দাখিল হয় সেই মোকদ্দমায় শেষের একরারনামার নকল উপরের উক্ত দস্তখৎ ও মোহরেতে সপ্রমাণ হইলে দাখিল হইতে পারে এবং পূর্ব্বের একরারনামা এপ্রকারে প্রমাণ হইবেক না যে শেষের একরারনামার লিখিত তারিখের পর ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বের একরারনামার লিখিত নামীয় কেতাবের ছাপা অথবা প্রকাশকরণিয়া ছিল ইতি—

৭ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের পর সরকার বাহাদুরের অধীন দেশসকলে ছাপা

করা যে কোন কেতাব অথবা কাগজ জারী হয় তাহাতে লেখকের ও প্রকাশকের নাম ও কেতাব জারীহওনের স্থান লেখা থাকিবেক ও এই নিয়ম ও হুকুমের বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন কেতাব প্রকাশ বা ছাপা করেন্ তবে তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ৫০০০) পাঁচ হাজার টাকা জরীমানা ও ২ দুই বৎসর মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন ইতি—

৮ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখে পর সরকার কোম্পানি বাহাদুরের সংক্রান্ত দেশসকলের নিবাসির যে কেহ যেপর্য্যন্ত যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে বাস করেন্ তাঁহার নিকটে নীচের লিখনমতে একরারনামা দাখিল না করেন্ সেপর্য্যন্ত কেতাব কি অন্য২ কাগজ ছাপাকরণের কোন সরঞ্জাম রাখিতে পারিবেন না ও যে কেহ একরারনামা লিখিয়া না দিয়া এমত ছাপাকরণের সরঞ্জাম আপন নিকটে রাখিবেন তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ৫০০০) পাঁচ হাজার টাকা জরীমানা ও ২ দুই বৎসর মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন—

আমি অমুক একরার করিতেছি যে অমুক স্থানে ছাপাকরণের সরঞ্জাম রাখিতেছি এবং যে স্থানে অমুক

শব্দ—

ইংরেজি ১৮৩৫ সাল ১৯ জেনারিল আইনে

পত্র লেখা আছে সেই স্থানে ছাপাখানার সমুদয় বৃত্তান্ত লিখিতে হইবেক ইতি—

৯ ধারা—

হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত হুকুমানুসারে যে কোন ব্যক্তি একরায়নামা লিখিতে জানিয়া শুনিয়া বিপরীত একরারনামা লিখিয়া দেন তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা জরীমানা ও দুই বৎসর মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন ইতি—

সমাপ্ত

Translated by
A. F. DONNELLY, Esq.
D. R.

True Translation,
PIERCE TAYLOR,
O. D. R.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৩ আগষ্টেতে ১৬ ষোড়শ আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে সুবে বাঙ্গালা ও আগরার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩০ সালের ৫ আইনের যে ২ দ্বিতীয় ধারাতে হুকুম আছে যে যে কেহ প্রজাকে কবুলিয়তের অন্যমত করিতে পরামর্শ দেয় তাহার নামে আদালতের খরচা সম্বলিত কবুলিয়তের লিখিত খাজানার টাকার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ হইতে পারিবেক এবং ঐ আইনের যে ৩ তৃতীয় ধারাতে লিখিত আছে যে যে কেহ নীল বুনিবার নিমিত্তে করারদাদ লিখিয়া দিয়া আপন কবুলিয়তের লিখিত ভূমিতে বীজ না বুনে ও তাহাতে আবাদ করিতে তাচ্ছল্য ও ত্রুটি করে সে ব্যক্তি অপরাধির ন্যায় শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক তাহা ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১ নবেম্বরঅবধি রদ হইল ইতি—

সমাপ্তঃ।

Translated by   True Translation

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৭ আগষ্টেতে ১৭ সপ্তদশ আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১ সেপ্তেম্বর অবধি নীচের লিখিতব্য সিক্কা টাকাভিন্ন অন্য টাকা কোম্পানির কোন টাকশালে প্রস্তুত হইবেক না—

প্রথম টাকার নাম কোম্পানির টাকা দ্বিতীয় আধলী তৃতীয় সিকী চতুর্থ দিগুণ টাকা উপরের লিখিত টাকার ওজন ১৮০ গ্রেন ট্রয় হইবেক তাহার প্রকার এই যে তাহার দ্বাদশাংশের মধ্যে একাদশ অংশ অর্থাৎ ১৬৫ গ্রেন খাটী ও তাহার দ্বাদশাংশের এক অংশ অর্থাৎ ১৫ গ্রেন খাদি হইবেক এবং অন্য২ সিক্কা ঐ টাকার উপযুক্ত ওজন ও প্রকারে প্রস্তুত হইবেক—

২ ধারা—

হুকুম হইল যে এই টাকার এক পৃষ্ঠে ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের মুখ ও নাম ও অন্য পৃষ্ঠে ইঙ্গরেজী ও ফারসী অক্ষরে—

অক্ষরে সিক্কার নাম এবং ইঙ্গরেজী অক্ষরে এষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই কথা থাকিবেক এবং তাহাভিন্ন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে যখন যে উত্তম নক্সা ও চিহ্ন মনোনীত করেন তখন সেই নক্সা ও চিহ্নবিশিষ্ট হইবেক ইতি—

৩ ধারা—

যদি সিক্কাতে এক শত অংশ ওজনের মধ্যে দুই অংশের অধিক ক্ষতি না হইয়া থাকে এবং তাহার কতক কুপাও ঘষা ও কাটা না হয় ও মনতব্যতিরিক্ত অন্য কোনমতে মন্দ না হইয়া থাকে তবে ঐ কোম্পানির টাকা বা আধুলী কিম্বা দ্বিগুণ টাকা কোন ব্যক্তি দেনাপাও নায় এবং অন্য কোন কর্ম্মের বিষয়ে কিছু আপত্তি করিতে পারিবেক না ইতি—

৪ ধারা—

হুকুম হইল যে এই কোম্পানির টাকা বোম্বাইয়ী ও মান্দ্রাজী ও ফরক্কোখাবাদী ও সোণাতী টাকার তুল্য গ্রাহ্য ও চলন হইবেক এবং ক্রয়বিক্রয়প্রভৃতি কার্য্যে কলিকাতার সিক্কা টাকার সঙ্গে ১৫৷৹ পনের আনা মূল্যে গণ্য হইবেক এবং কোম্পানির আধুলী ও দ্বিগুণ টাকা বোম্বাইয়ী ও মান্দ্রাজী ও ফরক্কোখাবাদী ও সোণাতী আধুলী ও দ্বিগুণ টাকার সমান হইবেক আধুলী ও দ্বিগুণ টাকা কলিকাতার টাকায় পনের আনার হিসাবে হইবেক ইতি—

৫ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন—

৫ ধারা—

হুকুম হইল যে কেবল এক টাকার নূতন টাকা আদায় করিতে হইবে এই সিকী লইতে হইবেক ইতি—

৬ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কোন বিষয়ে কলিকাতার সিক্কা টাকা আদায়করণের নিমিত্তে এমত করারদাদ হইয়া থাকে যে ঐ করারদাদের টাকা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশের অথবা আগরার কর্ত্তৃত্বাধীনে আদায় হইতে হইলে ঐ সুবার চলিত টাকাসকলহইতে আদায় হইবেক ও ঐ করারদাদে সিক্কা টাকার মূল্য যাহা এই আইনে ধার্য্য হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধ হয় তথাপিও যদি কোম্পানির টাকাসকলেতে একরারনামার লিখিত টাকা করারোখবাদ অথবা মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের টাকাসকলের যে আন্দাজে আদায় হয় তাহাই ঐ দেনা আদায়কারণ পর্য্যাপ্ত হইবেক আরো হুকুম হইল যে যদি কোম্পানির স্থানে কর্জ্জা টাকাচাহনিয়াদিগের উপকারের নিমিত্তে কোম্পানির দেনার আসল বা সুদ কোন খাজানাখানাহইতে যাহা নোটে অথবা একরারনামায় লেখা না থাকে আদায় হয় তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুরের ক্ষমতা আছে পূর্ব্বের পরিবর্ত্তমত তাহা আদায় করেন ইতি—

৭ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন—

৭ ধারা—

কোম্পানি বাহাদুরের কর্তৃত্বাধীন দেশের টাকশালে নীচের লিখিতব্য স্বর্ণমুদ্রাভিন্ন অন্য কোন স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করা যাইবেক না প্রথম এই যে প্রত্যেক স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ মোহরের মূল্য ১৫৲ পনের টাকা ১৮০ গ্রেন ওজন ও প্রকার এই যে দ্বাদশ অংশের মধ্যে একাদশ অংশ অর্থাৎ ১৬৫ গ্রেন উত্তম স্বর্ণ ও দ্বাদশাংশ অর্থাৎ ১৫ গ্রেন খাদি দ্বিতীয় সিক্কা ৫৲ পাঁচ টাকা তাহার মূল্য মোহরের তিন অংশের এক অংশ তৃতীয় সিক্কা ১০৲ দশ টাকা তাহার মূল্য মোহরের তিন অংশের দুই অংশ চতুর্থ সিক্কা ৩০ ত্রিশ টাকা অর্থাৎ দ্বিগুণ মোহর এবং ঐ শেষের লিখিত তিন প্রকার মোহর যথার্থ প্রকার ও ওজনে প্রস্তুত হইবেক ইতি—

৮ ধারা—

হুকুম হইল যে এই মোহরসকলের এক পৃষ্ঠে ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের মুখ ও নাম ও অন্য পৃষ্ঠে ইঙ্গরেজী ও ফারসী অক্ষরে সিক্কার নাম এবং ইঙ্গরেজী অক্ষরে এষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই কথা থাকিবেক ও ইহাভিন্ন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে যখন যে উত্তম নক্সা ও চিহ্ন মনোনীত করেন্ তখন সেই নক্সা ও চিহ্নবিশিষ্ট হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে

মোহরের—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন—

মোহরের ও টাকার নক্সা উভয়ে ঐক্য থাকিবেক না ইতি—

৯ ধারা—

হুকুম হইল যে উত্তর কালে কোন ব্যক্তি দেনা প্রভৃতি আদায়ের নিমিত্তে এই আইনের লিখিত মোহর অথবা অন্য কোন মোহর দিলে তাহালওনিয়া ব্যক্তির ঐ মোহর লওয়া কি না লওয়ার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি—

১০ ধারা—

হুকুম হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা আছে যে এই আইনের লিখিত সমুদায় সিক্কা প্রস্তুত ও জারীকরণের হুকুম দেন্ এবং তাহাভিন্ন যে সকল পয়সা ঐ২ দেশের টাকশাল হইতে জারী হয় তাহার নক্সা ও চিহ্ন পরিবর্ত্তকরণের বিষয়ে এবং কোন টাকশাল নির্দ্দিষ্টকরণ ও শুধরণ ও রহিত করণের বিষয়ে কোন চলিত আইনে এই কর্ম্মের নিষেধ থাকিলেও তাহা হুকুম করেন্ ইতি—

সমাপ্তঃ।

Translated by
A. F. DONNELLY, Esq.
D. R.

A True Translation,
PIERCE TAYLOR.
O. D. R

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন—

৯ধারা—

হুকুম হইল যে নাখোদা অথবা জাহাজের অন্য কোন কার্য্যকারক উপরের লেখা হুকুমমতে নিযুক্ত পরিমিটের আমলাকে জাহাজের ভিতরে যাইতে কি উপযুক্ত বাসস্থান ইত্যাদি না দিলে এক২ দিনের অপরাধে ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং কলিকাতার নিমক ও আফীমের বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচনানুসারে ঐ জরীমানার হুকুম হইবেক আর জাহাজের নাখোদা কি অন্য কার্য্যকারক ব্যক্তি জরীমানা দিবার যোগ্য হইয়া যেপর্য্যন্ত ঐ জরীমানার টাকা আদায় না করে সেপর্য্যন্ত ঐ জাহাজ ঐ স্থানহইতে যাইতে পারিবেক না ইতি—

কোন ব্যক্তি হুকুম না মানিয়া পরিমিটের আমলাকে আপন জাহাজে উপযুক্ত বাসস্থানাদি না দিলে জরীমানার যোগ্য হইবার কথা।

১০ধারা—

হুকুম হইল যে পরিমিটের কালেক্টরসাহেব কোন জাহাজের তালাশীকরা আবশ্যক বুঝিলে এই মজমুনে আপনার হুকুমনামা জাহাজে নিযুক্ত পরিমিটের আমলার কি ঐ আমলার তাবে কোন ব্যক্তির নামে জারী করেন ও ঐ আমলা এপ্রকার হুকুমনামা পাইলে তাহার ক্ষমতা আছে যে জাহাজের নীচের তালার কুটরী ও সিন্দুক ও দেওয়ালের তক্তা সকল খুলিবার হুকুম দেয় ও যদি কেহ তাহাতে প্রতিবন্ধকতা করে তবে উপরের লিখিত কুটরী ও সিন্দুকপ্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ছাপান যত জিনিসপত্র বাহির হয় ও

প্রত্যেক জাহাজের তালাশী করিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

প্রতিবন্ধকতা করিলে তক্তাপ্রভৃতি ভাঙ্গিবার হুকুমের কথা।

ছাপান জিনিস ক্রোককরণের হুকুমের কথা।

কালেক্টরসাহেবের—

কোন নাখোদা তালাশী দিতে স্বীকার না করিলে ১০০০ টাকা জরীমানা দিবার যোগ্য হইবার কথা।

কালেকটরসাহেবের বিবেচনায় তাহাতে সন্দেহ হয় তাহা ক্রোক হইবেক আর যে নাখোদা কি জাহাজের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি তল্লাশীকরণিয়া আমলার প্রতি প্রতিবন্ধকতা ও দুষ্টতা করে ও পরিমিটের কালেকটরসাহেবের হুকুমের অন্যথায় আপন জাহাজের তালাশী করিতে না দেয় তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেটসাহেব কি তথাকার জুষ্টিস আফদি পীসসাহেবের নিকটে ১০০০) এক হাজার টাকা জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি

১১ ধারা

রেজিষ্টরী না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজের মাল বোঝাই কি উবরা করিতে নিষেধের কথা।

হুকুম হইল যে যে বন্দরে জাহাজ পঁহছিয়াছে ঐ বন্দরের পরিমিটের মোকামে কোন জাহাজের ইণ্টরী অর্থাৎ রেজিষ্টরী এবং ছাড়িচিঠী না হইলে ঐ জাহাজহইতে কোন জিনিস উবরা বা বোঝাই করা যাইবেক না এবং পরিমিটের যে আমলা জাহাজে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহার বরং পরিমিটের সমস্ত আমলার উচিত যে যদি উপরের লেখা হুকুমের অন্যথায় কোন জাহাজহইতে যে২ জিনিস উবরা বা বোঝাই করা যায় কিম্বা কোন ব্যক্তি বোঝাই বা উবরা করিতে উদ্যোগ করে তবে ঐ২ জিনিস ক্রোক করে আর চলিত দাঁড়ামতে পরিমিটের কাছারীতে জাহাজের রেজিষ্টরী হইলে যত জিনিস মালিকের ইচ্ছা ও কহত মতে সেই জাহাজের উপর পুনরায় অন্য দেশে ফিরিয়া যাইবেক

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সম্পর্কীয় অন্য কোন স্থানহইতে জল পথদিয়া রফ্তানীহওয়া সমস্ত জিনিসের উপর পরিমিটের মাসুল এই আইনের শেষের লিখিতব্য (খ) চিহ্নেতে চিহ্নিত ফর্দ্দের তফসীলমত লওয়া যাইবেক ও তাহাতে কোনং জিনিসের মাসুললওনের মাফের বিষয়ও লিখিত আছে এবং ঐ ফর্দ্দ তাহার লেখা স্মরণীয় লিপিসমেত এই আইনের একাংশ গণ্য হইবেক ইতি—

ঘতে রফ্তানীহওয়া জিনিসের মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৪ ধারা—

হুকুম হইল যে ঐ ফর্দ্দের লেখা যেং জিনিস মাসুললওনের যোগ্য তাহা বাঙ্গলাদেশের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত সমস্ত মাসুল কি তাহার কোন অংশহইতে মুক্ত হইবেক না কিন্তু পরিমিটের কালেক্টর কি পরমিটের কাছারীর অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা রাখিবেন যে যদি কোন ব্যক্তি ব্যবহারকরা অথবা আবশ্যক জিনিসপ্রভৃতির মাসুল মাফ করিবার দরখাস্ত করে তবে তাহা মাফ করেন কিন্তু কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখনমতে ঐ সকল জিনিস ছাড়িয়া দেওনের পূর্ব্বে নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের উপদেশানুসারে ঐং জিনিস এই আইনের লিখনমতে ছাড়িয়া দিবার যোগ্য কি না ইহার বিচার করেন ইতি—

সরকারের হুকুমভিন্ন কোন জিনিসের মাসুল মাফ না হইবার কথা।

কিন্তু পথিকলোকের ব্যবহারকরা ও আবশ্যক জিনিসের মাসুল কালেক্টরসাহেবের বিচারকরণের পর মাফ করিতে পারিবার কথা।

৫ ধারা—

৫ ধারা—

আমদনী ও রফ্তানী জিনিসের বিষয়ে নূতন মাসুল তহসীলকরণের বিধি এক্ষণকার চলিত আইন পূর্ব্বের মত থাকিবার কথা।

হুকুম হইল যে শহর কলিকাতা অথবা ফোর্ট উলিয়মের বাঙ্গলাপ্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় অন্য কোন স্থানে আমদানী ও রফ্তানীহওয়া সমস্ত জিনিসের উপর পরিমিটের মাসুললওনের বিষয়ে যে২ আইন এক্ষণে জারী আছে তাহা পূর্ব্বের মত জারী থাকিবেক এবং আমদানী ও রফ্তানীহওয়া জিনিসের মাসুললওনবিষয়ি ঐ২ আইন এ আইন রদ কি ইহার বিপরীত কোন আইন জারী না হওয়াপর্য্যন্ত জারী ও চলন থাকিবেক ইতি—

৬ ধারা—

বাঙ্গালার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর বাহাদুরের এক সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে ক্ষমতা আছে যে তাহার মধ্যে বহরদারের তরফহইতে জিনিসের তালিকার ফর্দ্দ পাঠাইবার নিমিত্তে আড়কাটির হস্তে দাখিল না হওয়াপর্য্যন্ত কোন জাহাজ আসিতে না পারিবার কথা।

হুকুম হইল যে ফোর্ট উলিয়মের বাঙ্গলাপ্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় শ্রীযুত নওয়াব গবরনর বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবেক যে কলিকাতা গেজেটের ছাপাহওয়া হুকুমানুসারে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সম্পর্কীয় প্রত্যেক নদী ও বন্দরের মধ্যে এক সীমা নির্দ্দিষ্ট করেন যে তাহার মধ্যে এদেশীয় সুলুপ ও দুনীব্যতিরিক্ত এই আইনের ২২ ধারার বেওরা করিয়া লিখিতব্য বোঝাই কোন জাহাজ যেপর্য্যন্ত নাখোদা কিম্বা বহরদার ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৪৫ ধারার লিখিত নক্সানুসারে ঐ জাহাজের বোঝাই জিনিসের তালিকার ফর্দ্দ ডাক কি অন্য কাহারু দ্বারা নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমানুসারে পাঠাইবার—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন—

ইবার নিমিত্তে পৈরেট অর্থাৎ আড়কাটিকে অর্পণ না করে সে পর্য্যন্ত আসিতে পারিবেক না এবং ঐ ফর্দ্দের যথার্থতার নিমিত্তে হুকুম হইল যে নাখোদা কিম্বা জাহাজের বহরদার আপন দাখিলকরা ফর্দ্দে কিছু প্রবঞ্চনা করিলে ১০০০) এক হাজার টাকা জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ইহা ভিন্ন যে২ জিনিস ও বস্তাসকল ফর্দ্দের লেখা পরিমাণহইতে অধিক হয় অথবা ঐ জিনিসের প্রকারের বিভিন্নতা হয় কি চিহ্ন ও নম্বরের বৈলক্ষণ্য হয় তবে ঐ২ জিনিস গ্রেফ্তার ও ক্রোক এবং নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ মাসুল লইবার যোগ্য হইবেক উপরের উক্ত সীমার নীচে বা বাহিরে কোন জাহাজ পঁহুছিলে ঐ জাহাজের নাখোদা কি বহরদারের উচিত যে লঙ্গর করিবামাত্র উপরের লেখা হুকুমানুসারে জিনিসের ফর্দ্দ আড়কাটির হস্তে অর্পণ করে আর নাখোদা কি বহরদার যে বন্দরে পরিমিট স্থাপিত থাকে ঐ বন্দরে কোন জাহাজ লঙ্গর করিয়াও যদি ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ এক দিবারাত্রির মধ্যে আপন জিনিসের ফর্দ্দ আড়কাটিকে না দেয় তবে ১০০০) এক হাজার টাকা জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক এবং জারীমানার টাকা আদায় না করিলে কখনো ঐ জাহাজে ইণ্টরী অর্থাৎ রেজিষ্টরী হইবেক না ও পোর্ট ক্লিরন্স অর্থাৎ ছাড়িচিঠী পাইবেক না ইতি—

৭ ধারা—

নাখোদা কি বহরদার ফর্দ্দের যথার্থতার বিষয়ে জওয়াব দিবার ও এ ফর্দ্দে বিপরীত লিখিলে ১০০০, টাকা জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবার কথা।

ফর্দ্দের লেখা জিনিস অধিক হইলে ও ফর্দ্দের লেখা প্রকারের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহা গ্রেফ্তার ও ক্রোক হইবার কথা।

নিমক ও আফীনের বোর্ডের হুকুমমতে এই বিষয়ে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ মাসুল দিতে হইবার কথা।

নাখোদা কি বহরদার কোন জাহাজ এ সীমার নীচে লঙ্গর করিবামাত্র তাহার জিনিসের ফর্দ্দ আড়কাটিকে অর্পণ করিবার কথা।

২৪ ঘণ্টা মিয়াদ অর্থাৎ এক দিবারাত্রির মধ্যে ঐ ফর্দ্দ আড়কাটিকে অর্পণ না করিলে ১০০০, টাকা জরীমানা দিতে হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন

৭ ধারা

জিনিসের ফর্দ্দ তাহার নকলের সহিত দাখিল না হইলে জাহাজের জিনিস উবরা না করা যাইবার কথা।

পরিমিটের কালেকটরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে জাহাজের অন্য২ কাগজ অর্থাৎ হুকুমনামা ও পরিমিট ছাড়চিঠী ও অনুমতিপত্রপ্রভৃতি দাখিল না হওয়াপর্য্যন্ত ইন্টরী অর্থাৎ রেজিষ্টরী না করিবার কথা।

হুকুম হইল যে কোন জাহাজের ইন্টরী অর্থাৎ রেজিষ্টরীওনের অনুমতি ওজরাইবার সময়ে কালেকটরসাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবার উক্ত জিনিসের ফর্দ্দ তাহার নকলের সহিত দাখিল না হইলে এবং ঐ কালেকটরসাহেব ঐ জিনিস ছাড়িয়া দিবার হুকুম না করিলে ঐ জাহাজের জিনিস উবরা করা যাইবেক না এবং ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি আবশ্যক বুঝেন তবে যেপর্য্যন্ত অন্য যে স্থানহইতে ঐ জাহাজ আসিয়া থাকে ঐ স্থানের পরিমিটের ছাড়চিঠী এবং কার্কট অর্থাৎ অনুমতিপত্র ও অন্য২ কাগজ দাখিল না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা ছাড়িয়া দিবার হুকুম না করেন ইতি

৮ ধারা

কোন জাহাজের উপর পরিমিটের আমলা নিযুক্ত করিতে কালেকটরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

ঐ পরিমিটের আমলা জাহাজ বন্দরহইতে বাহির না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ জাহাজেই থাকিবার কথা।

হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সম্পর্কীয় বন্দর সকলের নিযুক্ত পরিমিটের প্রত্যেক কালেকটরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে উচিত বুঝিলে কোন সময়ে কোন জাহাজে এক বা ততোধিক পরিমিটের আমলাকে নিযুক্ত করেন এবং ঐ আমলা ঐ জাহাজ বন্দরহইতে বাহির না হওয়া কিম্বা কালেকটরসাহেবের দ্বিতীয় হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত দিবারাত্রি ঐ জাহাজে থাকে ইতি

৯ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হুকুম কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৭ মাই তারিখে ১৩ ত্রয়োদশ আইন জারী করিলেন ইতি

১ ধারা

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি পূর্ব্বের চলিত কলিকাতার সিক্কা টাকা দেনা প্রভৃতি পরিশোধকরণের নিমিত্তে চলন ও গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু মালগুজারীর কালেক্টরসাহেব ও অন্য২ খাজানার সরবরাহকারেরা ঐ টাকা রূপার ওজনের হিসাবে লইবেন তাহাতে তাহা পুনর্মুদ্রিতকরণের নিমিত্তে শতকরা ১) এক টাকা খরচা লওয়া যাইবেক ইতি

২ ধারা

প্রকাশ করা যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ জুন তারিখঅবধি বাঙ্গলাদেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারাতে হুকুম আছে যে ১৮০৯ সালের ১০ আইন ও ১৮১৪ সালের ৭ আইন এবং ১৮১৬ সালের ২১ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে বারাণস ও ফররোখাবাদের টাকশালে যে পয়সা মুদ্রিত হয় তাহা কলিকাতার টাকশালের

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন—

মুদ্রিত পয়সার তুল্য বাঙ্গালা ও বেহার এবং উড়িষ্যার মধ্যে চলন হইবেক আরো হুকুম হইয়াছিল যে ঐ পয়সা দেনা প্রভৃতি পরিশোধকরণের নিমিত্তে ফিটাকায় ১৬ ষোল গণ্ডার হিসাবে চলিবেক তাহা রদ হইল উত্তরকালে বারাণসী ও ফররোখাবাদী পয়সা ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ১০ আইন ও ১৮১৪ সালের ৭ আইন এবং ১৮১৬ সালের ২১ আইনের লেখা হুকুমক্রমে যে২ প্রদেশের নিমিত্তে মুদ্রিত হইয়াছিল কেবল সেই২ প্রদেশে চলিবেক ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register and Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ৩০ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৩ সালের ২৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৩ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ১৩ মোহরমে ১৪ চতুর্দ্দশ আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

বাঙ্গলাদেশের রাহাদারী ও শহরের মাসুলের বিষয়ি এক্ষণকা'র চলিত আইনসকল রদ হইবার এবং জলপথে আমদানী ও রফ্তানী হওয়া সমস্ত জিনিসের মাসুলের সংখ্যাধার্য্যকরণসম্পর্কীয় আইনসকল রদ হইবার কথা।

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ ও ১০ আইনের লেখা যেং হুকুম এবং ১৮২৫ সালের ১৫ আইন ও অন্য যেং আইন বাঙ্গলাপ্রসীডেন্সীতে জিনিসের রাহাদারী ও শহরের পরিমিটের মাসুল তহসীলকরণের বিষয়ে জারী ও চলন আছে এবং মাসুলের সংখ্যানিরূপণের ফর্দ্দ সকল ও ঐং ফর্দ্দের লেখা অন্যং হুকুম এবং ঐ প্রসীডেন্সীতে জলপথদিয়া যে সমস্ত জিনিস আইসে কি যায় তাহার মাসুলনিরূপণের সংখ্যা যেং আইনে লিখিত আছে—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন—

এই আইনের হুকুমহ ইতে যমুনানদীপ্রভৃতির চৌ কীতে যে মাসুল লওয়া যায় তাহা রহিত ও মুক্ত হইবার কথা।

আছে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ জুন তারিখঅবধি এই হুকুমইত্যাদি রদ হইবেক প্রকাশ করা যাইতেছে যে এ আইনের লেখা কোন কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে কোম্পানির দেশের মধ্যে আমদানী ও রফ্তানীহওয়া সমস্ত জিনিসের উপর মাসুল লইতে এক্ষণকার চলিত সংখ্যামতে যমুনানদীর চৌকীতে কি অন্য২ সীমার জল

পশ্চিমদেশের লবণের মাসুলের কথা।

পথের চৌকীতে নিষেধ হইবেক এবং পশ্চিমদেশের লব ণের মাসুল তহসীলকরণের বিষয়ি আইনসকল এই আই নের সহিত কোন প্রকারে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি—

২ ধারা—

এই আইনের শেষের লি খিতব্য (ক) চিহ্নিত ফর্দ মতে আমদানীহওয়া জিনি সের মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

হুকুম হইল যে শহর কলিকাতা কি সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সম্পর্কীয় অন্য কোন স্থানে জলপথদিয়া আম দানীহওয়া সমস্ত জিনিসের উপর পরিমিটের মাসুল এই আইনের শেষের লিখিতব্য (ক) চিহ্নেতে চিহ্নিত ফর্দ্দের তফসীলমত লওয়া যাইবেক এবং তাহাতে কোন২ জিনি সের মাসুল হইতে মাফ অর্থাৎ ক্ষমার বিষয়ও লিখিত আছে এবং ঐ ফর্দ তাহার লিখিত মন্তব্য লিপির সহিত এই আইনের একাংশ বোধ করা যাইবেক ইতি—

৩ ধারা—

এই আইনের শেষের লি খিতব্য (খ) চিহ্নিত ফর্দ

আরো হুকুম হইল যে শহর কলিকাতা অথবা সুবে

বাঙ্গালা—

১৮২৩ সালের ৬ আইন কি এই আইনক্রমে উপস্থিত হইবেক সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বুঝিলে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে এজহার লেখাইয়া লন্ ও আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইলে তাহার যে ক্ষতি ও ব্যয় হইয়া থাকে তাহা দেওয়াইয়া দেন্ ইতি—

৫ ধারা—

হুকুম হইল যে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে নম্বরী কি সরাসরী মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের ৬ আইন অথবা এই আইন ক্রমে তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীনকে তাঁহারদের ক্ষমতানুসারে তাহা অর্পণ করেন্ ও ঐ প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন জজসাহেবের ন্যায় কোন আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register and Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১১ একাদশ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ৯ মাই তারিখে ১১ একাদশ আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের জলুসের ৫৩ সালে পার্লিমেণ্টের যে আইন ভারতবর্ষে পুন র্মিয়াদের মধ্যে চার্টর অর্থাৎ কোম্পানির সনদের লেখা কোম্পানির কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্থিররাখণ ও সুবিচারিত আইন সকল প্রস্তুত ও জারীকরণ ও ঐ সনদের লেখা দেশসক লের চতুঃসীমার মধ্যে তেজারতসম্পর্কীয় আমদানী ও রফ্তানীর কার্য্যসকলের শৃঙ্খলাকরণের বিষয়ে জারী হই য়াছিল ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ জুন তারিখঅবধি তাহার ১০৭ প্রকরণ জারী ও চলন থাকিবেক না ইতি—

২ ধারা—

হুকুম হইল যে উপরের লিখিত ধারার উক্ত তারিখ অবধি কোন ব্যক্তি উপরের লেখা দেশসকলেতে বংশ ও বাসস্থানদৃষ্টে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় নীচের লিখিতব্য আদালতসকলের ক্ষমতাহইতে বহির্ভূত হইবেন না ইতি—

ফোর্ট—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১১ একাদশ আইন—

কোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় বাঙ্গালাদেশের আদালতসকলের তফসীল—

সদর দেওয়ানী আদালত। জিলা ও শহরের আদালত সকল। প্রধান সদর আমীনের আদালত। সদর আমীনের আদালত—

কোর্ট জজের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় আদালতসকলের ফিরিস্তি—

সদর আদালত। আপীলের আদালত। জিলার আদালত। আসিষ্টান্ট জজের আদালত। মেজিষ্টরসাহেবের আদালত। এদেশীয় বিচারকারকদিগের আদালত—

বোম্বাইয়ের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় আদালতসকলের ফিরিস্তি—

সদর আদালত। জিলার আদালত। এদেশীয় বিচারকারকদিগের কাছারী। এদেশীয় প্রথম ও দ্বিতীয় পদের কমিসনরদিগের কাছারী—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register and Translator.

শ্রীযুত

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ৮ অষ্টম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৮ মার্চ তারিখে ৮ অষ্টম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখঅবধি জিলা ও শহরের যে প্রধান সদর আমীনী ও সদর আমীনী ও মুনসেফী কর্ম্ম বাঙ্গলাপ্রেসীডেন্সীর কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে তাহা পাইবার যোগ্য কেবল বিজ্ঞতা ও ধার্ম্মিকতাদৃষ্টে হইবেন বংশ ও বাসস্থান দৃষ্টে হইবেন না ইতি—

২ ধারা—

জানা কর্ত্তব্য যে যে প্রত্যেক ইঙ্গলণ্ডীয় কি ইঙ্গলণ্ডীয় জাত ব্যক্তি প্রধান সদর আমীনী কি সদর আমীনী অথবা মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হন তাঁহাকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কর্ত্তৃত্বাধীন কর্ম্মসকলেতে অন্য২ দেশীয়ের ন্যায় বোধ করা যাইবেক ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১০ দশম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে ১০ দশম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে বাঙ্গলাদেশের শৃঙ্খলা করিবার বিষয়ে জারীহওয়া ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণ রদ হইল ইতি—

২ ধারা—

যদি নীলগাছের স্বত্ব অথবা কর্ত্তৃত্বের বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে উভয় বিবাদির কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ নীলগাছদেওনের হুকুম হয় তবে সেই ব্যক্তির উচিত যে ঐ নীলগাছ কাটিয়া লওন ও হস্তগতকরণের পুর্ব্বে ঐ বিষয়ের মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে সেই আদালতে হৃদ্বোধজনক জামিনী এই মজমুনে দাখিল করে যে পাওয়া নীলগাছের বিষয়ে অন্য ব্যক্তির স্বত্ব

প্রমাণ—

প্রমাণ হইলে কি ঐ জমীর উপস্বত্বেতে অপর ব্যক্তির স্বত্ব বলবৎ হইলে অথবা তাহার মালগুজারী বাকী থাকিলে আমি তাহার দায়ী হইব ইতি—

৩ ধারা—

হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি চলিত আইনানুসারে রাইয়তের সহিত কোন লেখাপড়া করিয়া থাকে ও ঐ রাইয়ত নীল আবাদ ও তাহা ঐ ব্যক্তিকে দিবার বিষয়ে একরার করিয়া থাকে ও ঐ ব্যক্তি ঐ লেখাপড়া স্থির রাখিবার বিষয়ে কিছু টাকা দাদন দিয়া থাকে তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি ঐ লেখাপড়া ও দাদনদেওনের বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও তাহা অন্যথা করিবার নিমিত্তে রাইয়তকে ভুলাইয়া কুপরামর্শ দেয় তবে দাদনকরণিয়ার ক্ষমতা আছে যে ঐ কুপরামর্শদেওনিয়ার অথবা উভয়ের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া নিজের যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার ও খরচার ডিক্রী করে কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল আপন কর্জা টাকা উসুলকরণের নিমিত্তে কি চলিত আইনানুসারে তাহার সহিত যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা স্থির রাখিবার নিমিত্তে প্রস্তুত থাকে তবে এই ধারাক্রমে তাহার উপর নালিশ করিবার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির থাকিবেক না ইতি—

৪ ধারা—

হুকুম হইল যে যে আদালতে কোন মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২২ ফেব্রুআরিতে ৪ চতুর্থ আইন জারী করিলেন ইতি—

যেহেতুক চতুর্থ জর্জ বাদশাহের জলুসের নবম বৎসরে পার্লিমেণ্টের যে আইন ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের ১ মার্চ তারিখপর্যন্ত ভারতবর্ষে যোত্রহীন খাণি লোকের উপকারের নিমিত্তে জারী হইয়াছিল ও পুনরায় পার্লিমেণ্টের অন্য এক আইনক্রমে ঐ আইন চতুর্থ উলিয়মের জলুসের দ্বিতীয় বৎসরে ১৮৩৬ সালের ১ মার্চ তারিখপর্যন্ত স্থিরকরা যায় এক্ষণে হুকুম হইল যে উপরের লিখিত পার্লিমেণ্টের আইন ১৮৩৯ সালের ১ মার্চ তারিখপর্যন্ত সেই মত স্থির ও চলন থাকিবেক ইতি—

সমাপ্তঃ।

(A True Translation,)

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ৫ পঞ্চম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ৭ মার্চ তারিখে ৫ পঞ্চম আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি ফোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় বাঙ্গালাদেশের জিলা অথবা শহরের কোন জজসাহেবের সমক্ষে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত গুজরাইলে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনানুসারে ডিক্রী জারীকরণের ক্ষমতা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন্ ইতি—

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register and Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৮ অষ্টাদশ আইন —

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৫ নবেম্বরেতে ১৮ অষ্টাদশ আইন জারী করিলেন ইতি—

সরকারের সম্পর্কীয় লোকভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে চাপরাস বাঁধিতে নিষেধের বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ৯ ধারার ৮ প্রকরণ এবং ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ৩০ ধারার ৪ প্রকরণ রদ হইল ইতি—

হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি চাপরাস কি অন্য কোন তগমা নিজে ধারণ করিতে অথবা আপনার অধীন লোককে ধারণ করাইতে চাহিলে তাঁহার উচিত যে সর কার কোম্পানি বাহাদুরের পেয়াদাপ্রভৃতির চাপরাসের ন্যায় আপনার চাপরাস ও তগমা প্রস্তুত না করেন্ এবং যদি কেহ এ হুকুমের অন্য মত করেন্ তবে ক্ষুদ্র অপ রাধ করিলে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমক্ষে যেমত কয়েদ ও জরীমানা হইতে পারে তাঁহার সেই মত কয়েদ ও জরী মানা হইতে পারিবেক ইতি—

সরকারের—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন

সরকারের চাকরভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার চাপরাস ও তগমা নিজে ধারণ করেন্ অথবা আপনার চাকরকে ধারণ করান্ তাঁহার উচিত যে তাহাতে আপনার নাম খোদিত ও চিত্রিত করেন্ ও ইহার অন্যথা করিলে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সমক্ষে উপরের উক্তমত কয়েদ ও জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register and Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৭ দিসে ম্বরেতে ২১ একবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ২০ দিসেম্বর তারিখঅবধি নীচের লিখিতব্য তামার মুদ্রাভিন্ন অন্য কোন তামার মুদ্রা বাঙ্গালাপ্রেসীডেন্সীসম্পর্কীয় কোন টাকশালে প্রস্তুত হইবেক না—

প্রথম। পয়সা তাহার ওজন ১০০ গ্রেন ট্রয়—

দ্বিতীয়। দ্বিগুণ পয়সা তাহার ওজন ২০০ গ্রেন ট্রয়—

তৃতীয়। ইঙ্গরেজী এক পাই অর্থাৎ এক আনার বারো ভাগের এক ভাগ তাহার ওজন ৩৩ গ্রেন ও এক গ্রেনের তিন ভাগের এক ভাগ ট্রয় এবং ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনের ১০ ধারার লিখিত হুকুমক্রমে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা আছে যে যে নক্সা ও চিহ্ন মনোনীত করেন তাহা ঐ পয়সার উপরি অঙ্কিত থাকিবেক—

২ ধারা—

২ ধারা

হুকুম হইল যে ঐ তারিখঅবধি উপরের লিখিত পয়সা কোম্পানির টাকার চৌষট্টি ভাগের এক ভাগের তুল্য এবং ঐ দ্বিগুণ পয়সা কোম্পানির টাকার বত্রিশ ভাগের এক ভাগের তুল্য এবং ঐ পাই এক শত বিরানব্বই ভাগের এক ভাগের তুল্য চলন ও গ্রাহ্য হইবেক ইতি

৩ ধারা

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ২০ দিসেম্বরঅবধি দেনাপ্রভৃতিতে কোম্পানি বাহাদুরের কর্তৃত্বসম্পর্কীয় সমস্ত দেশে এক টাকার ন্যূন আদায় করিতে হইলে ঐ পয়সা লইতে হইবেক ইতি

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Register and Translator of Regulations.

বেক না তাহা ডেঙ্গায় উঠান যাইবেক এবং রফ্তানীর জিনিস সকল এক্ষণকার চলিত দাঁড়ানুসারে জাহাজের উপর বোঝাই হইবেক ও যদি কোন জিনিস অথবা মাল চলিত দাঁড়ার অন্যথায় উবরা কি বোঝাই করা যায় তবে সেই জিনিস ও মাল জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি—

এক্ষণকার দাঁড়ামতে মাল উবরা ও বোঝাইকরণের কথা।

১২ ধারা—

জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত দাঁড়ামত তফসীলের ফর্দ্দ দাখিল না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজহইতে কোন জিনিস উবরা করা যাইবেক না আর যত জিনিস জাহাজের তালাশী করাতে তফসীলের ফর্দ্দমত না হয় এই আইনের ৬ ধারার লিখনানুসারে জাহাজে নিযুক্ত পরিমিটের আমলার দ্বারা তাহা ক্রোক করা যাইবেক ও যদি ফর্দ্দের লিখিত জিনিস তালাশীর সময়ে জাহাজহইতে বাহির না হয় কি কোন জিনিসের ন্যূনতা হয় ও তাহাতে কিছু সন্দেহ হয় ও কারণ না থাকে আর যদি এইমত জাহাজের উবরাকরা সমস্ত জিনিস পরিমিটের মোকামে অথবা পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের নিযুক্তকরা কোন ঘাটের উপর কি অন্য কোন স্থানে না পঁহুছাইয়া থাকে যে আইনানুসারে ঐ ঘাট অথবা ঐ স্থান হইতে ঐ২ জিনিসের ছাড়ি দেওয়া যাইবেক তবে নাখোদা কি বহরদার খোয়া যে২ বস্তার মূল্য ধার্য্য নাহি তাহার প্রত্যেক বস্তার কারণ ৫০০) পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানা দিবার—

তফসীলের ফর্দ্দ দাখিল না করিলে জাহাজের মাল উবরা না করিতে পারিবার কথা।

জাহাজের উপর মাল জব্দ হইবার কথা।

নাখোদা আপন জিনিসের ফর্দ্দের যথার্থতার বিষয়ে জওয়াব দিবার ও জিনিস ফর্দ্দের তফসীলমত হইবার এবং দাঁড়ামত জিনিসের ছাড়ি পাইবার কথা।

নতুবা যে প্রত্যেক বস্তার মূল্য ধার্য্য নাহি তাহার কারণ ৫০০ টাকা জরীমানার ও সম্ভব হইলে দ্বিগুণ মাসুল লওনের যোগ্য হইবারকথা।

দিবার যোগ্য হইবেক আর আদায়ের যোগ্য হইলে তাহার স্থানে দ্বিগুণ মাসুল লওয়া যাইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে এই ধারার লেখা কোন কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে পরিমিটের কালেক্টরসাহেব জাহাজের নাখোদা অথবা মালিককে তাহারদের ভ্রমক্রমে লেখা অশুদ্ধ ফর্দ্দ শুধরণের কি যে২ বিষয় আলস্য ও ভ্রমক্রমে ঐ ফর্দ্দে লেখা যায় নাহি তাহা লিখিবার কারণ অনুমতি দিতে পারেন না কিন্তু এই বিষয়ের দরখাস্তে দৃষ্টি করিয়া ঐ কালেক্টর সাহেব আপন বিবেচনায় উচিত জানিলে তাহা মঞ্জুর করেন্ ইতি—

ভ্রম ও আলস্যক্রমে লেখা অশুদ্ধ ফর্দ্দ শুধরিবার দরখাস্তের দাঁড়ার কথা।

১৩ ধারা—

হুকুম হইল যে পরিমিটের যে কোন আমলা আপন কর্ম্ম শেষকরণে কিছু ঘুষ লয় অথবা সরকারের আইনের কি কোন হুকুমের নিষিদ্ধ কিছু তলব করে অথবা লয় ঐ আমলার একে২ অপরাধের কারণ ৫০০) পাঁচ শত টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক আর যে কোন ব্যক্তি সরকারের পক্ষে মন্দ করিবার নিমিত্তে পরিমিটের কোন আমলাকে কিছু ঘুষ দিবেক তাহার স্থানেও উপরের উক্তমত জরীমানা লওয়া যাইবেক আর ঐ জরীমানা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের অথবা শহর কি জিলা কিম্বা যে স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেব পরিমিটের ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন্ তথাকার জুষ্টিস আফ

অন্যায়রূপে কিছু লইলে পরিমিটের আমলার ৫০০ টাকা জরীমানা দিতে হইবার কথা।

এবং ঘুষদেওনিয়া ব্যক্তির জওয়াব ও জরীমানা দিবার কথা।

দি পোলিসসাহেবের বিচারমতে লওয়া যাইবেক ও ঐ জরী মানার টাকা না দিলে অপরাধি ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে সেই শহর কি জিলার দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ থাকিবেক ইতি—

১৪ ধারা—

ক্রোককরা জিনিসের মোকদ্দমার তজবীজকরণ ও তাহা জব্দ অথবা ছাড়িয়াদেওনের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

হুকুম হইল যে সন্দেহকরা কোন জিনিস গেরেফ্তার হইলে পরিমিটের কালেক্টরসাহেব আপনার বিবেচনানুসারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিয়া সেই জিনিস ছাড়িয়া দিবার হুকুম করেন্ ও যদি ঐ সাহেব ঐ সমস্ত জিনিস জব্দ করিতে উচিত ও আবশ্যক বুঝেন্ তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে নিমক ও আফীমের বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে ঐ রিপোর্ট চূড়ান্ত হুকুম পাইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্ জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লেখা কোন কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে বাঙ্গালার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের পরিমিটের কোন আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেও কোন ক্রোকী জিনিস ছাড়িয়া দিবার অথবা কোন অপরাধি ব্যক্তির অপরাধ মাফ করিবার ক্ষমতা নাহি ইতি—

বোর্ডের সাহেবদিগের চূড়ান্ত হুকুমের আবশ্যকের কথা।

১৫ ধারা—

জিনিস উবরাকরণের কারণ জাহাজের পরিমাণানুসার ২০ কি ৩০ দিন মিয়াদ নিরূপণের কথা।

হুকুম হইল যে ৬০০) ছয় শত টনের অনধিক বোঝাই জাহাজের আমদানীহওয়া জিনিস উবরা করিবার নিমিত্তে—

দিবার যোগ্য হইবেক আর আদায়ের যোগ্য হইলে তাহার স্থানে দ্বিগুণ মাসুল লওয়া যাইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে এই ধারার লেখা কোন কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে পরিমিটের কালেক্টরসাহেব জাহাজের নাখোদা অথবা মালিককে তাহারদের ভ্রমক্রমে লেখা অশুদ্ধ ফর্দ্দ শুধরণের কি যে২ বিষয় আলস্য ও ভ্রমক্রমে ঐ ফর্দ্দে লেখা যায় নাহি তাহা লিখিবার কারণ অনুমতি দিতে পারেন্ না কিন্তু এই বিষয়ের দরখাস্তে দৃষ্টি করিয়া ঐ কালেক্টর সাহেব আপন বিবেচনায় উচিত জানিলে তাহা মঞ্জুর করেন্ ইতি—

ভ্রম ও আলস্যক্রমে লেখা অশুদ্ধ ফর্দ্দ শুধরিবার দরখাস্তের দাঁড়ার কথা।

১৩ ধারা—

হুকুম হইল যে পরিমিটের যে কোন আমলা আপন কর্ম্ম শেষকরণে কিছু ঘুষ লয় অথবা সরকারের আইনের কি কোন হুকুমের নিষিদ্ধ কিছু তলব করে অথবা লয় ঐ আমলার একে২ অপরাধের কারণ ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা করিয়া জরীমানা দিতে হইবেক আর যে কোন ব্যক্তি সরকারের পক্ষে মন্দ করিবার নিমিত্তে পরিমিটের কোন আমলাকে কিছু ঘুষ দিবেক তাহার স্থানেও উপরের উক্তমত জরীমানা লওয়া যাইবেক আর ঐ জরীমানা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের অথবা শহর কি জিলা কিম্বা যে স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেট্সাহেব পরিমিটের ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন্ তথাকার জুষ্টিস আফ

অন্যায়রূপে কিছু লইলে পরিমিটের আমলার ৫০০ টাকা জরীমানা দিতে হইবার কথা।

এবং ঘুষদেওনিয়া ব্যক্তির জওয়াব ও জরীমানা দিবার কথা।

দি—

দি পীস্‌সাহেবের বিচারমতে লওয়া যাইবেক ও ঐ জরী মানার টাকা না দিলে অপরাধি ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে সেই শহর কি জিলার দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ থাকিবেক ইতি—

১৪ ধারা—

হুকুম হইল যে সন্দেহকরা কোন জিনিস গেরেপ্তার হইলে পরিমিটের কালেক্টরসাহেব আপনার বিবেচনানুসারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিয়া সেই জিনিস ছাড়িয়া দিবার হুকুম করেন্ ও যদি ঐ সাহেব ঐ সমস্ত জিনিস জব্দ করিতে উচিত ও আবশ্যক বুঝেন্ তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের সমীপে ঐ রিপোর্ট চূড়ান্ত হুকুম পাইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্ জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লেখা কোন কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে বাঙ্গালার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের পরিমিটের কোন আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেও কোন ক্রোকী জিনিস ছাড়িয়া দিবার অথবা কোন অপরাধি ব্যক্তির অপরাধ মাফ করিবার ক্ষমতা নাহি ইতি—

ক্রোককরা জিনিসের মোকদ্দমার তজবীজকরণ ও তাহা জব্দ অথবা ছাড়িয়াদেওনের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

বোর্ডের সাহেবদিগের চূড়ান্ত হুকুমের আবশ্যকের কথা।

১৫ ধারা—

হুকুম হইল যে ৬০০) ছয় শত টনের অনধিক বোঝাই জাহাজের আমদানীহওয়া জিনিস উবরা করিবার নিমিত্তে—

জিনিস উবরাকরণের কারণ জাহাজের পরিমাণানুসারে ২০। কি ৩০ দিন মিয়াদ নিরূপণের কথা।

নিমিত্তে রবিবার ও বন্দের দিনব্যতিরিক্ত ২০ বিশ দিন ও উপরের লিখিত পরিমাণহইতে অধিক বোঝাই জাহাজের জিনিস উবরা করিবার নিমিত্তে উপরের উক্ত বন্দের দিবস ভিন্ন ৩০ ত্রিশ দিন মিয়াদ নিরূপণ করা যাইবেক এবং পরিমিটের আমলা টাইড উএটর কি পরিমিটের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি প্রথমতঃ যে দিবস জাহাজে আসিবেক সেই দিবসাবধি ঐ মিয়াদ গণ্য হইবেক ইহাভিন্ন যদি জাহাজের বোঝাই সমুদয় জিনিস ঐ মিয়াদের মধ্যে উবরা না হয় তবে জাহাজের নাখোদা ও বহরদার সরকারের নিরূপিত মিয়াদের অধিক দ্বিতীয় মিয়াদের টাইড উএটর ও অন্য২ আমলার মাহিয়ানার টাকা সমস্ত খরচাসমেত দিবার যোগ্য হইবেক এবং জিনিসের মালিক কি আনয়নকারী অথবা গোমাশ্তা লোকেরা আপন২ জিনিস ঐ মিয়াদের মধ্যে উবরা না করিলে নাখোদা কি বহরদারের কর্ত্তব্য যে ঐ সমস্ত জিনিস জাহাজহইতে বাহির করিয়া দেয় এবং নিরূপিত মিয়াদের শেষ হইলে আমদানীহওয়া কোন জিনিস জাহাজে থাকিলে পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে সরকারের মাসুল ও জাহাজের বোঝাই জিনিসের ভাড়া ও অন্য যে২ খরচ লইবার আবশ্যক হয় তাহা আদায় করিবার নিমিত্তে নাখোদার হস্তে রসীদ দিয়া উবরা করিবার ও

ঐ মিয়াদ গত হইলে নাখোদা পরিমিটের আমলার খরচ দিবার যোগ্য হইবার কথা।

গোমাশ্তাপ্রভৃতির গাফিলী হইলে নাখোদা জিনিস উবরা করিবার কথা।

নাখোদা ও গোমাশ্তাপ্রভৃতির গাফিলী হইলে জিনিস উবরা করিতে ও গুদামে রাখিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

ঐ সমস্ত জিনিস গুদামে রাখিবার হুকুম করেন্ কিন্তু জানান যাইতেছে যে সর্ব্বপ্রকারে কালেক্টরসাহেব কি পর্ম্মিটের মোকামের নিযুক্ত অন্য কোন সাহেবের ক্ষমতা আছে যে কোন জাহাজের নাখোদার সম্মতি ও ইচ্ছা মতে ঐ জাহাজের রেজিষ্টরীকরণের সময়হইতে ২০ দিন মিয়াদ গত না হইলেও মাসুল ও অন্য২ খরচ আদায় করিবার নিমিত্তে সমস্ত বস্তা উবরা করিতে অথবা সরকারী গুদামে রাখিতে হুকুম দেন্ এবং যদি গুদামে রাখা কি জাহাজহইতে উবরাকরা জিনিসের মালিক উবরাকরণের দিনহইতে তিন মাসের মধ্যে হাজির না হয় ও জিনিসের নিয়মিত ছাড়ি না লয় তবে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে সরকারী মাসুল ও জাহাজের বোঝাই জিনিসের ভাড়া ও অন্য২ খরচ আদায় করিবার নিমিত্তে ঐ২ জিনিস নীলাম করেন্ ইতি—

২০ দিন মিয়াদ গত না হইলেও জাহাজের নাখোদার সম্মতিক্রমে বস্তা বাহির করিতে কালেক্টর কি পরিমিটের নিযুক্ত অন্য কোন সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা—

হুকুম হইল যে আমদানীহওয়া সমস্ত জিনিস উবরা করা গেলে রফ্তানীজিনিস জাহাজের উপর বোঝাই করা যাইবেক এবং ৬০০ ছয় শত টনের অনধিক বোঝাই হইলে রফ্তানীজিনিস বোঝাই করিবার কারণ রবিবার ও বন্দের দিন ভিন্ন ১৫ দিবস ও ৬০০ ছয় শত টনের অধিক বোঝাই হইলে ২০ দিন মিয়াদ নিরূপণ করা যাইবেক এবং এই ধারার উক্ত মিয়াদ গত হইলে জাহাজে নিযুক্ত পর্ম্মিটের আম

যে সময়াবধি জিনিস বোঝাইকরণের আরম্ভ হইবেক তাহার কথা।

আমদানীহওয়া জিনিস উবরাকরা হইলে রফ্তানীর জিনিস বোঝাই করিবার কারণ ১৫ কি ২০ দিন মিয়াদ নিরূপণ হইবার কথা।

লাদিগের—

নাদিগের মাহিয়ানাপ্রভৃতি খরচ নাখোদা ও বহরদারের স্থানে লওয়া যাইবেক ও যদি কোন জাহাজ আমদানীহও য়া জিনিস উবরা করিলে পর খালী থাকে তবে জাহাজে নিযুক্ত ঐ পরিমিটের আমলারা আবশ্যক জিনিসভিন্ন অন্য কোন জিনিস জাহাজে নাহি এই সংবাদ কালেক্টরসাহেবকে জানাইলে ঐ আমলারা জাহাজহইতে উঠিয়া যাইবেক এবং এইপ্রকার খালী জাহাজ রফ্তানীজিনিস বোঝাই করিবার নিমিত্তে পরিমিটের ঘরে রেজিষ্টরী হইলে পরিমি টের আমলা তাহাতে নিযুক্ত হইবেক ও যে দিন পরিমটের আমলা উপরের উক্ত আবশ্যক জিনিসব্যতিরিক্ত জাহা জের মধ্যে অন্য কোন জিনিস না থাকিবার সমাচার কালেক্ টরসাহেবকে জানায় সেই দিনাবধি রবিবার ও বন্দের দিনভিন্ন ৬০০ ছয় শত টনের অনধিক বোঝাই হইলে রফ্তানীজিনিস বো ঝাই করিবার কারণ ২০ দিন তাহাহইতে অধিক বোঝাই হই লে ৩০ দিন মিয়াদ নিরূপণ করা যাইবেক এবং ঐ নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে বন্দরহইতে জাহাজ রওয়ানা না হওনের তারিখপর্য্যন্ত জাহাজের নাখোদা ও বহরদার জাহাজে নিযুক্ত পরিমিটের আমলাদিগের মাহিয়ানাপ্রভৃতি খরচ দিবেক ইতি

কোন জাহাজ খালী থাকিলে পরিমিটের আমলা তাহার সংবাদ করিয়া জাহাজহইতে উঠিয়া যাইবার কথা।

রফ্তানীর জিনিস বোঝাই করণের কারণ জাহাজের পরিমাণানুসারে ২০ কি ৩০ দিন মিয়াদ নিরূপণ হইবার এবং তালাশীর আবশ্যক ও জাহাজ খালী থাকিবার সংবাদ দেওনের কথা।

১৭ ধারা

হুকুম হইল যে নাখোদা কি জাহাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ পরিমিটের আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধেতে অপ

নাখোদা জরীমানার যো

রাধী

রাধী হইয়া জরীমানার যোগ্য হইলে পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেব দিগের চূড়ান্ত হুকুম পাওনমতে জরীমানা আদায় না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ জাহাজের ছাড়িচিঠী না দেন ইতি—

গ্য হইলে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে জরীমানার টাকা আদায় না হওয়াপর্য্যন্ত জাহাজের ছাড়ি না দিবার কথা।

১৮ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি ছাড়িচিঠী পাইলে পর মাসুল হইবার এবং জিনিস ওজনইত্যাদি করিবার ও পুনরায় অন্য জিনিস বোঝাই করিবার দরখাস্ত করে তবে তাহার স্থানে দ্বিগুণ মাসুল লওয়া যাইবেক আর জিনিসসকল মাফ করিবার উপযুক্ত হইলে বাজারভাওঅনুসারে শতকরা ৫) পাঁচ টাকার হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি—

ছাড়ি জারী হইলে পর কোন জিনিস বোঝাই করিলে তাহার কারণ দ্বিগুণ মাসুল লওনের হুকুমের কথা।

১৯ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কোন বন্দরহইতে ছাড়িচিঠীপাওয়া কোন জাহাজ ঝড়তুফানপ্রযুক্ত ঐ বন্দরে ফিরিয়া আইসে কি বানীচালিইত্যাদিহওয়াপ্রযুক্ত যে জাহাজের ছাড়ি একবার দেওয়া গিয়া থাকে তাহাহইতে জিনিস উবরা করিবার আবশ্যক হয় তবে জিনিস উবরা করিবার কি ঐ জাহাজহইতে অন্য জাহাজে বোঝাই করিবার সময়ে পরিমিটের আমলা ঐ জাহাজে ও তাহার বোঝাই জিনিসের উপর নিযুক্ত হইবেক এবং ঐ জাহাজহইতে অন্য জাহাজে বোঝাই হইলে যদি পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের হুকুমমতে

ঝড়তুফান কি বানীচালি ইত্যাদিপ্রযুক্ত সেই বন্দরে জাহাজ ফিরিয়া আইলে তাহাতে পরিমিটের আমলা নিযুক্ত হওনের কথা।

বন্দরহইতে জাহাজ বাহিরে গেলে যদি পরিমিটের

নির্দ্দিষ্ট—

আমলা রক্ষণাবেক্ষণে না থাকে তবে পুনর্ব্বার মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে না থাকে কি অন্য জাহাজে পরিবর্ত্তহওন মতে পুনরায় না যাওয়াপর্য্যন্ত পরিমিটের বিশেষ আমলা দিগের রক্ষণাবেক্ষণে না রাখা যায় তবে ঐ জাহাজের বোঝাই জিনিসের মাসুল একবার আদায় হইয়াছে বলিয়া পুনর্মাসুল মাফ হইবেক না এবং জিনিসলওনিয়া ও আপন জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণের দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তি ঐ জিনিসের নিযুক্ত পরিমিটের আমালার সমুদয় খরচ দিবার যোগ্য হইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে ছাড়িচিঠী পাইবার পর কোন জাহাজ ঝড়তুফান কি বানীচালিইত্যাদিহওয়াপ্রযুক্ত কোন বন্দরে ফিরিয়া আইলে মালিক কি নাখোদা অথবা বহরদারের ক্ষমতা থাকিবেক যে পুনরায় আপন জাহাজের রেজিষ্টরী করায় ও আমদানীহওয়া জিনিসের প্রতি যে২ আইন নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে ঐ জাহাজের বোঝাই জিনিস উবরা করে ও এমতে রফ্তানী জিনিসের মাসুল মালিক কি নাখোদাকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও বিক্রী না হওয়া আমদানীর যে জিনিস পুনরায় ঐ জাহাজে যায় তাহার কারণ দাঁড়ামত যে মাসুল নির্দ্ধারিত আছে তাহার ড্রাবেক অর্থাৎ মাসুলের অংশ জাহাজের মালিক কি নাখোদার তরফহইতে সরকারে আদায় হইবেক ও ঐ সমস্ত জিনিস ছাড়ি না পাওয়া জিনিসের ন্যায় বোধ হইবেক ও যে কোন জিনিসের উপরের উক্ত ড্রাবেক সরকারহইতে

ছাড়িচিঠী পাইলেপর জাহাজ ফিরিয়া আইলে রফ্তানী জিনিসের মাসুল সরকারহইতে ফিরিয়া দেওন ও নাখোদাহইতে ড্রাবেক পুনঃপাওনের কথা।

জাহাজ বন্দরহইতে যাওনের সময়ে বোঝাই

দেওয়া—

দেওয়া গিয়া থাকে বন্দরহইতে জাহাজ যাওনের সময়ে ঐ জাহাজে তাহা না পাওয়া গেলে নাখোদা ঐ সমস্ত জিনিসের বেওরা প্রমাণের দ্বারা পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের সমীপে না গুজরাইলে সমুদয় ড্রাবেকের টাকা দিবার যোগ্য হইবেক ইতি—

করা কোন জিনিস না পাওয়া গেলে নাখোদা সরকারের পূরা ড্রাবেক দিবার যোগ্য হইবার কথা ।

২০ ধারা—

হুকুম হইল যে কোন জাহাজের সমুদয় জিনিস বোঝাই হওনের ও ছাড়ি পাইবার পূর্ব্বে তাহার কিছু জিনিস উবরা হইলে লওনিয়া ব্যক্তিকে ঐ আন্দাজ জিনিসের মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক কিন্তু ছাড়িচিঠী পাওনের পর ঝড়তুফান ও বানীচালিহওয়াভিন্ন কোন জাহাজ ফিরিয়া আইলে যদি তাহার কিছু জিনিস এই আইনের ১৯ ধারার লিখনক্রমে পুনরায় উবরা করা যায় তবে তাহার মাসুল সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি—

ছাড়ি পাইলে পর রপ্তানী জিনিসের মাসুল ফিরিয়া না দেওনের কথা ।

২১ ধারা—

হুকুম হইল যে নীচের লিখিতব্য নিকোবা ও মালদেও উপদ্বীপের নৌকাদুণীপ্রভৃতিভিন্ন আরবদেশের কি আরব দেশের বন্দরসকলের সমস্ত জাহাজ এবং ইঙ্গলণ্ডের শ্রীযুত বাদশাহের অনধীন হিন্দুস্থানপ্রভৃতির সম্পর্কীয় দেশের কি বন্দরের সমস্ত জাহাজ ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজের ন্যায় গণ্য হইবেক ইতি—

আরবদেশের ও ইঙ্গলণ্ডের শ্রীযুত বাদশাহের অনধীন হিন্দুস্থানপ্রভৃতির সম্পর্কীয় অন্যং দেশের জাহাজসকল ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজের ন্যায় গণ্য হইবার কথা ।

২২ ধারা—

২২ ধারা—

গঙ্গানদীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে অন্যং নৌকাদুণী লাগানকরণের আবশ্যকের কথা।

হুকুম পাইয়াও তৎক্ষণাৎ কোন নৌকা ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে না লইয়া গেলে ১০০ টাকা জরীমানা লওনের কথা।

ঐ জরীমানার টাকা আদায়কারণ নৌকা ও বোঝাই জিনিস ও লওজিমাদ্রব্যাদি নীলাম করিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

উপরের উক্ত নিকোবা ও মালদেও উপদ্বীপের নৌকাদুণীপ্রভৃতি ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজের ন্যায় গণ্য হইবার কথা।

হুকুম হইল যে এদেশপ্রভৃতির যেং নৌকাদুণী আড়কাটির সহায়তাব্যতিরেকে কলিকাতার বন্দরে আইসে ঐ২ নৌকাদুণী নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে কালেক্টরসাহেব হুগলীনদীর যে কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন সেই স্থানে লঙ্গরইত্যাদিতে লাগান করা যাইবেক এবং যদি কোন ব্যক্তি নৌকাপ্রভৃতি অন্য স্থানে লাগান করে এবং হুকুম পাইলেও সরকারের নির্দ্দিষ্ট করা স্থানে তৎক্ষণাৎ না লাগায় তবে ঐ ব্যক্তি কালেক্টরসাহেবের বিচার ও হুকুমমতে ১০০) এক শত টাকা জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও ঐ নৌকা কি লওজিমা দ্রব্যাদি অথবা ঐ নৌকার বোঝাই জিনিস জরীমানার টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে নীলাম করিবার যোগ্য হইতে পারে এবং উপরের উক্ত আরবদেশপ্রভৃতির নৌকাইত্যাদির বিষয়ে হুকুম হইল যে কালেক্টরসাহেবের কাছারীর দাঁড়ামতে ঐ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট করা স্থানে ঐ সমস্ত জিনিস উবরা ও বোঝাই করা যাইবেক এবং উপরের উক্ত নিকোবা ও মালদেও উপদ্বীপের নৌকাদুণীইত্যাদি ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজপ্রভৃতির ন্যায় বোধ করা যাইবেক ইতি—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন —

(ক) চিহ্নিত ফর্দ্দ। —

বাঙ্গলাদেশের ফোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় কোন বন্দরে জলপথ দিয়া আমদানীহওয়া জিনিসসকলের মাসুলের অঙ্ক।

নম্বর	জিনিসের তফসীল	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে।	ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
১	রূপা ও সোণা ও টাকা	মাসুল নাহি	মাসুল নাহি
২	বহুমূল্য প্রস্তর ও মোতীপ্রভৃতি	ঐ	ঐ
৩	শস্য ও দাউল	ঐ	ঐ
৪	ঘোড়া ও অন্যং সজীব পশু	ঐ	ঐ
৫	বরফ	ঐ	ঐ
৬	পাথরীয়া কয়লা ও ইট ও ফুলখড়ী ও প্রত্যেক প্রকার পাথর	ঐ	ঐ
৭	ইঙ্গলণ্ডের বা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশের ছাপাহওয়া কেতাব	ঐ	শতকরা ৩৲ টাকা
৮	ভিন্নাধিকারদেশের ছাপাহওয়া কেতাব	শতকরা ৩৲ টাকা	শতকরা ৬৲ টাকা
৯	ইঙ্গলণ্ডের অথবা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশের জাত জাহাজের লঙ্গর জিম্মা জিনিসপ্রভৃতি	শতকরা ৩৲ টাকা	শতকরা ৬৲ টাকা
১০	ভিন্নাধিকারদেশের জাত ঐ	শতকরা ৬৲ টাকা	শতকরা ১২৲ টাকা
১১	ইঙ্গলণ্ডের অথবা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশের জাত ধাতু বা ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য	শতকরা ৩৲ টাকা	শতকরা ৬৲ টাকা

১২৲ —

নম্বর	জিনিসের তফসীল	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে	ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে।
১২	ভিন্নাধিকারদেশের জাত টীনব্যতিরিক্ত ধাতু বা ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য	শতকরা ৬ টাকা	শতকরা ১২ টাকা
১৩	ইঙ্গলণ্ডের অথবা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন দেশের জাত টীনভিন্ন ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন টীন	শতকরা ১০ টাকা	শতকরা ২০ টাকা
১৪	ইঙ্গলণ্ডের কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশের জাত বা প্রস্তুতকরা পশমীকাপড় অর্থাৎ বনাতইত্যাদি	শতকরা ২ টাকা	শতকরা ৪ টাকা
১৫	ভিন্নাধিকারদেশের ঐ ঐ	শতকরা ৪ টাকা	শতকরা ৮ টাকা
১৬	ইঙ্গলণ্ডের বা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশের উৎপন্ন রেশম ও কাপাসের কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা	শতকরা ৩॥০ টাকা	শতকরা ৭ টাকা
১৭	ভিন্নাধিকারদেশের ঐ ঐ	শতকরা ৭ টাকা	শতকরা ১৪ টাকা
১৮	আফীন	আশী তোলার সেরের সেরপ্রতি ২৪ টাকা	আশী তোলার সেরের সেরপ্রতি ২৪ টাকা
১৯	লবণ	আশীতোলার সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ৩০ টাকা	আশীতোলার সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ৩০ টাকা
২০	ফট্কিরী	শতকরা ১০ টাকা	শতকরা ২০ টাকা
২১	কর্পূর	শতকরা ১০ টাকা	শতকরা ২০ টাকা
২২	দারুচিনিবিশেষ	শতকরা ১০ টাকা	শতকরা ২০ টাকা
২৩	লবঙ্গ	শতকরা ১০ টাকা	শতকরা ২০ টাকা
২৪	কাওবা	শতকরা ৭॥০ টাকা	শতকরা ১৫ টাকা

নম্বর	জিনিসের তফসীল	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে আমদানী হইলে	ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে আমদানী হইলে
২৫	প্রবাল	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
২৬	জায়ফল ও জৈত্রী	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
২৭	মরিচ	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
২৮	বেত	শতকরা ৭৷৷০ টাকা	শতকরা ১৫৲ টাকা
২৯	চা	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
৩০	সিন্দূর	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
৩১	উয়াইন এবং অন্য২ প্রকার শরাব	শতকরা ১০৲ টাকা	শতকরা ২০৲ টাকা
৩২	উগ্রশরাব। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার পোলীসের দ্বারা ধার্য্যকরা যে মাসুল লওয়া যাইত তাহাসমেত এবং উগ্রশরাবের মাসুল লণ্ডনপুরুপের শক্ত্যনুসারে হিসাব করা যাইবেক লণ্ডন পুরুপহইতে অধিক তেজ হইলে অধিক মাসুল কম তেজ হইলে কম মাসুল লওয়া যাইবেক ও ঐ উগ্রশরাব বোতলে আমদানী হইলে পাঁচ বোতল এক এক ইম্পেরিয়ল গালনের তুল্য হইবেক—	ইম্পেরিয়ল গালনপ্রতি ৷৷৴ নয় আনা	ইম্পেরিয়ল গালনপ্রতি ১৲ এক টাকা
৩৩	এই ফর্দের লেখা জিনিসব্যতিরিক্ত অন্য সকল জিনিস	শতকরা ৩৷৷০ টাকা	শতকরা ৭৲ টাকা

যদি কোন জিনিসের মাসুল বাজারভাও অনুসারে লইতে হুকুম দেওয়া যায় তবে কিছু বাদ না দিয়া তাহা লওয়া যাইবেক এবং যে দেশহইতে ঐ জিনিস

আমদানী—

আমদানী হইয়াছে আনয়নকারি ব্যক্তির কহতমতে সেই দেশের নামের যাথা র্থ্যের বিষয়ে পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের সন্দেহ জন্মিলে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই আনয়নকারির পক্ষের সাক্ষ্য গুজরাইবার হুকুম করেন্ আর যদি ঐ সাহেবের সমক্ষে ঐ প্রকার সত্যাসত্যতার সাক্ষ্য উত্তমরূপে না গুজরে তবে ঐ জিনিসের মাসুল অধিক লওয়া যাইবেক কিন্তু এ হুকুমে যে ব্যক্তি আপ নার পক্ষে অন্যায় বোধ করিয়া অসম্মত হয় সে নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে আপীল করিতে পারিবেক ইতি—

আফীন ও নিমকব্যতিরিক্ত আমদানীহওয়া অন্য২ জিনিস জলপথদিয়া ফিরিয়া যাওনের বিষয়ে হুকুম হইল যে যদি পরিমিটের রেজিষ্টরীর অনুসারে ঐ জিনিসের আমদানীর তারিখহইতে দুই বৎসরের মধ্যে উপরের উক্ত ঐ জিনিস পুনরায় জলপথ দিয়া রফ্তানী হয় এবং পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে যে জিনিস আমদানী হইয়াছিল সেই জিনিসই রফ্তানী হইতেছে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে আদায়হওয়া মাসুলের আট অংশের এক অংশ লন্ অবশিষ্ট যাহা থাকে ড্রাবেকমত তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং যে জাহাজে জিনিস আ মদানী হয় যদি ঐ জিনিস ঐ জাহাজহইতে উবরা না করিয়া ঐ জাহাজে ফিরি য়া যায় তবে তাহার কিছু মাসুল লওয়া যাইবেক না কিন্তু আফীন ও নিমকের বিষয়ে যে বিশেষ আইন চলন আছে তাহা পূর্ব্বের ন্যায় চলন থাকিবেক ইতি—

(খ)—

(খ) চিহ্নিত ফর্দ্দ।

বাঙ্গলাদেশের ফোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় কোন স্থান বা বন্দরহইতে জলপথদিয়া রফ্তানী সমস্ত জিনিসের মাসুলের অঙ্ক।

নম্বর	জিনিসের তফসীল	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে।	ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে।
১	রূপা ও সোণা ও টাকা	মাসুল নাহি	মাসুল নাহি
২	বহুমূল্য প্রস্তর ও মোতীইত্যাদি	ঐ	ঐ
৩	হিন্দুস্থানের ছাপাহওয়া কেতাব	ঐ	ঐ
৪	ঘোড়াপ্রভৃতি সজীব পশু	ঐ	ঐ
৫	কলিকাতা শহরে সরকারের নীলামে খরীদকরা আফীন	ঐ	ঐ
৬	কাপাস ও পশম ইউরোপে কি আমেরিকা মিলিত দেশে কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন আমেরিকা দেশে রফ্তানী হইলে	ঐ	আশীতোলা সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ।০ আনা
৭	উপরের উক্ত দেশভিন্ন অন্য দেশে ঐ ২ জিনিস রফ্তানী হইলে	আশীতোলা সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ॥০ আনা	আশীতোলা সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ১৲ টাকা
৮	ইঙ্গলণ্ড কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অধীন কোন দেশের চিনি ও শরাব	মাসুল নাহি	শতকরা ৩৲ টাকা
৯	ভিন্নাধিকার দেশের ঐ ঐ	শতকরা ৩৲ টাকা	শতকরা ৬৲ টাকা
১০	সমস্তপ্রকার শস্য ও চাউল	আশীতোলা সেরের দুই মোনের অনধিক বোঝাই বোরাপ্রতি ৵ আনা বোরাতে বোঝাই না থাকিলে মোনপ্রতি (১০ আধ আনা করিয়া)	আশীতোলা সেরের দুই মোনের অনধিক বোঝাই বোরাপ্রতি ৵ দুই আনা বোরাতে না থাকিলে মোন প্রতি ১০ এক আনা করিয়া

নম্বর	জিনিসের তফসীল	ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে	ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে রফ্তানী হইলে।
১১	নীল	৮০ তোলার সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ৩৲ টাকা	৮০ তোলার সেরের ৪০ সেরের মোনপ্রতি ৬৲ টাকা
১২	ক্ষেটে লা এবং লা	শতকরা ৪৲ টাকা	শতকরা ৮৲ টাকা
১৩	বিলায়তের মতে বানান কাঁচা রেশম	আশীতোলা সেরের সের প্রতি ⁄১০ আনা	আশী তোলা সেরের সেরপ্রতি ।⁄ আনা
১৪	বাঙ্গলা দেশের মতে বানান কাঁচা রেশম	আশীতোলা সেরের সের প্রতি ⁄ আনা	আশী তোলা সেরের সেরপ্রতি ।⁄ আনা
১৫	তামাকু	মোনকরা ।০ আনা	মোনকরা ॥০ আনা
১৬	এই ফর্দ্দের লেখা জিনিসভিন্ন এদেশে প্রস্তুতহওয়া সমস্ত জিনিস	শতকরা ৩৲ টাকা	শতকরা ৬৲ টাকা

এবং যদি এমত হুকুম হয় যে জিনিসের মূল্যানুসারে মাসুল লওয়া যাইবেক তবে যে স্থানহইতে জিনিস রফ্তানী হইবেক সেই স্থানের বাজারভাওঅনুসারে কিছু বাদ না দিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি—

এবং জলপথদিয়া রফ্তানী জিনিসের উপর মাসুল নির্দ্দিষ্টকরণ সময়ে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ আপ্রিল তারিখপর্য্যন্ত যে রাহাদারী মাসুল পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছে নীচের লিখিতব্য নিয়মানুসারে তাহা জলপথের মাসুলহইতে বাদ দেওয়া যাইবেক এবং যদি জলপথের মাসুলহইতে রাহাদারী মাসুল অধিক লওয়া গিয়া থাকে তবে রওয়ানা দাখিল করিলে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি—

প্রথম নিয়ম এই যে জিনিস মিলান যাইবেক এবং যে স্থানহইতে রফ্তানী হইয়াছে সেই স্থানের প্রমাণ দাঁড়ামত দিতে হইবেক—

দ্বিতীয়—

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে রওয়ানার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ আপ্রিলের পূর্ব্বর হইবেক আর সেই রওয়ানার ও ড্রাবেকের লেখা মিয়াদ দুই বৎসরের অধিক হইবেক না ইতি—

পশ্চিম প্রদেশের পরিমিটের ঘরে রফ্তানী যে তুলার মাসুল দিয়া রওয়ানা হইয়াছে তাহা কেবল জলপথদিয়া রফ্তানীহওনের নিমিত্তে আসিয়াছে এমত প্রমাণ না হইলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ আপ্রিল তারিখের পর যমুনানদীর সীমানার বা বারাণসের কোন চৌকী কি পরিমিটের ঘরে রাহাদারী মাসুল দেওয়া গিয়াছে বলিয়া জলপথের কিছু মাসুল বাদ বা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি—

সমাপ্ত ঃ—

A True Translation.

PIERCE TAYLOR,

Officiating Deputy Ragister and Translator.

Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ৫ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৩ সালের ২৪ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তি ১২৪৩ সালের ৬ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ৯ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ৭ জমাদীয়ঃসানীতে ২১ একবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ অক্তোবর তারিখের পর শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হজুর কৌন্সেলের এক হুকুমের দ্বারা বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন স্থানে নূতন জিলা স্থাপন এবং বর্ত্তমান জিলার সীমা পরিবর্ত্ত করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

H. TORRENS,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ২৬ সেপ্‌টেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ১৩ আশ্বিন. মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ১৩ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ১৬ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ১৪ জমাদীয়ঃসানীতে ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১ নবেম্বর তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১০ সালের ৭ আইন এবং ১৮০৬ সালের ১৮ আইনের যেং ভাগে পূর্ব্ব দিকস্থ খালের বিষয় লেখা আছে তাহা রদ হইল ঐ খাল টালীর নালা নামে বিখ্যাত এবং তাহার দ্বারা হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা সুন্দর বনের সঙ্গে মিলে ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিতব্য দুই জলপথের কোন এক পথের মধ্যে যে নৌকা ও কাষ্ঠ এবং বাঁশের মাড় প্রবেশ করে বা তাহাহইতে বাহির হয় বা তাহার মধ্য দিয়া গমন করে সেই নৌকাইত্যাদির উপর মাসুলের সংখ্যা এবং তাহা তহসীল করণের নিয়ম ১৮৩৬ সালের ১ নবেম্বর তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ ইতি।

প্রথম। উক্ত পূর্ব্ব দিকস্থ খাল সুন্দর বনের মধ্যে প্রবেশকরণের স্থানাবধি হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গার সঙ্গে মিলনের স্থানপর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়। সুন্দর বনের ঝিল দিয়া বামন ঘাটাপর্য্যন্ত যে জলপথ আছে তাহা এবং ঐ ঝিলঅবধি বৈঠকখানার রাস্তাপর্য্যন্ত যে খাল আছে এবং বাহির রাস্তায় যে নূতন খালের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত খাল হুগলী নদীর সঙ্গে মিলে এই সকলের মধ্য দিয়া যে জলপথ আছে তাহা।

৩ ধারা।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন পথের মধ্য দিয়া এক সীমাবধি অপর সীমা পর্য্যন্ত গমনের নিমিত্ত অথবা পূর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন এক পথের মধ্যে প্রবেশ

করণ কিম্বা তাহাহইতে বাহিরহওনের নিমিত্তে সর্ব্বসুদ্ধ যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহা কোন গতিকে কোন এক নৌকার বোঝাই জিনিসের উপর ফিশত মোনের নিমিত্ত ১৷৷০ এক টাকা আট আনা অথবা প্রত্যেক কাষ্ঠের মাড়ের উপর প্রত্যেক কাষ্ঠের নিমিত্ত দুই আনা অথবা প্রত্যেক বাঁশের মাড়ের উপর ফিশত বাঁশের নিমিত্তে ৷০ চারি আনার ঊর্দ্ধ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যে প্রত্যেক নৌকা পূর্ব্বোক্ত জলপথের কোন এক পথের কোন স্থানে দুই দিবসের অধিক কাল থাকে তাহার ফিশত মোনের হিসাবে এবং যে প্রত্যেক কাষ্ঠের মাড় তাহার মধ্যে এক দিনের অধিক থাকে তাহার দশ২ কাষ্ঠের উপর এবং যে প্রত্যেক বাঁশের মাড় এক দিনের অধিক থাকে তাহার দুই২ শত বাঁশের উপর মাসুলের হার নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বের লিখিতমাসুল ও কর তহসীলকরণের নিমিত্তে পুর্ব্বোক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং যে কর্ম্মের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন এক পথ অবরুদ্ধ হইতে পারে অথবা যেং কার্য্যের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন এক পথের ধার নষ্ট হইতে পারে এমত কর্ম্ম নিবারণকরণের নিমিত্তে গমনীয় স্রোত ও নদীর বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে ক্ষমতা আছে তাহার কতক বা সমস্ত ঐ কার্য্যকারকদিগকে অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি যদ্যপি জানিয়াশুনিয়া পুর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন এক পথ অবরুদ্ধ করে অথবা পূর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন ধার নষ্ট করে তবে তাহার দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ১৪ দিবসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ অথবা ৫০ টাকার অনধিক জরীমানার অথবা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দিলে আরো ১৪ চৌদ্দ দিন মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ মাসুল ও করের হারের বিষয় এবং তাহা তহসীলকরণের স্থানের বিষয়ে এবং এই আইনক্রমে পুর্ব্বোক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবকে অর্পিত ক্ষমতানুসারে যে সকল বিধি তিনি নির্দ্দিষ্ট করেন্ তাহার বিষয়ের এত্তেলা

ইঙ্গরেজী ও ফারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবেক এবং তাহা পুর্ব্বোক্ত দুই জলপথের প্রত্যেক পথে মাসুল তহসীলকরণের প্রত্যেক স্থানে সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত লটকাইয়া রাখা যাইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত মাসুল অথবা কর লইবার নিমিত্ত পুর্ব্বোক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব যে কার্য্যকারককে ক্ষমতা দেন তিনি পুর্ব্বোক্ত দুই জলপথের কোন এক পথের মধ্যে কোন নৌকা বা কাষ্ঠের কিম্বা বাঁশের মাড়ের উপর দেয় মাসুল বা কর দাওয়া করিলে যদ্যপি তাহা না দেওয়া যায় তবে ঐ কার্য্যকারক সেই নৌকা কি কাষ্ঠের বা বাঁশের মাড় এবং তাহার মাল ক্রোক করিতে এবং তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারেন্ এবং যদি ঐ ক্রোককরণের পর দশম দিবসের পুর্ব্বে ঐ মাসুল বা কর দেওয়া যায় তবে ঐ নৌকা বা কাষ্ঠের কিম্বা বাঁশের মাড় ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক এবং যদি ঐ দশ দিনের মধ্যে তাহা না দেওয়া যায় তবে ঐ কার্য্য কারক খালের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অনুমতি এবং আজ্ঞাক্রমে ঐ দেয় মাসুল বা কর উসুল করিবার নিমিত্ত এবং ক্রোককরণ ও আটক করিয়া রাখণের খরচার নিমিত্ত ক্রোকহওয়া সম্পত্তি অথবা তাহার যে অংশ ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহা বিক্রয় করিতে পারেন। এবং এইমত হইলে ক্রোকহওয়া সম্পত্তির যে অংশ বিক্রয় না হয় তাহা এবং বিক্রয়হওয়া সম্পত্তির দেয় মাসুল বা কর আদায় করণের নিমিত্ত এবং ক্রোককরণ ও আটক করিয়া রাখণের খরচার নিমিত্ত যাহা আবশ্যক তাহা হইতে অধিক যে মূল্য হয় তাহা ঐ নৌকা বা কাষ্ঠের কি বাঁশের মাড়ের মালিক কে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নৌকা কি কাষ্ঠের অথবা বাঁশের মাড় যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে সে যদি তাহার উপর দেয় মাসুল বা কর ফাকি করিয়া না দিবার উদ্যোগ করে অথবা পুর্ব্বোক্ত ক্ষমতানুসারে এবং পুর্ব্বোক্ত গতিকে নৌকা ইত্যাদি ক্রোককরণের প্রতিবন্ধকতা করে তবে সেই নৌকা বা কাষ্ঠের কি বাঁশের মাড় ও তাহার মাল ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে সরকারে জব্দ হইবেক কিন্তু ইহার উপর রেবিনিউ ও পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

H. TORRENS,
Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ৩১ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ১৬ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ১৭ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ১০ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ১৯ রজবে ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

জিনিস রাখিবার নিমিত্তে বন্দর ধার্য্যকরণের ইশ্‌তিহার দিবার কথা।

হুকুম হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন বন্দরের মধ্যে এমত এক ইশ্‌তিহার দেন্ যে অমুক বন্দর তেজারতের জিনিস সকল উবরা করা ও রাখা যাইবার নিমিত্তে ধার্য্য করা গেল ইতি—

২ ধারা—

২, ধারা—

জিনিস রাখিবার অনুমতির কথা।

জিনিস আনয়নকারির ক্ষমতা থাকিবেক যে উপরের উক্ত বন্দরে যখন পঁহুছে তখন আপনার সমস্ত জিনিস সামান্য কি বিশেষ কোন গুদামে নীচের লিখিতব্য তফসীলমতে রাখিবার অনুমতির অনুসারে রাখে ইতি—

৩ ধারা—

এই আইনের শেষের লিখিতব্য (ক) চিহ্নিত ফর্দ্দমত আরজী দাখিল করিবার কথা।

উচিত যে ঐ২ প্রকার গুদামে জিনিস রাখিবার অনুমতির প্রার্থনার নিমিত্তে আরজীসকল এই আইনের শেষের লিখিতব্য (ক) চিহ্নিত ফর্দ্দমত দাখিল করে এবং ঐ ফর্দ্দে জিনিস আনয়নকারির অথবা মালিক কি তাহার গোমাশ্তার দস্তখৎ থাকিবেক এবং যেপর্য্যন্ত তাহার মাসুল বন্দরের রীতিমত নিশ্চয় না করা যায় সেপর্য্যন্ত কোন জিনিস কোন গুদামে দাখিল করা যাইবেক না এবং ঐ সমস্ত জিনিস ওজনকরণের পর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে গুদাম রাখণিয়ার জিম্মায় থাকিবেক যে ঐ ব্যক্তি আপন জিম্মায় রাখা জিনিস নীচের লিখিতব্য কমীভিন্ন অন্য কোন মতে কম না হয় এমত রাখে ইতি—

যত মাসুল ধার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

গুদামরাখণিয়ার জিম্মায় থাকা জিনিস পূর্ব্বের ওজনের মত রাখিবার কথা।

৪ ধারা—

জিনিসের তফসীলের ফর্দ্দে গাফিলী কিম্বা ভুল করিলে জরীমানার কথা।

যদি কোন ব্যক্তি জিনিসের বস্তার কি সংখ্যার হিসাবের মত যে মাসুল ধার্য্য করা যায় তাহা গাফিলী

কি—

কি জিনিসের তফসীলের ফর্দ্দে কিছু অযথার্থকরাতে কোম্পানি বাহাদুরের কিছু ক্ষতি হয় তবে ঐ ত্রুটিকরণিয়া ব্যক্তি জরীমানার যোগ্য হইবেক কিন্তু ঐ জরীমানা যাহা ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার দশগুণের অধিক হইবেক না এবং ভ্রমক্রমে ঐ তফসীলে কিছু জিনিস বা মূল্য অধিক লিখিয়া থাকিলে আনয়নকারির ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ জিনিস গুদামজাত করিবার পূর্ব্বে তাহা শুধরে কিন্তু গুদামে দাখিল করিলে পর তাহা শুধরিতে পারিবেক না ইতি—

জিনিস গুদামজাত করণের পূর্ব্বে ঐ ভুল শুধরিবার অনুমতির কথা।

৫ ধারা—

হুকুম হইল যে জিনিসের কোন বস্তাতে বিশেষ কি সামান্য কোন চিহ্ন ও নামের অক্ষর মালিকের কি আনয়নকারির অথবা গোমাশ্তার হউক স্পষ্ট করিয়া লেখা এবং ঐ বস্তার জিনিসের তফসীল না থাকিলে ঐ২ বস্তা সামান্য কি অনুমতিদেওয়া কোন গুদামে দাখিল হইবেক না ইতি—

জিনিস দাখিল করিবার পূর্ব্বে বস্তাতে চিহ্নকরণের কথা।

৬ ধারা—

এই আইনের লিখনানুসারে যে২ জিনিস গুদামজাত করা গিয়াছে যখন তাহার মাসুল ১০০৲ একশত টাকার অধিক হইবেক তখন আনয়নকারি কি গোমাশ্তার ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের শেষের লিখিতব্য (খ) চিহ্নিত ফর্দ্দের অনুসারে এক একরারনামা লিখিয়া দেয় ও ঐ

(খ) চিহ্নিত ফর্দ্দের মত একরারনামা লিখিয়া লওয়া যাইবার কথা।

একরারনামা—

একরারনামা লিখিয়া দিলে ১৫ পোনের মাসপর্য্যন্ত মাসুল আদায় না করিয়া ঐ গুদামে ঐ জিনিস তালা দিয়া রাখা যাইবেক ও ঐ একরারনামাতে উপরের উক্ত মাসুলের দ্বিগুণ মাসুল লেখাইয়া লইতে হইবেক আর ঐ একরার নামায় লেখা যায় যে যে দিবস মাসুল তলবকরণের যোগ্য হইবেক তদবধি তাহার সুদ চলিবেক এবং বোর্ড কষ্টম কি তৎক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক সাহেব ঐ সুদ নিরূপণ করিবেন কিন্তু ঐ সুদ শতকরা ছয় টাকার অধিক হইবেক না এবং মেহনতানা কি জিনিসের মাসুল অথবা জরীমানার টাকা একরারনামাদেওনিয়ার স্থানে লওয়া যাইবেক ইতি—

একরারনামাদেওনের পর ঐ জিনিসসকল ১৫ মাস পর্য্যন্ত মাসুল আদায়ব্যতিরিক্ত গুদামে রাখা যাইবার কথা।

দ্বিগুণ মাসুলের একরারনামা ও মাসুল তলবকরণের উপযুক্ত দিনহইতে সুদ ও মেহনতানা ও জরীমানা ও মাসুল একরারনামাদেওনিয়ার স্থানে লওয়া যাইবার কথা।

৭ ধারা—

যদি মালিক কি আনয়নকারি অথবা গোমাশ্তা মেহনতানা বা মাসুল কি জরীমানার টাকা গুদামজাত জিনিসের প্রতি আদায় না করে তবে পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ একরারনামার লিখনানুসারে ঐ টাকা আদায় করেন অথবা গুদামে রাখা জিনিস ছাড়িয়া না দেন যদ্যপি ঐ জিনিস আটক করিবার দিনহইতে দশ দিন মিয়াদের মধ্যে আনয়নকারি অথবা মালিক কি গোমাশ্তাকে সমাচার দিলেও মাসুল ও মেহনতানা কিম্বা জরীমানার টাকা

একরারনামার লেখা টাকা আদায় করিতে ও জিনিস আটক করিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার কথা।

১০ দশ দিন মিয়াদের পর মাসুল আদায় না হইলে জিনিস নীলাম করিবার কথা।

আদায় না করে তবে তাহার পর ঐ সমস্ত জিনিস মাসুলপ্রভৃতি আদায় করিবার নিমিত্তে নীলামে বিক্রী হইবেক এবং জিনিসের মূল্যহইতে নীলাম ও জিনিস আটক করিবার খরচা বাদ দিয়া একরারনামার লেখা টাকা হিসাব হইবেক এবং যদি মূল্য মাসুলের টাকাহইতে অধিক হয় তবে ঐ অধিক টাকা মালিক কি আনয়নকারি অথবা গোমাশ্তাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক যদি এমতে ঐ সমস্ত জিনিস স্থানান্তর কি পরিবর্ত্ত হয় তবে কালেক্টরসাহেবের প্রতি নিষেধ থাকিবেক না যে মাসুলের টাকার নিমিত্তে ঐ২ জিনিস আটক কিম্বা হাতছাড়া না করেন ইতি

একরারনামার লিখনমত টাকা লওয়া যাইবার ও অধিক হইলে মালিককে ফিরিয়া দেওয়া যাইবার কথা।

জিনিস স্থানান্তর কি পরিবর্ত্ত হইলে নীলাম নিষেধ না হইবার কথা।

৮ ধারা

যখন আনয়নকারি অথবা গোমাশ্তা ১৫ পোনের মাস মিয়াদের পর অন্য মিয়াদের প্রার্থনা করে তখন বোর্ডের এবং কষ্টমের কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে উপরের লিখিত তফসীলমত একরারনামা লেখাইয়া লইয়া আরো ১৫ পোনের মাসপর্য্যন্ত জিনিস রাখিবার মিয়াদ তাহাকে দেন ইতি

অন্য একরারনামা লেখাইয়া লইয়া আরো ১৫ পোনের মাসপর্য্যন্ত মিয়াদ দিবার অনুমতির কথা।

৯ ধারা

হুকুম হইল যে যদি যে কোন জাহাজ কোন বন্দর হইতে রওয়ানা হইয়া পুনরায় ঐ বন্দরে আইসে এবং আনয়নকারি কি মালিক অথবা গোমাশ্তার এমত ইচ্ছা থাকে

একরারনামা দেওনব্যতিরেকে জাহাজহইতে পুনরায় গুদামে জিনিস আনিবার ও পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে পুনরায় লইয়া যাওনের কথা।

থাকে যে ঐ জাহাজের বোঝাই সমস্ত জিনিস গুদামে রাখিয়া পুনরায় লইয়া যায় তবে তাহারদের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর ক্ষমতা থাকিবেক যে একরারনামা দেওনব্যতিরেকে পূর্ব্বের নিরূপিত মাসুলমত ঐ জিনিসের পুনর্ব্বার মাসুল আদায় করে এবং যদি জাহাজের জিনিস পুনর্ব্বার রফ্তানী হইলে মাসুল অধিক হইবার যোগ্য হয় তবে মাসুল অধিক লওয়া যাইবেক এবং আমদানীর জিনিস পুনর্ব্বার রাখিলে তাহা রফ্তানীর সময়ে তাহার মাসুলের কারণ কোন একরারনামা কি অন্য কোন লেখাপড়া লওয়া যাইবেক না যদ্যপি ঐ সমস্ত জিনিস আমদানীর মাসুলের যোগ্য না হয় ইতি—

বিশেষ বিধির কথা।

১০ ধারা—

পুনরায় রফ্তানীর সময়ে মাসুল ও জরীমানাইত্যাদি খরচাসকল উসুল ও তাহার পর একরারনামা বাতিল করণের কথা।

গুদামে একরারনামার সহিত তালা দিয়া রাখা জিনিসের মিয়াদ অর্থাৎ ১৫ পোনের মাসের মধ্যে অন্য দেশে লইয়া গেলে যে মাসুল কি মেহনতানা অথবা জরীমানার টাকাইত্যাদি যে২ খরচা হইয়া থাকে তাহা উসুল করা যায় এবং পূর্ব্বের দেওয়া একরারনামা বাতিল করা যাইবেক ইতি—

১১ ধারা—

পুনরায় রফ্তানীর ইচ্ছাব্যতিরিক্ত জিনিসসকল বাহিরকরণসময়ে অথবা

যদ্যপি অনুমতিদেওয়া গুদামে রাখা কোন জিনিস উপরের লিখনানুসারে পুনরায় লইয়া যাইতে না

চাহিয়া—

চাহিয়া বাহির করা যায় অথবা মিয়াদ গত হইলে পুনরায় লইয়া যাইবার নিমিত্তে গুদামহইতে বাহির না করা যায় তবে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আমদানীর সমস্ত মাসুল অবশিষ্ট অন্য২ খরচাসমেত লন্ আর তলবকরণের পর ১০ দশ দিন মিয়াদের মধ্যে মাসুল প্রভৃতি খরচা আদায় না হইলে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে একরারনামার লিখিত টাকা উসুল করেন্ অথবা সমস্ত জিনিস কিম্বা তাহার কতক মাসুল উসুল করিবার নিমিত্তে এই আইনের ৭ ধারার লিখনমতে নীলাম করেন্ ইতি—

মিয়াদ গত হইলে জিনিস বাহির না করিলে সুদসমেত সমস্ত মাসুল ও অন্যং খরচা ইত্যাদি লইবার কথা।

দশ দিনের মধ্যে খরচা সকল উসুল না হইলে জিনিস নীলাম হইবার কথা।

১২ ধারা—

জানা কর্ত্তব্য যে যখন একরারনামার লিখিত গুদামে রাখা কোন জিনিস উপরের উক্ত দাঁড়ানুসারে সামান্য কি অনুমতিদেওয়া গুদামহইতে স্থানান্তর হয় তখন কালেক্টরসাহেবের উচিত যে একরারনামার পৃষ্ঠে যত জিনিস স্থানান্তর হয় তাহা এবং স্থানান্তরহওনের কারণ ও তারিখ ও লওনিয়ার নাম ও চিহ্ন আর যদি জলপথে কি স্থলপথে রওয়ানা হয় তবে রওয়ানাহওনের তারিখ ও চিহ্ন মাসুলের অঙ্কসমেত লিখেন্ ইতি—

একরারনামার পৃষ্ঠে রফ্তানী জিনিসের বেওরাসকল লিখিবার কথা।

১৩ ধারা—

হুকুম হইল যে গুদামে রাখা জিনিসের মাসুলের

রফ্তানী জিনিসের তফসীল রেজিষ্টরী বহীতে লিখিবার কথা।

একরারনামার রেজিষ্টরী বহী পূর্ব্বের লিখিত তফসীলমতে প্রস্তুত করিয়া রাখা যাইবেক এবং ঐ বহীতে প্রত্যেক কর্ম্মের বেওরা ১২ ধারার লেখা হুকুমানুসারে লেখা যাইবেক ও যখন রেজিষ্টরী বহীদৃষ্টে জানা যায় যে একরারনামার লিখিত সমস্ত জিনিস গুদামহইতে বাহির হইয়াছে এবং উপযুক্ত মাসুল উসুলহওনের পর স্থলপথে রফ্তানীহওনের কি পুনরায় জলপথে রফ্তানীহওনের খরচা উপরের লিখনমতে আদায় হইয়াছে তখন কালেক্টরসাহেবের উচিত যে একরারনামা বাতিল করিয়া একরারনামাদেওনিয়া অথবা তাহার মোখ্তারকারকে ঐ একরারনামা ফিরিয়া দেন ইতি—

সমস্ত জিনিস বাহিরকরণের পর এবং মাসুল ও খরচাসকল উসুল হইলে একরারনামা বাতিল করিবার ও ঐ একরারনামা একরারনামাদেওনিয়াকে ফিরিয়া দিবার কথা।

১৪ ধারা—

সামান্য ও অনুমতি দেওয়া গুদাম ধার্য্য হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক রাজধানীতে পরিমিটের কাছারীর গুদামসকল উপরের লিখিত সামান্য গুদামের ন্যায় জিনিস তুলিবার ও রাখিবার নিমিত্তে এই আইনানুসারে প্রচার থাকিবেক এবং কাছারীর নিকটস্থ গুদামভিন্ন যে কোন গুদাম প্রস্তুত হইবেক যে কেহ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সলের কি তথাকার কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমক্রমে অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবরনরের কিম্বা তথাকার কার্য্যকারক সাহেবের তরফহইতে সামান্য গুদাম রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি ঐ গুদামের চাবি ও জিনিসপত্র বাহির করিতে ও শৃঙ্খলারূপে রাখিতে পারিবেক ইতি

গুদাম রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে রাখিবার কথা।

১৫ ধারা—

১৫ ধারা—

হুকুম হইল যে বোর্ডের এবং কষ্টমের কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে প্রকার ও যত জিনিস সামান্য গুদামে রাখা যায় তাহার বেওরা ও ঐ গুদামের যে ভাড়া ও ঐ গুদামে রাখা জিনিস তদারকের যে খরচ ধার্য্য করেন্ কখন২ ধার্য্যকরা ঐ খরচের ফর্দ্দ গুদামে সর্ব্বসাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে লট্‌কাইয়া দেন্ ইতি—

ভাড়ার তফশীল ধার্য্য করণের কথা।

সর্ব্বসাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে খরচের ফর্দ্দ লট্‌কাইবার কথা।

১৬ ধারা—

হুকুম হইল যে সামান্য কি অনুমতিদেওয়া গুদামে রাখা জিনিসের মালিক কি আনয়নকারী এই আইনের লিখনক্রমে ক্ষমতা রাখিবেক যে পরিমিটের কাছারী যেপর্য্যন্ত খোলা থাকিবেক আপন জিনিস দেখিবার নিমিত্তে গমনাগমন করে কিন্তু পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেব কি গুদাম রাখণিয়ার নিকটে লিখনের দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করে যে গুদামে যাওনকালে পরিমিটের কোন চাকর সঙ্গে থাকে ইতি—

নিরূপিত সময়ে জিনিসের মালিক গুদামে যাতায়াত করিবার কথা।

১৭ ধারা—

জানা কর্ত্তব্য যে যে প্রকার মাসুল জিনিস রপ্তানী হওনের পূর্ব্বে মালিক কি আনয়নকারির স্থানে লওয়া গিয়াছে সেইমত সমস্ত জিনিস উঠাইয়া লইয়া যাইবার ও

মালিকদিগের স্থানে মাসুলের মত খরচপ্রভৃতি উসুল করণের কথা।

বস্তাবন্দী—

বস্তাবন্দী করিবার ও রাখিবার খরচা মালিক কি আনয়ন কারির স্থানে লওয়া যাইবেক আরো যদি সেই সমস্ত জিনিস সামান্য গুদামে রাখা যায় তবে মাসং ভাড়া ও সেইমতানা মালিকপ্রভৃতির স্থানে কালেক্টরসাহেব কি গুদামরাখনিয়ার পরওয়ানাক্রমে তলব করা যাইবেক এবং যদি সেই

মাসং ভাড়ার টাকা তলবকরণ ও না দিলে জিনিস নীলাম করিবার কথা।

পরওয়ানা পঁহুছনের সময়হইতে ১০ দশ দিন মিয়াদের মধ্যে ঐ তলবকরা টাকা উসুল না হয় তবে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যত জিনিস নীলাম করিলে ঐ তলবকরা টাকা আদায় হয় তাহা করেন কোন জিনিস বিক্রয়াদির দ্বারা যদ্যপিও এক মালিকহইতে অন্য মালিকের হস্তগত হয় তথাপি ঐ কালেক্টরসাহেবের ঐ ক্ষমতা থাকিবেক আর যদি গুদামে জিনিস থাকিবার মিয়াদের মধ্যে ঐ জিনিস তাঁহার আনাইবার ও উঠাইবার সময়ে ক্ষতি হয় তবে মালিক কি আনয়নকারি ক্ষতিপূরক টাকা কালেক্টরসাহেব কি গুদামরাখনিয়ার স্থানে পাইবার

গাফিলীক্রমে জিনিস নষ্ট ও নাশ হইলে কালেক্টর সাহেবের স্থানে ক্ষতিপূরক তলব করিবার কথা।

যোগ্য হইবেক না যদি প্রকাশ না হয় যে গুদামরাখনিয়া কি তাহার তাবে কোন চাকর অথবা পরমিটের চাকর লোক গাফিলীক্রমে ঐ ক্ষতি ও নষ্ট করিয়াছে অথবা আপনার ইচ্ছাক্রমে ঐ জিনিস নষ্ট করিয়াছে ইতি—

১৮ ধারা—

১৮ ধারা—

হুকুম হইল যে মালিক করা এই আইনের নক্সাক্রমে জিনিসের প্রতিবৎসর কমী নীচের লিখিতব্য ফিশত কমীর অনুসারে পাইবেক জিনিস উবরাকরণকালীন রেজিষ্টরী বহীর লিখনানুসারে ঐ জিনিসের মাসুল ধার্য্য করা যাইবেক যদ্যপিও নীচের লিখিতব্যমতে কম হইয়া থাকে ইতি—

আইনের নক্সাক্রমে কমী পাওনের কথা।

সামান্য—

সামান্য অথবা বিশেষ গুদামহইতে জিনিস বাহিরকরণের সময়ে যত কম হইয়া থাকে তাহা পাইবার নক্সা—

	জিনিসের তফসীল—	কমীর পরিমাণ— শতকরা—
	অশনান	৫৲ টাকা—
	ফটিকিরী	৩৲
সুগন্ধি বীজ...	মৌরী	ঐ
	ধন্যা	ঐ
	জিরা	ঐ
	কালজিরা	ঐ
	এলাইচ	ঐ
	জোয়ান	ঐ
	সুপারী	৭৷৷০
	গন্ধক	৩৲
	কর্পূর	২৲
	কাওয়া	৫৲
	তুতিয়া	ঐ
	কাপাস	২৲
	শুঁঠ......	১৲
	গোঁধইত্যাদি ঔষধ যাহার নাম পৃথক্ লেখা নাহি...	৩৲
	লোহার গরাদিয়া কি তক্তা..	ঐ

নীল—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

জিনিসের তফসীল—		কমীর পরিমাণ— শতকরা—
	নীল	৫৲ টাকা—
	খদির	৩
	লা কোটলা কি তাহার বীজ...	ঐ
	পীপল ও পীপলের মূল......	ঐ
	সুগন্ধি তৈল	৮৲
	ধুনা বা ডামর	৭।।০
	সাগুদানা	৪৲
	চিনি	ঐ
	শোরা	ঐ
	সাবান	৩
	রেশম	৫৲
গরম মশালা......	লবঙ্গ	৮৲
	দালচিনি	২৲
	কাশিয়া	ঐ
	মরিচ	৩
	জৈত্রী	৬৲
	জরদান তামাকু	৫৲
	টারবিন তৈল	৮৲
	রাঙ্গ	২৲

মদিরাইত্যাদি পীপাতে আমদানী হইলে তাহার কমীর বিষয়ে দশাংশের একাংশ দেওয়া যাইবেক—

১৯ ধারা—

১৯ ধারা—

বিশেষ গুদামের অনুমতি দিবার বিষয়ে বোর্ডের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

হুকুম হইল যে বোর্ডের সাহেবদিগের কি অন্য২ কষ্টমের কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে বিশেষ২ গুদামে রাখিবার অনুমতির সহিত মাসুলের একরারনামা গুদামের মালিকদিগের প্রতি বাতিল করেন ও জিনিস সামান্য গুদামে আনান ও রাখা যায় আরো ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অথবা ঐ২ কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে বিশেষ গুদামের অনুমতিপত্র উপরের উক্ত তারিখহইতে রদ করেন যদি অনুমতিপত্রের মধ্যে অনুমতির মিয়াদ লেখা না থাকে ইতি—

অনুমতিপত্রে মিয়াদ লেখা না থাকিলে তাহা রদ করিতে বোর্ডের ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা—

এই আইনের (গ) চিহ্নিত তফসীলের ফর্দ্দের মতে অনুমতির দরখাস্তের বেওরার কথা।

সামান্য গুদাম ধার্য্য করিবার অনুমতিপাওনের দরখাস্ত সকল এই আইনের শেষের লিখিতব্য (গ) চিহ্নিত ফর্দ্দের মতে লেখা যাইবেক এবং ঐ সকল দরখাস্তে যে স্থানে গুদাম ধার্য্য হইবেক তাহার নাম ও পরিমিটের কাছারী হইতে সে স্থান ইঙ্গরেজী গজের হিসাবে কতদূর তাহাও লিখিতে হইবেক ইতি—

২১ ধারা—

পরিমিটের চাকর লোকের প্রতি গুদামে গমনাগমন করিবার অনুমতির কথা।

কালেক্টরসাহেব কি গুদামরাখণিয়া উপরের লেখা তফসীলমতে—

তফসীলমতে কোন বিশেষ গুদামে গমনাগমন করিতে পারেন্ এবং তাঁহারদের ক্ষমতা আছে যে পরিমিটের কোন আমলা কি আপন২ নায়েবকে কোন কর্ম্মের অনুসন্ধানের নিমিত্তে ঐ গুদামে পাঠান্ যদ্যপি গুদামের মালিক গুদামে যাইতে ইচ্ছুক কালেক্টরসাহেব কি সামান্য গুদামরাখণিয়া কিম্বা তাহারদের নায়েবকে নিষেধ করে তবে ১০০০৲ এক হাজার টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ মালিকের গুদামের অনুমতিপত্র ফিরিয়া লইয়া তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবেক অনুমতিপত্র বাতিল ও তাহাকে বাহির করণের ইশ্‌তিহার জারীকরণের এক সপ্তাহের পর প্রত্যেক একরারনামার লিখিত তালা দিয়া রাখা জিনিস সকলের মাসুলের টাকা এবং পরিমিটের অন্য২ খরচা প্রভৃতি তাহার স্থানে তলব করা ও লওয়া যাইবেক ইতি

যাইতে নিষেধ করিলে গুদামের মালিকদিগের শাস্তি হইবার কথা।

অনুমতিপত্র বাতিল হইলে তালা দিয়া রাখা জিনিসসকলের উপর একরারনামার লেখা টাকা আদায় হইবার কথা।

২২ ধারা—

যদি বিশেষ গুদামহইতে জিনিস বাহিরকরণসময়ে এই আইনের ১৮ ধারার লিখিত তফসীলের সংখ্যাহইতে ঐ জিনিসের ন্যূনতা বোধ হয় তবে তাহার নিমিত্তে মালিক ও আনয়নকারি অথবা যে কোন ব্যক্তি জিনিস সকল গুদামে বন্ধ করিয়া থাকে তাহারদিগের উচিত হইবেক যে

জিনিস কম হইলে মালিকের শাস্তির কথা।

কালেক্টরসাহেবের—

কালেক্টরসাহেবের নিকটে জিনিসের ন্যূনতাহওনের যথার্থ কারণ কহিতে না পারে তবে তাহার দশগুণ জিনিসের মাসুল সরকারে দাখিল করে যদি জিনিস বাহিরকরণসময়ে রেজিষ্টরী বহীর লিখিত ওজনহইতে অধিক হয় তবে জিনিস অধিকহওনের যথার্থ কারণ উপরের লেখা তফসীলমত কহিতে না পারিলে যত জিনিস অধিক হইয়া থাকে তাহার দশগুণ জিনিসের মাসুল লওয়া যাইবেক এবং যদি জিনিসের কতক অংশ এই ধারার ধার্য্যকরা মেহনতানার যোগ্য হয় তবে তাহার নিমিত্তে মালিকদিগের জিনিস মেহনতানার টাকা আদায়ব্যতিরিক্ত উঠাইয়া লইয়া যাওনের ক্ষমতা হইবেক না ইতি—

জিনিস অধিক হইলে মেহনতানা উসুল না হওয়া পর্য্যন্ত জিনিস উঠাইয়া লইয়া গেলে মালিকের শাস্তির কথা।

২৩ ধারা—

জানা কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে পরওয়ানাক্রমে জিনিসের বস্তাসকল খোলান এবং বস্তার জিনিসের পরিমাণ ও সামান্য কি বিশেষ গুদামে রাখা জিনিসের তদারক ও অনুসন্ধান করেন এবং বস্তা খোলা গেলে ও বাঁধা জিনিসের তদারক হইলে ঐ খোলা বস্তার উপর চিহ্নের সহিত আপনার কোন মোহর করেন ও ঐ তদারককরণের পর বস্তাসকলের উপর চিহ্ন ও মোহর করা গেলে কাহারু ক্ষমতা থাকিবেক না যে বোর্ডের সাহেবদিগের

জিনিস তদারক করিবার কারণ কালেক্টরসাহেবের পরওয়ানার কথা।

বস্তার উপর মোহরকরণের এবং মালিকদিগের দরখাস্তমতে কার্য্যকারক সাহেবদিগের বিনানুমতিতে তাহা না খুলিবার কথা।

কি—

কি কষ্টমের কার্য্যকারক সাহেবদিগের বিনানুমতিতে ঐ চিহ্ন ও মোহর উঠাইয়া ফেলে এবং যদি মালিক কি গোমাশ্তার দরখাস্তক্রমে খোলা যায় তবে পুনর্ব্বার দাঁড়ানুসারে চিহ্ন ও মোহর করা যাইবেক ইতি—

২৪ ধারা—

হুকুম হইল যে জিনিস ভিতরে লইয়া যাইবার ও বাহির করিবার সময়ে বস্তার উপর নীচের লিখনক্রমে ইঙ্গরেজী অক্ষরযুক্ত মোহর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবেক—

জিনিসের বস্তাসকলের উপর মোহরকরণের ও কালেক্টরসাহেবের বিনানুমতিতে বস্তার চিহ্ন উঠাইয়া না ফেলিবার কথা—

মাসুলের একরারনামার সহিত গুদামে লইয়া যাইবার

আমদানী অথবা রফ্তানীর জিনিস হইলে ঐ বস্তার উপর অন্য প্রকার মোহর করা যাইবেক—

রফ্তানীর নিমিত্তে লইয়া যাওনের

অথবা

আমদানীর নিমিত্তে লইয়া যাওনের

যদি গবর্ণমিণ্টের কোন চাকর কালেক্টরসাহেবের জ্ঞাতসার ও অনুমতি ব্যতিরিক্ত বস্তার মোহর ঢাকিয়া অন্যথা করে—

আইনের অন্যথাচরণ করিলে জরীমানার কথা।

করে তবে সেই ব্যক্তির উপরের লেখা অপরাধ প্রমাণ হইলে সেই স্থানের ফৌজদারী আদালতে ৫০০ পাঁচ শত টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জিনিস লওনিয়া কি গোমশ্তাদিগের ক্ষমতা আছে যে কালেক্টরসাহেব কি গুদামরাখণিয়ার বিবেচনামতে নমুনার মত আপনার কতক জিনিস বাহির করে ইতি—

নমুনার নিমিত্তে কিছু জিনিস লইবার কথা—

২৫ ধারা—

পরিমিটের কাছারীর দাঁড়ামত কালেকটরসাহেবের হুকুমভিন্ন জিনিস বাহির করিতে নিষেধের কথা—

হুকুম হইল যে পরিমিটের কাছারীর দাঁড়ামত কালেক্টরসাহেবের হুকুম অথবা এই আইনের ২৮ ধারার লিখিতব্য তফসীলমত ব্যতিরিক্ত গুদামহইতে কোন জিনিস বাহির করা যাইবেক না ইতি—

২৬ ধারা—

কতক জিনিস স্থানান্তর বা পৃথক করিলে সমস্ত জিনিসের মাসুল লইবার কথা—

যদি জিনিস বাহিরকরণিয়া কি গোমাশ্তা বস্তার কোন জিনিস উঠাইয়া লইয়া যাইবার কারণ স্থানান্তর বা পৃথক করে তবে ঐ বস্তার সমস্ত জিনিসের মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি—

২৭ ধারা—

(গ) চিহ্নিত ফর্দ্দমত দরখাস্ত ও জিনিস উঠাইয়া লইয়া যাওনের সমাচার দেওনের কথা—

হুকুম হইল যে গুদামহইতে জিনিস উঠাইয়া লইয়া যাওনের দরখাস্ত এই আইনের শেষের লিখিতব্য (গ) চিহ্নিত ফর্দ্দমত দাখিল করা যাইবেক আরো উচিত যে

ইহার—

ইহার সমাচার জিনিস বাহির করিবার পূর্বে এক রাত্রিদিবা অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কালেক্টরসাহেব কি গুদামরাখণিয়ার নিকটে দেয় ইতি—

২৮ ধারা—

(ঘ) চিহ্নিত ফর্দ্দের মতে দরখাস্ত দাখিল হইলে সা মান্য কি বিশেষ গুদামহই তে অন্য গুদামে জিনিস ল ইয়া যাওনের কথা—

জানা কর্ত্তব্য যে মাসুলের একরারনামার সহিত এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে বন্ধকরা জিনিসের মালিক কি গোমাশতাদিগের ক্ষমতা আছে যে আপন জিনিস সামান্য কি বিশেষ গুদামহইতে অন্য গুদামে লইয়া যায় এবং জিনিস লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইলে তাহার কর্ত্তব্য যে এই আইনের শেষের লিখিতব্য (ঘ) চিহ্নিত ফর্দ্দমতে দরখাস্ত দাখিল করে আর উপরের লেখা ফর্দ্দে ঐ নম্বার তফসীল বেওরা করিয়া লিখিতে হইবেক ইতি—

২৯ ধারা—

নষ্টহওয়া জিনিসের মাসুল না লইবার ও ক্ষতিহওয়া জিনিসের মূল্যানুসারে মাসুল লওনের কথা—

যদি মাসুলের একরারনামার সহিত বন্ধকরা জিনিস দাহ অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় নষ্ট হয় তবে সেই জিনিসের উপর কিছু মাসুল লওয়া যাইবেক না আর যদ্যপি বিশেষ গুদামে নষ্ট হইয়া থাকে তবে ইহার সমাচার কালেক্টরসাহেবকে অথবা গুদামরাখণিয়াকে নষ্টহওনের পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেওয়া যাইবেক আর তালাদেওয়া গুদামে নষ্ট হইলে তাহার মাসুল ক্ষতি হওনের পর যে মূল্য

 থাকে—

থাকে সেই মূল্যের হিসাবে লওয়া যাইবেক এবং তাহার স্থানে নূতন হিসাবের মত নূতন একরারনামা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক ইতি—

৩০ ধারা—

মোকদ্দমার তজবীজকরণে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা ও কষ্টমের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে ঐ হুকুম চূড়ান্ত হওনের কথা—

এই আইনের ধারাসকলের লিখনমতে কোন ব্যক্তি জরীমানার যোগ্য হইলে কালেক্টরসাহেব অথবা বন্দরের পরিমিটের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার তজবীজ করিয়া সেই জরীমানার অথবা আপনার বিবেচনানুসারে অপরাধ প্রমাণ না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওনের হুকুম করেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কষ্টম বোর্ডের সাহেবদিগের অথবা অন্য২ কার্য্যকারক সাহেবদিগের পরামর্শব্যতিরেকে কালেক্টরসাহেবের দেওয়া জরীমানার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক না ও আরো বোর্ডের সাহেব ও অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জরীমানার সংখ্যাহইতে দ্বিগুণ মাসুলপর্য্যন্ত কমান্ ইতি—

(ক) চিহ্নিত—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

(ক) চিহ্নিত ফর্দ্দ—

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিস গুদামে দাখিল করিবার দরখাস্তের নক্সা—

শ্রীযুত কলিকাতার জাহাজী পরিমিটের কালেক্টরসাহেব বরাবরেষু—

নীচের লিখিতব্য ———— স্থানের উৎপন্ন ও ———— স্থানের প্রস্তুতকরা জিনিস ———— স্থান কি ———— বন্দরহইতে ইঙ্গলণ্ডীয় কি ভিন্নাধিকারদেশীয় জাহাজে ———— তারিখে আমদানী হইয়াছে মালিক ———— নীচের লিখিতব্যমতে মাসুল ধার্য্য হইয়াছে সরকারী কি অন্য গুদামে রাখিবার অনুমতি হয়—

বস্তার নম্বর ও চিহ্ন	বস্তার ও জিনিসের প্রকার	জিনিসের পরিমাণ	জিনিসের জাত ও মূল্য	জিনিসের মূল্য যাহা জিনিস আমদানী হইলে ধার্য্য হইয়া বহীতে লেখা গিয়াছে	পরিমিট ও শহরের মাসুলের হার	আমদানীর তারিখ ও নম্বর	জিনিসের উপর যদি মাসুল দেওয়া গিয়া থাকে তাহার একরারনামার বেওরা
মোট							

তারিখ—

তারিখ—　　　　　　　　　　মালিক কি গোমাশ্তা অথবা
আনয়নকারির দস্তখৎ—

(খ) চিহ্নিত ফর্দ্দ—

আমদানীহওয়া জিনিসের মাসুলের নক্শা :—

এই লিখনের দ্বারা জানান যাইতেছে যে আমরা——— এক্ষণে সুবে বাঙ্গালার ফোর্ট উলিয়মের শহর কলিকাতার ———এবং———ঐ স্থানের কোম্পানি বাহাদুরের সমক্ষে পৃথক্‌রূপে কি একত্র একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে———টাকা কোম্পানি বাহাদুরকে কি তাঁহারদিগের উকীল অথবা গোমাশ্তা কিম্বা উত্তরাধিকারি কি মোখ্তারকারকে দিব এবং এই লিখনানুসারে আমরা স্বতন্ত্র২ ও একত্র এবং আমাদিগের উত্তরাধিকারি ও মোখ্তারকার এবং প্রতিনিধিরা বদ্ধ হইলাম তারিখ———সাল ——ইঙ্গরেজী———এবং ঐ———আমাদিগের ও আমাদিগের উত্তরাধিকারি এবং মোখ্তারকার ও প্রতিনিধিদিগের বন্ধের নিমিত্তে আমরা আপন২ মোহর করিলাম যদি এই লিখনের কি তাহার নিয়মের উপর কোন আপত্তি হয় তবে মোকাম—— সুপ্রিম কোর্টে তাহার বিচার হইবেক—

উপরের উক্ত ব্যক্তিরা কোম্পানি বাহাদুরের——মোকাম জাহাজী পরিমিটের কালেক্টরসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া—

করিয়া এই রাজধানীর নিয়ম ও আইনানুসারে পোনের মাসের নিমিত্তে সরকারী কি অন্য গুদামে নীচের লিখিতব্য ——দেশের উৎপন্ন কি প্রস্তুতকরা——জাহাজের দ্বারা ——স্থানহইতে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিস সকল (জিনিসের প্রকার জানাইবার কারণ এই স্থলে অনেক স্থান খালী রাখিতে হইবেক) কষ্টম হৌসের জাহাজী আমদানী জিনিসসকলের————নম্বর রেজিষ্টরী বহীতে জমা হইয়াছে রাখিবার অনুমতি পাইলেন—

এক্ষণে এই নিয়ম যদি উপরের উক্ত————স্বয়ং— কি তাহাদিগের উত্তরাধিকারি অথবা মোখ্‌তারকারেরা কি প্রতিনিধিরা এবং জিনিসের মালিক কিম্বা আনয়নকারিরা অর্থাৎ ঐ হুকুমানুসারে যে২ ব্যক্তি গুদামে জিনিস রাখিবার অনুমতি পাইয়াছে তাহারা কি তাহাদিগের উত্তরাধিকারি অথবা মোখ্‌তারকার কিম্বা প্রতিনিধিরা ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের লিখিত নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিবেক এবং ঐ২ জিনিস গুদামে রাখিবার নিমিত্তে যে উপযুক্ত ব্যয় হইবেক তাহা এই লিখনের তারিখহইতে পোনের মাস কিম্বা কষ্টম বোডহইতে প্রাপ্ত অধিক মিয়াদ গত হইলে যে জরীমানা হয় তাহা———সুদসমেত চাহিবার তারিখহইতে যাহা ঐ কষ্টমের কালেক্টরসাহেব লিখনের দ্বারা প্রকাশ করিবেন ঐ

সাহেবের—

সাহেবের নিকটে দিতে হইবেক এবং ঐ সমস্ত জিনিস কি তাহার কতক গুদামজাত হইলে যদি ঐ মিয়াদ কি প্রাপ্ত অতিরিক্ত মিয়াদের মধ্যে বাহির না করে অথবা ঐ মিয়াদের মধ্যে ঐ সমস্ত জিনিস কি তাহার কতক জাহাজে রফ্তানী কি আমদানীর নিমিত্তে বাহির করা যায় তবে দাতব্য সমস্ত মাসুল ও খরচা ও জরীমানা জিনিসসকলের উপর দিতে হইবেক তাহা হইলে ঐ একরারনামা বাতিল হইবেক নতুবা উপরের লিখিত নিয়মসকল কি তাহার কোন নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে তাহা বলবৎ থাকিবেক মোহর করিয়া দাখিল করা গেল ইতি—

(গ) চিহ্নিত ফর্দ্দ—

জিনিস গুদামজাতকরণের অনুমতিপত্র পাইবার কারণ যে দরখাস্ত করিতে হইবে তাহার নক্সা—

মহামহিম শ্রীযুত কলিকাতার কষ্টম কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু—

পরিমিটের ঘরহইতে———হাত দূরে———স্থানে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের লেখা হুকুমানুসারে এক গুদামঘর পাওনের অনুমতিপত্র পাইবার আমার এই দরখাস্ত মহাশয় কষ্টম বোর্ডে (কি কষ্টমের কর্ত্তৃত্বকারক কোন সাহেবের নিকটে) অর্পণ করিবেন ঐ গুদামের সমস্ত বেওরা নীচে লেখা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন——

লেখা যাইতেছে ঐ গুদামে জিনিসসকল রাখা যাইবেক অনুমতি পত্রের মিয়াদ ——— ছয় মাসের অধিক হইবেক না (মিয়াদের নিরূপণকাল এই স্থলে লিখিতে হইবেক)——

দীর্ঘ	ফুট	ইঞ্চি	শুষ্ক বাতাসখেলা ফ্লোরওয়ালা পাকা ঘর।
প্রস্থ	ঐ	ঐ	আন্দাজী ——— টন জিনিস নির্বিঘ্নে
উর্দ্ধ	ঐ	ঐ	থাকিতে পারে।

প্রার্থনাকারির দস্তখৎ——

(ঘ) চিহ্নিত ফর্দ্দ——

গুদামহইতে জিনিস বাহিরকরণের দরখাস্তের নক্সা——

মহামহিম শ্রীযুত সরকারী মাসুলের কালেক্টরসাহেব বরাবরেষু——

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের লেখা হুকুমানুসারে——নম্বরে———স্থানের———এ কোম্পানির গুদাম হইতে (তাহা সরকারী হউক অথবা অন্যেরি হউক নীচের লিখিতব্য জিনিসসকল——স্থানে কি তাহার নিকটস্থ অথবা অন্তঃপাতি স্থানে যেমত সম্ভব হইতে পারে——কাপ্তানের——জাহাজে সমুদ্রপথদিয়া রফ্তানীর কারণ অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয় মহাশয়ের আফিসের বহীতে ঐ গুদামঘর——নম্বরে——তারিখে রেজিষ্টরী হইয়াছে (আমার অথবা কি

কোম্পানির——

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

কোম্পানির দ্বারা যাহার সর্টিফিকট দরখাস্তের সহিত দাখিল করিতেছি)—

ঐ বাক্সের চিহ্ন ও নম্বর বি কোম্পানি। (জিনিসসকলের নাম) নম্বর ১——৪ পর্য্যন্ত □ + ৶ মোহর রফ্তানীর নিমিত্তে গুদামজাতকরা।	চারি প্রকার (জিনিসের নাম) ১ সিন্দুক বাক্স গাঁইট কি পুলিন্দা প্রত্যেক সিন্দুকেতে যত জিনিস থাকিবে তাহার পরিমাণ লিখিতে হইবেক— ১ ঐ ... ... ১ ঐ ... ... ১ ঐ ... ... চারি সিন্দুক বাক্স গাঁইট কি পুলিন্দা যেং জিনিস থাকিবে তাহার বেওরা।

উপরের উক্ত—মূল্য— টাকা——নম্বরের—তারিখের উপরের লিখিত জিনিসসকলের মাসুল লইয়া ইংলণ্ডে রফ্তানীর কারণ ড্রাবেক দিতে আজ্ঞা হয়—

দস্তখৎ জিনিসের মালিক গোমাশতা কি মোখতারের—

(ঙ) চিহ্নিত ফর্দ্দ—

যে মিয়াদের জিনিস গুদামে রাখিবার অনুমতি পাওয়া যায় ঐ মিয়াদের মধ্যে জিনিস এক গুদামহইতে অন্য গুদামে লইয়া যাইতে হইলে তাহার নিমিত্তে যে দরখাস্ত করিতে হইবেক তাহার নক্সা—

মহামহিম—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন—

মহামহিম শ্রীযুত সরকারের কলিকাতার কষ্টম কালেক্টরসাহেব বরাবরেষু—

জিনিসের বিষয়ি এক্ষণকার নিয়মানুসারে পোনের মাস, মিয়াদে (অথবা যে কোন অধিক মিয়াদ পাওয়া যায় তাহা এ স্থলে লিখিতে হইবেক) ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে——নম্বরে——তারিখে সরকারী গুদামের আফিসের বহীতে রেজিষ্টরীহওয়া গুদামজাত জিনিস সকল ঐ মিয়াদের পূর্ব্বে গুদামহইতে (সরকারী অথবা অন্য গুদামে যে গুদামে লইয়া যাইতে বাসনা রাখে তাহা এস্থলে স্পষ্টরূপে লিখিতে হইবেক) নীচের লিখিতব্য জিনিসসকল উঠাইয়া লইয়া যাওনের কারণ অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয়—

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	কষ্টম হৌস বহীতে রেজিষ্টরীহওয়া জিনিসের মূল্যের সং,খ্যা	জিনিসের উপর দাগ ঢাকরা কি দেওয়া মামলের জন্য	যেং ব্যক্তি প্রথমে জিনিস রাখিয়া থাকে তাহাদিগের নাম—

মন্তব্য—যে জিনিস উঠাইয়া লইয়া যাইতে হইবেক তাহার মালিক কি গোমাশ্তা ঐ জিনিস বিক্রয় কি অন্য কাহাকেও বরাৎ দিলে ঐ বিক্রয় কিম্বা বরাতের সর্টিফিকট ঐ দরখাস্তসম্বলিত দাখিল করিতে হইবেক ইতি

দস্তখৎ জিনিসের মালিক কি গোমাশ্তা অথবা মোখ্তারকারের

সমাপ্ত :—

H. TORRENS,
Offg. Dep. Reg. and
Translator of Regulations.

G. H. Huttmann,
Bengal Military Orphan Press.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের তারিখ ১৪ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ৩০ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২১ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ৬ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ৪ শাবানে ৩০ ত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত প্রমাণ হয় যে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বা পরে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে বা তাহার বাহিরে ঠগের কোন দলের সম্পর্কে ছিল তখন সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট কয়েদের দণ্ড পাইবেক ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে অপরাধ দণ্ডনীয় হইল সেই অপরাধবিষয়ে অপবাদিত প্রত্যেক ব্যক্তি যে জিলার মধ্যে আদালতের বৈঠক হয় সেই জিলার মধ্যে অপরাধ হইলে ঐ আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন সেইরূপ কোন আদালতের দ্বারা তাহার বিচার হইতে পারিবেক এবং কোন আইনে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে অপরাধ দণ্ডনীয় হইল সেই অপরাধের অপবাদিত কোন ব্যক্তির বিচারের সময়ে আদালত কোন মৌলবীর ফতওয়া লইবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১৩ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৩ সালের ১ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২১ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৩ সালের ৭ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫২ সালের ৫ জিহীজ্জাতে ৩ তৃতীয় আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালত ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরের পদসম্পর্কীয় দস্তখৎকরা হুকুমের দ্বারা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন কোন জিলা বা শহরের আদালতে যে কোন মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হয় অথবা আপীল হয় তাহার বিচারকরণের ভার ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন অন্য কোন জিলা বা শহরের আদালতে অর্পণ করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু পুর্ব্বোক্ত ধারার দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে যখন উক্ত কোন এক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার বিচার এক আদালতহইতে উঠাইয়া অন্য আদালতে অর্পণ করেন্ তখন ঐরূপ অর্পণের কারণ আপনার রোয়দাদে লিখিয়া রাখিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১৭ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২৬ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ৭ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১১ মহরমে ৪ চতুর্থ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আগামি ১ মে তারিখের পর ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীযুত বাদশাহের কোন প্রজা ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের কোন স্থানে ভূমির অথবা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভের চির কালের নিমিত্তে অথবা নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের নিমিত্তে স্বত্বাধিকার করিতে এবং রাখিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে দেশস্থ লোকেরা উক্ত প্রকার সম্পত্তি যে প্রকারে এক্ষণে অধিকার করিতে এবং রাখিতে পারেন্ তাহা যে২ বিধির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ বিধি এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে সকল ব্যক্তি ঐ প্রকার সম্পত্তি অধিকার করেন্ বা রাখেন্ তাঁহারদের উপর খাটিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

H. TORRENS,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১ মে মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৫ মহরমে ৫ পঞ্চম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আগামি ১ জুন তারিখের পর পশ্চাৎ লিখিতব্য ব্যক্তি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের বাহিরে খাটি বার বন্দোবস্ত করে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের হুকুমব্যতিরেকে কিম্বা ঐ রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ যে কার্য্যকারককে ক্ষমতা দেন্ তাঁহার অনুমতি বিনা সেই ব্যক্তিকে ঐ বন্দোবস্তের অনুসারে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে কোন স্থানে কোন জাহাজের উপর কেহ লইতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ কার্য্যকারক ঐ অনুমতিদেওনের পূর্ব্বে ঐ এতদ্দেশীয় ব্যক্তি এবং যাঁহার সঙ্গে সে বন্দোবস্ত করিয়াছে সেই ব্যক্তি অথবা তাঁহার ক্ষমতাবিশিষ্ট এক জন মোখ্তার স্বয়ং ঐ কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় এবং সেই ব্যক্তির স্বদেশীয় ভাষায় অথবা সেই ব্যক্তি যে ভাষা বুঝিতে পারে এমত ভাষায় লিখিত বন্দোবস্তের নিদর্শনপত্র দর্শাইবেন। ঐ বন্দোবস্তের প্রকার ও তাহার মিয়াদ ও খাটনীর যে মাহিয়ানা ধার্য্য হইল তাহা ঐ নিদর্শনপত্রে লেখা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ বন্দোবস্তের মধ্যে যদি এইমত লেখা না থাকে যে ঐ বন্দোবস্তের তারিখঅবধি গণিয়া ৫ পাঁচ বৎসরের অনধিক এক মিয়াদ অথবা ক্রমেং পাঁচং বৎসরের অনধিক নানা মিয়াদ সমাপ্ত হইলে ঐ বন্দোবস্তের শেষ হইবেক এবং যদি সেই বন্দোবস্তে এমত নিয়ম লেখা না থাকে যে ঐ এদেশীয় ব্যক্তির খাটনীর মিয়াদ সমাপ্ত হইলে যে বন্দরহইতে তাহাকে লওয়া গিয়াছিল সেই বন্দরে তাহার বিনাখরচে তাহাকে ফিরিয়া আনিয়া দেওয়া যাইবেক তবে ঐমত কোন অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ কার্য্যকারক উক্ত এদেশীয় ব্যক্তিকে এবং যাঁহার সঙ্গে সে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাঁহাকে অথবা তাঁহার মোক্তারকে ঐ বন্দোবস্তের নিয়মের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন্ এবং ঐ নিয়মসকল ঐ এদেশীয় ব্যক্তিকে অতিস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যপি ঐ কার্য্যকারকের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ এদেশীয় ব্যক্তি বন্দোবস্তের নিয়ম বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছে এবং তাহা প্রতি পালন করিতে ইচ্ছুক আছে তবে ঐ কার্য্যকারক ঐ নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে এমত লিখিবেন যে এই লিখিত নিদর্শনপত্র আমি তদারক করিয়াছি পরে তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ লিখিত কথার দ্বারা ঐ এদেশীয় ব্যক্তিকে জাহাজারোহণের অনুমতি দেওয়া গিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক পরে ঐ বন্দোবস্তের নিদর্শনপত্র এবং তাহার উপর উক্ত যে অনুমতি লেখা যায় তাহা সেই এদেশীয় ব্যক্তিকে আপনার খাটনীর সময়ে তাহার নিকটে রাখিবার নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন এক জাহাজের উপর যদি এদেশীয় বিশ জন ব্যক্তির অধিক আরোহণ করিবার নিমিত্তে অনুমতির দরখাস্ত করা যায় তবে ঐ কার্য্যকারক সাহেব ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে তলব করিতে এবং ঐ জাহাজের মধ্যে ঐ এদেশীয় ব্যক্তিরদের নিমিত্তে যে থাকিবার স্থান ও আহারীয় দ্রব্য ও চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন্ এবং ঐ জাহাজের তদারক করিতে পারেন্ অথবা আপনার দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তিকে তদারক করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করিতে পারেন্ ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন জাহাজের উপর ঐ এদেশীয় লোকেরদের নিমিত্ত যে থাকিবার স্থান ও আহারীয় দ্রব্য ও চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহারদের স্বাস্থ্যে থাকিবার নিমিত্তে তাহা প্রচুর ইহা উক্ত কার্য্যকারক নিশ্চয় বোধ না করিলে এতদ্দেশীয় বিশ জনের অধিক লোককে কোন জাহাজে আরোহণ করিবার অনুমতি দিবেন না ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ কার্য্যকারক পূর্ব্বোক্ত অনুমতিপত্র যত

এদেশীয় ব্যক্তিরদিগকে দেন্‌ তাহার এক রেজিষ্টরী রাখিবেন এবং ঐ রেজিষ্টরীর মধ্যে ঐ ব্যক্তিরদের নাম ও বন্দোবস্তের মিয়াদ ও অনুমতিপত্রের তারিখ ও তাহারদের গন্তব্য স্থান ও যে জাহাজের উপর তাহারদিগকে আরোহণ করিতে অনুমতি দেওয়া গিয়াছে তাহা লিখিতে হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারক এইমত যত অনুমতি পত্র দেন্‌ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্ত এক২ টাকার অনধিক রসুম লইতে পারেন্‌ ঐ অনুমতিপত্রসম্পর্কীয় এদেশীয় ব্যক্তির সঙ্গে যিনি বন্দোবস্ত করিয়াছেন তিনি অথবা তাঁহার নিযুক্তহওয়া মোখ্তারকার ঐ ১ টাকা রসুম দিবেন ইতি।

১০ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশে কোন স্থানে যে ব্যক্তির জিম্মায় কোন জাহাজ থাকে তাঁহাকে জাহাজে আরোহণোদ্যত কোন ব্যক্তি ঐ রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্‌ সাহেবের হুকুম অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমতিপত্র না দর্শাইলে যদি তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার বন্দোবস্তক্রমে জানিয়াশুনিয়া কাহাকেও জাহাজের উপর আরোহণ করিতে দেন্‌ তবে ঐ ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে তিনি যত এদেশীয় ব্যক্তিকে ঐরূপ আরোহণ করিতে দেন্‌ ঐ প্রত্যেকের নিমিত্তে ২০০৲ টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন যদি জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে যে ব্যক্তিকে সেইমত আরোহণ করিতে দিয়াছেন তাহারদের প্রত্যেকের নিমিত্তে তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেন ইতি।

১১ ধারা।

কিন্তু এদেশীয় যে নাবিক কোন জাহাজের কার্য্যকরণের বন্দোবস্তপ্রযুক্ত কোন জাহাজের উপর আরোহণ করে অথবা যে কোন ব্যক্তি পরিচারকের ন্যায় কোন জাহাজে আরোহণ করে তাহার বিষয়ে এই আইনের কোন বিধি চলিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

H. TORRENS,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৫ মহরমে ৬ ষষ্ঠ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কটক প্রদেশে প্রত্যেক মালগুজার এবং ঐ প্রদেশের মালগুজারেরদের যে প্রত্যেক দল দল হইয়া সরকারের সঙ্গে এজমালী বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং যে মহালের বিষয়ে তাঁহারা বন্দোবস্ত করিয়াছেন সেই মহালের অধিকারী অথবা ঐ মহালের চিরকালের সম্পর্ক ভোগকারিস্বরূপ স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহারা আপনার বা আপনারদের প্রত্যেক মহালের এক্ষণকার বন্দোবস্তের নিয়মের দ্বারা নির্দ্ধার্য্য জমার বিষয়ে ঐ মহালের বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে নূতন বন্দোবস্ত সমাপ্ত ও মঞ্জুর না হওয়াপর্য্যন্ত দায়ী হইবেন ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু যে জিলার মধ্যে ঐ মালগুজারের কিম্বা ঐ মালগুজারেরদের দলের কোন মহাল থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে যদ্যপি ঐ মালগুজার বা মালগুজারেরদের দল ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বে এইমত জ্ঞাপন করেন্ যে ঐ মালগুজার অথবা মালগুজারেরদের দলের ঐ মহালের বিষয়ে এক্ষণে যে বন্দোবস্ত আছে তাহার মিয়াদ অতীত হইলে পর তাঁহারা তাহা ছাড়িয়া দিতে চাহেন্ তবে ঐ মালগুজার বা মালগুজারেরদের দল ঐ বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইলে পর তাহা ত্যাগ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১১ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৫ মহরমে ৭ সপ্তম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীযুক্ত বাদশাহের চার্টরের দ্বারা যে আদালত স্থাপিত হইয়াছে ঐ আদালতের সাহেবেরা যদ্যপি কোন দোষি ব্যক্তির অপরাধ একেবারে ক্ষমা করিবার বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্রীযুক্ত বাদশাহকে পরামর্শ দিয়া থাকেন্ তবে ঐ অপরাধি ব্যক্তি স্থানে জামিন লইয়া তাহাকে খালাস করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ৫ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১ রবীয়ল আউওলে ১২ দ্বাদশ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ নবেম্বর তারিখের পর কলিকাতা শহরের মধ্যে যে প্রত্যেক ঘর ও উপগৃহ নির্ম্মাণ হয় তাহার চাল অদহনীয় দ্রব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবেক এবং এই হুকুম উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন ঘর বা উপগৃহ নির্ম্মাণ করা যায় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ঐ ঘর অথবা উপগৃহের মালিকের দোষ সাব্যস্ত হইলে ১০০/ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের পোলীশের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ১৮৩৭ সালের ১ নবেম্বর তারিখের পূর্ব্বে ঐ শহরের মধ্যে যে ঘর বা উপগৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছিল যদি এই আইন জারীহওনের তারিখের পর তাহার উপরের চাল অদহনীয় দ্রব্যেতে আচ্ছাদিত না হইয়া থাকে তবে তাহার স্বামিকে ঐ ঘর বা উপগৃহের উপরিস্থ চাল সেইরূপে আচ্ছাদিতকরণের খরচ দিতে প্রস্তাব করিতে পারেন্। এবং যদ্যপি ঐ ঘর বা উপগৃহের স্বামী ঐ প্রস্তাবিত টাকা গ্রহণ করিয়া নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ ঘর বা উপগৃহের চাল সেই প্রকারে আচ্ছাদন করিতে স্বীকার করে এবং যদি সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ ঘর বা উপগৃহের উপরিস্থ চাল তদ্রূপ আচ্ছাদিত না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে ঐ মালিকের দোষ সাব্যস্ত হইলে সে ব্যক্তি সেই নিমিত্ত যত টাকা লইয়াছিল তাহার দশগুণের অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের ১ ধারার লিখিত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন ঘর বা উপগৃহ প্রস্তুত করা যায় অথবা যদ্যপি এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে ঐ সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে টাকা দিতে প্রস্তাব করেন্ তাহা যদি

কোন ঘর বা উপগৃহের স্বামী লইতে সম্মত না হয় তবে ঐ সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ ঘর বা উপগৃহের স্বামির অনুমতিব্যতিরেকে তাহার চাল অদহনীয় দ্রব্যেতে আচ্ছাদিত করিতে পারেন্ এবং ঐ নূতন আচ্ছাদনীয় দ্রব্য টেঁকিতে পারিবার নিমিত্ত ঐ ঘর বা উপগৃহের দেওয়ালের যেরূপ মতান্তরকরা আবশ্যক তাহা করাইতে পারেন্ এবং গবর্ণমেণ্ট কি কোন সাধারণ ব্যক্তি বা ব্যক্তির সমাজ সেই নিমিত্ত ঐ সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে যে টাকা অর্পণ করেন্ তিনি তাহাহইতে তাহার খরচ দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত ক্ষমতানুসারে সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কার্য্যকরাতে যদি কেহ জানিয়াশুনিয়া ঐ সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা তাঁহার আজ্ঞাধীন অন্য কার্য্যকারকের প্রতিবন্ধকতা করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে তাহার ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে ১০০) টাকার অনধিক গুনাহগারী হইবেক এবং ঐরূপ প্রতিবন্ধকতাকারক ব্যক্তি যদি ঐ প্রতিবন্ধকতাচরণ করত অতিরিক্ত কোন অপরাধ করে তবে সে বিষয়ে তাহার অতিরিক্ত দণ্ডও হইতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনের ক্ষমতানুসারে গুনাহগারীর যত টাকা আদায় হয় তাহা জেনরল ট্রেজুরীতে দাখিল করিতে হইবেক এবং এই আইন জারীকরণেতে যে খরচ হয় তাহা ঐ টাকাহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১২ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২৩ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ১ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ৮ রবীয়ল আউওলে ১৪ চতুর্দ্দশ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আসিয়া কিম্বা আফ্রিকার ভিন্নাধিকারের রাজা যখন যে মাসুলেতে আপনার প্রজার জাহাজের জিনিস আমদানী ও রফ্তানী করিতে দেন্ সেই মাসুলে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ব্রীটনীয় জাহাজের জিনিসের আমদানী ও রফ্তানী করিতে দেন্ তখন ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে এমত হুকুম করিতে পারেন্ যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে যে মাসুলে ব্রীটনীয় জাহাজের জিনিসের আমদানী ও রফ্তানী হয় সেই মাসুলে ঐ ভিন্নাধিকার রাজার প্রজারদের জাহাজস্থ জিনিসের আমদানী ও রফ্তানী হইতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১৯ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৭ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ৮ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১৫ রবিয়ল আউওলে ১৫ পঞ্চদশ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ জুলাই তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর মধ্যে নানা মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১৬ সালের ২২ আইনের দ্বারা উসুলহওয়া টাক্স যেং নগরে উসুল হয় সেইং নগর পরিষ্কার রাখণ ও মেরামৎ করণ কার্য্যে ঐ টাক্সের কতক অংশ ব্যয় করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত আইনের ১০ ধারাতে যে সনদের বিষয়ের উল্লেখ আছে সেই সনদের নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা ঊর্দ্ধ হারের পরিবর্ত্তে ঐ সনদের দ্বারা নিযুক্ত পঞ্চাইত ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১ জুলাই তারিখের পর কোন দোকান অথবা বসতবাটীর অধিকারী অথবা প্রধান বাশেন্দা ব্যক্তির স্থানে যে টাক্স লইতে হইবেক তাহা প্রতিমাসে কোম্পানির ২ টাকার হারে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি আপনার জন্মস্থানের উপলক্ষে কি আপনার বংশের উপলক্ষে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইন অথবা এই আইনক্রমে নির্দ্ধারিতহওয়া কোন টাক্সহইতে ক্ষমা হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ৩ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২১ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ১৫ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২২ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১৫ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৯ রবীয়ল আউওলে ১৬ ষোড়শ আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৫ জুলাই তারিখের পরঅবধি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ১৫ আইন রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা অথবা উড়িষ্যা দেশের কোন বন্দর হইতে সমুদ্রপথে রফ্তানীহওয়া জিনিসের উপর যে মাসুল লইবার হুকুম আছে সেই মাসুল যখন জিনিসের মূল্য বুঝিয়া ধার্য্য করিতে হয় তখন সমুদ্রপথে কলিকাতার মধ্যে আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের ৬ আইনে যে হুকুম আছে তাহার অনুযায়ি জিনিসের রফ্তানীকরণিয়া ঐ জিনিসের মূল্য কহিবেন এবং মূল্যের বিষয়ে বিবাদের গতিকে ঐ আইনে যে বিধি আছে সেই বিধি যে মত আমদানীহওয়া জিনিসের উপর খাটে সেইমত রফ্তানীহওয়া জিনিসের উপর খাটিবেক (কেবল ঐ আইনের ৪ ধারায় গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত জিনিস লওয়া গেলেই মাসুল ধার্য্যকরণের বিষয়ে যে হুকুম আছে তাহা বর্জিত থাকিল) এবং রফ্তানীকরণিয়া যে মূল্য কহিবেন তাহাতেই ঐ জিনিস যে বস্তাতে থাকে বা যে জিনিসে জড়ান যায় তাহার মূল্যসমেত বলিবেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে জিনিসের মাসুল মূল্য বুঝিয়া লওয়া যায় এমত কোন জিনিসের মূল্য বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব সময়ে২ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এক এস্তেলার দ্বারা ধার্য্য করিতে পারেন এবং যে মূল্য ঐ রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের দ্বারা ধার্য্য হয় তাহা তত্তুল্য এস্তেলার দ্বারা মতান্তর না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ দ্রব্যের উপর মাসুল লওনের নিমিত্তে জিনিসের মূল্য জ্ঞান হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন জাহাজের মালিক কোন দিবসে সূর্য্যের অস্তাবধি তৎপর দিবসে উদয়পর্য্যন্ত অথবা যে কোন দিবসে কষ্টম হৌস অর্থাৎ মাসুলের কাছারী বন্দ থাকে সেই দিবসে যদ্যপি মাসুলের কালেক্টর সাহেবের লিখনের দ্বারা অনুমতি না পাইয়া আপনার জাহাজহইতে কোন জিনিস রফ্তানী করেন্ অথবা জাহাজের উপর কোন জিনিস তুলিয়া লন্ অথবা জাহাজহইতে কোন জিনিস রফ্তানী করান্ বা করিতে দেন্ কিম্বা জাহাজের উপর কোন জিনিস অন্যের দ্বারা লন্ অথবা অন্যকে লইতে দেন্ তবে তাঁহার ৫০০ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের ১৬ ধারার বিধানানুসারে কোন জাহাজের মালিকের দরখাস্তক্রমে মাসুলরক্ষক কর্ম্মকারক ঐ জাহাজহইতে উঠান যায় যদ্যপি ঐ জাহাজের মালিক ঐ জাহাজের উপর অন্য মাসুলরক্ষক কর্ম্মকারক নিযুক্তহওনের পুর্ব্বে ঐ জাহাজের উপর কোন প্রকার মাল লন্ বা অন্যের দ্বারা লন্ বা লইতে দেন্ তবে ঐ জাহাজের মালিকের ১০০০ টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং মাসুলের কালেক্টর সাহেব হুকুম করিলে মাল প্রেরণকারক ব্যক্তিরদের খরচে ঐ মাল তজবীজহওনার্থে পুনর্ব্বার ডেঙ্গায় উঠাইতে হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে প্রত্যেক জাহাজের যে মালিকের প্রতি ঐ জাহাজের উপর এক জন মাসুলরক্ষক কর্ম্মকারককে লইবার হুকুম আছে তিনি ঐ কর্ম্মকারকের এক জন চাকরকে জাহাজের উপর লইতে দিবেন এবং ঐ কর্ম্মকারক ও তাহার চাকরকে উপযুক্ত আশ্রয় ও থাকিবার উপযুক্ত স্থান দিবেন ও উপযুক্তমতে তাহাকে মিঠা জল দিবেন এবং জাহাজের উপর পাক করিবার উপায় করিয়া দিবেন এবং এই ধারার লিখিত কোন হুকুম যদি কোন জাহাজের মালিক জানিয়াশুনিয়া অবহেলা করেন্ তবে তাঁহার ৫০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে সমুদ্রপথে যে জিনিস রফ্তানীহওনের কল্প আছে এইমত জিনিস বোঝাইকরা কোন নৌকার উপর যদি ঐ জিনিস জাহাজে উঠাইবার অনুমতি অথবা হুকুম না থাকে অথবা যদি ঐ জাহাজে নিযুক্ত মাসুলরক্ষক ঐ মাসুলের কাছারীহইতে জিনিস লইবার পরিমিট অথবা হুকুম না পাইয়া থাকে তবে ঐ মালের কোন নৌকা জাহাজে লাগান করিতে হইবেক না অথবা তাহার পাশে থাকিতে

পারিবেক না। এবং যে নৌকা সেইরূপে জাহাজের নিকটে থাকে বা জাহাজের সঙ্গে লাগান করে যদি তাহার মালের সঙ্গে মাসুলের কাছারীর পাস না থাকে অথবা যদি সেই জাহাজে নিযুক্ত মাসুলরক্ষক সেই বিষয়ে পাস পূর্ব্বে না পাইয়া থাকে তবে সেই মাল ক্রোকহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন ডেঙ্গায় উঠিবার নিমিত্তে এবং আমদানীর কারণ হুকুমপাওনের নিমিত্তে কোন জাহাজহইতে মাল পাঠান যায় তখন প্রত্যেক নৌকার মাল অথবা স্বতন্ত্র২ প্রেরিতহওয়া জিনিসের সঙ্গে একটা নৌকার চিঠী প্রেরণ করিতে হইবেক এবং সেই চিঠীর মধ্যে বস্তার সংখ্যা এবং তাহার উপর যে চিহ্ন অথবা সংখ্যা অথবা অন্য কোন প্রকার নিদর্শন থাকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং সেই জাহাজের কোন এক মালিম এবং সেই জাহাজে যে মাসুলরক্ষক নিযুক্ত থাকে সে ঐনৌকার চিঠীতে সহী করিবেক। এবং যে নৌকাতে সেই মত কোন চিঠী না থাকে যদি সেই নৌকাহইতে আমদানীহওয়া কোন জিনিস ডেঙ্গায় তুলিবার উদ্যোগ হয় অথবা যদ্যপি তাহার সঙ্গে নৌকার চিঠী থাকিলেও জাহাজ হইতে মাসুলের ঘাট অথবা অন্য যে কোন ঘাটে ঐ জিনিস তুলিবার অনুমতি হইয়াছে সেই ঘাটে যাইবার উপযুক্ত পথের বাহিরে ঐ নৌকা পাওয়া যায় তবে এমত জিনিস বোঝাইহওয়া নৌকা মাসুল তত্ত্বাবধারক অথবা মাসুলের কালেক্টর সাহেবহইতে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাসুলচোরনিবারক অন্য কোন কার্য্যকারক ঐ নৌকা আটক করিতে পারে এবং যদি পথের বাহিরে যাইবার কারণ ঐ মাসুলের কার্য্যকারকদিগকে হৃদ্বোধরূপে বুঝান না যায় তবে ঐ জিনিস জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে সমুদ্রপথে আমদানী বা রফ্তানীহওনের নিমিত্ত যখন কোন জিনিস মাসুলের দফ্তরখানাদিয়া পাস হইবার কারণ আনা যায় তখন যে বস্তাতে ঐ জিনিস থাকে তাহা যদি মাসুলের কাছারী দিয়া পাসহওনের দরখাস্তের লিখিত বেওরার সঙ্গে না মিলে অথবা যদি এইমত দৃষ্ট হয় যে ঐ বস্তার জিনিসের রকম এবং তরতম অথবা সংখ্যা ঐ দরখাস্তে সত্যরূপে না লেখা গিয়া থাকে অথবা যদি দরখাস্তের না লেখা কোন জিনিস নির্দ্দিষ্ট জিনিসের মধ্যে লুক্কায়িত অথবা মিশ্রিত থাকে তবে সেই সকল বস্তা এবং তাহার মধ্যে যত জিনিস থাকে তাহা জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

আরো এই ধারনুসারে হুকুম হইল যে জিনিস ডেঙ্গায় উঠিলে পর মাসুলের কাছারী

দিয়া পাস হইবার পুর্ব্বে যদি কেহ মাসুল চুরী করিবার অভিপ্রায়ে ঐ জিনিস স্থানান্তর করে বা স্থানান্তরকরণের উদ্যোগ করে তবে ঐ২ জিনিস জব্দহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের (B) চিহ্নত তফসীলে এমত হুকুম আছে যে চিনি অথবা রম শরাব ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজের উপর ইঙ্গলণ্ডীয় কোন অধিকারে রফ্ত হইলে তাহার উপর কিছু মাসুল লওয়া যাইবেক না এবং ভিন্নদেশীয় জাহাজে রফ্ত হইলে কেবল শতকরা ৩ তিন টাকার হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবেক এক্ষণে ঐ হুকুম মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে চিনি ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বায়ের বন্দরে কি অন্য কোন স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার বা বসতিতে রফ্ত হইলে সেই চিনির মাসুল মাফ হইবেক না এবং মাসুলের হার কম হইবেক না কিন্তু যেরূপে চিনি বা রম শরাব অন্য স্থানে রফ্ত হইলে মাসুল লওয়া যায় সেইরূপে এই স্থলেও মাসুল লওয়া যাইবেক এবং কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে কোন আমদানীর স্থানে বাঙ্গলাহইতে রফ্ত চিনি পঁহুছিলে আমদানীর যে মাসুল সেখানে দিতে হয় সেই মাসুলহইতে কলিকাতায় দেওয়া মাসুল বাদ দেওয়া যাইবেক ইতি।

১২ ধারা।

এবং ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের ১৮ ধারা মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বন্দরের ছাড়চিঠী দেওয়া গেলে পর যদি কোন জিনিস সেই জাহাজের উপর উঠান যায় এবং যদি সেই জিনিস মাসুল ফিরিয়া পাইবার যোগ্য আমদানীহওয়া জিনিস হয় তবে ঐ যে মাসুল ফিরিয়া দিতে হয় তাহা দেওয়া যাইবেক না কিন্তু তাহার উপর বিশেষ কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

১৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মাসুলের কাছারিতে নাবান কোন জিনিস যে জাহাজের উপর আমদানী হইয়াছিল সেই জাহাজের নাম কাছারীর বহীতে লিখনের তারিখের পর ৩ তিন মাসের মধ্যে যদি ঐ জিনিসের দাওয়া কেহ না করে এবং মাসুল দিয়া তাহা খালাস না করে তবে ঐ জিনিসের উপর যে মাসুল দেয় তাহার নিমিত্ত এবং ঐ জিনিসের ভাড়া ও অন্য যে২ খরচা লাগিয়াছে তাহার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব ঐ জিনিস বিক্রয় করিতে পারেন্ ইতি।

১৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল বাঙ্গলা অথবা উড়িষ্যা দেশের কোন বন্দর হইতে

রফ্তুহওয়া জিনিস যদি মাসুলের কাছারীর রেজিষ্টরী বহীতে লিখিত ঐ জিনিসের আমদানীর তারিখের পর দুই বৎসরের মধ্যে রফ্তু না হয় এবং যদি রফ্তুহওনের সময়ে মাসুল ফিরিয়া পাইবার দাওয়া না করা যায় অথবা মাসুলের কাছারীর রেজষ্টরী বহীতে রফ্তুহওনের নিমিত্ত যে তারিখ লেখা যায় সেই তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে যদি ঐ জিনিসের উপর ফিরিয়া পাইবার যোগ্য মাসুলের দরখাস্ত না করা যায় তবে ঐ জিনিসের কিছু মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে দুণী এবং এদেশীয় জাহাজে আড়কাটি নাথাকে এবং মাসুলরক্ষক কর্ম্মকারক নিযুক্ত না হয় এমত দুণীইত্যাদির উপর যে জিনিস রফ্তু হয় তাহার কিছু মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

১৬ ধারা।

এবং ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৫১ ধারা মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা ঘাটের উপর জিনিস থাকিবার ভাড়া এবংগুদামের ভাড়ার হার নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং সময়ক্রমে তাহা মতান্তর করিতে পারেন্ এবং জিনিসের সমুদ্রপথে আমদানী বা রফ্তানীহওনার্থ পাস হওনের সময়ে যত কাল ঐ জিনিস বিনাখরচায় ঘাটের উপর অথবা মাসুলের কাছারীর গুদামে রাখিতে অনুমতি দিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ ইতি।

১৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মাসুলের কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া ভারি জিনিস ডেঙ্গায় প্রেরিতহওনের পূর্ব্বে জাহাজের উপর ওজন করিতে এবং সেই ওজনানুসারে মাসুল লইতে হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

১৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত ধারায় ওজন করিবার বিষয়ের যে হুকুম হইয়াছে তাহাতে যদি কেহ জানিয়াশুনিয়া প্রতিবন্ধকতা করে তবে তাহার ৫০০ শত টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনেরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ৭ আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২৪ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২১ শ্রাবণ মোতাবেক বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২৫ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৬ শ্রাবণ মোতাবেক হিজরী ১২৫৩ সালের ৪ জমাদীয়ল আউওলে ১৮ অষ্টাদশ আইন জারী করিলেন ইতি

১ ধারা

হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি ঠগী কর্ম্মের দ্বারা হত্যাকরণ কি ঐ ঠগী কর্ম্মের অংশী হওন অথবা তাহারদের সহবাস করনেতে ধরা পড়ে এবং ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ৩০ আইনানুসারে যদি তাহার অপরাধ গুরুতর ও শাস্তির যোগ্য বোধ হইয়া আদালতে অর্পণ হয় তবে তাহার মোকদ্দমা যে কোন রাজধানীর জিলার কার্য্যকারক মাজেষ্ট্রেট অথবা জাইন্ট মাজেষ্ট্রেট # সাহেবের হুকুমানুসারে যে প্রত্যেক ফৌজদারী আদালতে সমস্ত অপরাধির মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে ঐ আদালতে অর্পণ হইতে পারে ইতি

সমাপ্তঃ

A True Translation —

(Signed) Peirce Taylor. —

Dep.y Reg.r & Translator of Regulations. —

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ১৯ ঊনবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ৭ আগষ্ট মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ২৪ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৪ সালের ২১ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৪ সালের ২৫ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৬ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ৪ জমাদীয়ল আউওলে ঊনবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের বিষয়ে দোষ সাব্যস্ত হওয়াপ্রযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমার কোন শ্রেণীতে সাক্ষ্য দিবার অযোগ্য হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ১০ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ১১ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ১১ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ১১ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২৪ জমাদীয়ঃসানীতে ২১ একবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ অক্তোবর তারিখ অবধি যে রাজধানীতে কৌন্সেল থাকে তথাকার শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হুজুর কৌন্সেলে এবং যে রাজধানীতে কৌন্সেল নাহি তথাকার শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব ঐ রাজধানীর কোন আইনক্রমে অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের যে কোন আইনক্রমে এক্ষণে যে শপথ করিতে হয় তাহা ক্ষমা করিতে পারেন্ এবং উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব সেই প্রদেশে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের এক্ষণকার চলিত যে কোন আইনক্রমে যে শপথ লওনের হুকুম আছে তাহা ক্ষমা করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

কিন্তু তাঁহারদিগকে ক্ষমাকরণের যে ক্ষমতা এই আইনক্রমে দেওয়া গেল তাহা আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যের কোন অবস্থায় যে শপথ করাইবার এক্ষণে আইনে হুকুম আছে তাহার বিষয়ে খাটিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে দেওয়া ক্ষমতানুসারে যখন কোন শপথকরণ ক্ষমা করা যাইবেক তখন ঐ ক্ষমা না হইলে যে ব্যক্তির আইনানুসারে শপথ করিতে হইত সে ব্যক্তি যে কার্য্যকারকের নিকটে শপথ কর্ত্তব্য তাঁহার সম্মুখে ঐ শপথ না করিয়া তদ্বিষয়ক সুকৃতিপত্র লিখিয়া তাহাতে সহী করিবেক ইতি।

৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধানানুসারে যে কোন ব্যক্তি সুকৃতিপত্র লিখিয়া তাহাতে সহী করে সেই ব্যক্তি যদ্যপি এমত কোন মিথ্যা কথা লেখে যে সেইরূপ মিথ্যা কথা শপথপূর্ব্বক কহিলে মিথ্যা শপথের অপরাধে দণ্ডনীয়

হইত তবে সে এক বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদের অথবা জরীমানার কি ঐ উভয় শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ১৭ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ১৮ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ১৮ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৩ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১ রজবে ২৫ পঞ্চবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারা মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ১৮৩৭ সালের ১ নবেম্বর তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন কোন দেশের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের প্রতি যে বিষয় পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই বিষয়ের সংখ্যা অথবা মূল্য অধিক হওনপ্রযুক্ত সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তির কারণ প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করিতে আর নিষেধ থাকিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার ২ প্রকরণের এবং ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারার যে২ ভাগে লেখে যে তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট প্রকার মোকদ্দমা সদর আমীন বা মুনসেফের বিচার্য্য নহে এবং তাঁহারদিগকে অর্পণ হইতে পারে না তাহা রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণের বিধানানুসারে প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং চলিত আইনে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণে যে টাকা বা মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যার বা মূল্যের যে সমস্ত মোকদ্দমা এই আইনের ১ ধারার ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমী

কোন ঘর বা উপগৃহের স্বামী লইতে সম্মত না হয় তবে ঐ সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ ঘর বা উপগৃহের স্বামির অনুমতিব্যতিরেকে তাহার চাল অদহনীয় দ্রব্যেতে আচ্ছাদিত করিতে পারেন্ এবং ঐ নূতন আচ্ছাদনীয় দ্রব্য টেঁকিতে পারিবার নিমিত্ত ঐ ঘর বা উপগৃহের দেওয়ালের যেরূপ মতান্তরকরা আবশ্যক তাহা করাইতে পারেন্ এবং গবর্ণমেণ্ট কি কোন সাধারণ ব্যক্তি বা ব্যক্তির সমাজ সেই নিমিত্ত ঐ সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে যে টাকা অর্পণ করেন্ তিনি তাহাহইতে তাহার খরচ দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত ক্ষমতানুসারে সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কার্য্যকরাতে যদি কেহ জানিয়াশুনিয়া ঐ সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অথবা তাঁহার আজ্ঞাধীন অন্য কার্য্যকারকের প্রতিবন্ধকতা করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে তাহার ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে ১০০/ টাকার অনধিক গুনাহগারী হইবেক এবং ঐরূপ প্রতিবন্ধকতাকারক ব্যক্তি যদি ঐ প্রতিবন্ধকতাচরণ করত অতিরিক্ত কোন অপরাধ করে তবে সে বিষয়ে তাহার অতিরিক্ত দণ্ডও হইতে পারে ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনের ক্ষমতানুসারে গুনাহগারীর যত টাকা আদায় হয় তাহা জেনরল ত্রেজুরীতে দাখিল করিতে হইবেক এবং এই আইন জারীকরণেতে যে খরচ হয় তাহা ঐ টাকাহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Offg. Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

দস্তখতী হুকুমের দ্বারা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবদিগকে এমত হুকুম করিতে পারেন্ যে ঐ হুকুম প্রকাশহওনের সময়ে ঐ জিলা বা শহরের জজসাহেবের আদালতে যে কোন দেওয়ানীসম্পর্কীয় মুৎফরক্কা অথবা সরাসরী বিষয় উপস্থিত থাকে কিম্বা তাহার পর উপস্থিত করা যায় তাহা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন্ এবং যে সকল মোকদ্দমা এইরূপে অর্পণ করা যায় তাহার বিষয়ে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিষ্পত্তির নিমিত্তে আইনের মধ্যে যেং বিধি নির্দিষ্ট আছে সেইং বিধির অনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীন তাহার নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু এইমত গতিকে ঐ প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল প্রথমতঃ জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক তাহার পর খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইল এবং যে সকল স্থলে প্রধান সদর আমীনের করা বিচার কিম্বা হুকুমের উপর আইনমতে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আপীল যদ্যপি প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির কি হুকুমের তারিখের পর ৩০ দিন মিয়াদের মধ্যে না করা যায় তবে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না এবং ঐ ৩০ দিন মিয়াদ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের লিখিত বিধানানুসারে গণনা করা যাইবেক কিন্তু যদ্যপি এমত প্রমাণ হয় যে আপেলাণ্ট তাহার অনিবার্য্য বাধাপ্রযুক্ত মিয়াদের মধ্যে আপীল করিতে পারে নাহি তবে ঐ মিয়াদ অতীত হইলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে ইতি।

১০ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৫ ধারার ১ প্রকরণ রদ হইল ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৫ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত বিধি মুনসেফের আদালতের আমলাদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের আদালতের আমলাসকল ঐ মুনসেফপ্রভৃতির দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত

হইবেক কিন্তু যে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের কিম্বা যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যে ঐ২ মুনসেফপ্রভৃতির আদালত থাকে তাঁহারা ঐ২ আমলার উপর সাধারণ কর্ত্তৃত্ব করিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২৬ ষড়্বিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ১৬ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ২ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ১৫ রজবে ২৬ ষড়্বিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে যে তারিখে সরকারী গেজেটে এমত এস্তেলা দেওয়া যায় যে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর পশ্চিম দেশে গমনার্থ কৌন্সেলহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি ঐ এস্তেলার পর যে তারিখপর্য্যন্ত শ্রীযুত কৌন্সেলে পুনর্ব্বার উপস্থিত না হন্ সেইপর্য্যন্ত আইনকরণের ক্ষমতাভিন্ন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে সকল ক্ষমতা আছে তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২৮ অষ্টাবিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২০ শাবানে ২৮ অষ্টাবিংশতিতম আইন জারী করিলেন ইতি।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৭ ধারার যে ভাগে লেখে যে ইষ্টাম্পের মাসুলের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম কেবল কোম্পানির চিহ্নিত চাকরকে অর্পণ হইবেক তাহা রদ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ২৯ ঊনত্রিংশত্তম আইন ।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২০ শাবানে ২৯ ঊনত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি ।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১ দিসেম্বর তারিখঅবধি ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের যে কোন আইনে এমত হুকুম আছে যে দেওয়ানী কার্য্যে অথবা রাজস্বের কার্য্যে ফারসী ভাষা ব্যবহার করিতে হইবেক সেই হুকুম সামান্যতঃ অথবা যে কোন সীমার মধ্যে উচিত বোধ হয় সেই সীমার মধ্যে রহিত করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ সমস্ত কার্য্যে যে ভাষা ও যে অক্ষর চলন হইবেক তাহার হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনেরদ্বারা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যে ক্ষমতা অর্পণ হইল তাহা সমুদয় কি তাহার কতক অংশ তিনি উক্ত তারিখঅবধি হজুর কৌন্সেলের এক আজ্ঞাক্রমে আপনার অধীন কোন কার্য্যকারককে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং যে বিষয় বর্জ্জিতরাখা উচিত বোধ করেন্ সেই বিষয় বর্জ্জিত রাখিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta;—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৩১ একত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২০ শাবানে একত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনের যে ভাগে লেখে যে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারস্থ টাকশালহইতে যে কএক মুদ্রা বাহির হয় তাহার এক দিগে ইঙ্গলণ্ড ও ঐর্লণ্ডের সম্মিলিত রাজ্যের বর্ত্তমান বাদশাহের মুখ থাকিবেক সেই ভাগ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে যেপর্য্যন্ত ঐ আইনের ঐ অংশ পুনর্ব্বার বলবৎ করিতে হুকুম না দেন্ সেইপর্য্যন্ত রহিত থাকিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে পূর্ব্বোক্তমতে কৌন্সেলহইতে যেপর্য্যন্ত হুকুম না করেন্ সেইপর্য্যন্ত ঐ মুদ্রার এক দিগে মৃত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের মুখ থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
Dep. Reg. and Translator of Regulations.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশত্তম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২০ শাবানে ৩২ দ্বাত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৫ দিজেম্বর তারিখঅবধি ১৮৩৭ সালের ৫ আইন রদ হইল ইতি—

২ ধারা—

হুকুম হইল যে উপরের লিখিত তারিখ [illegible]
নের শেষের ধারার লিখিতব্য ব্যক্তিভিন্ন হিন্দু [illegible]
দেশবাসিব্যতিরিক্ত অন্য কোন লোকের চ [illegible]

হিন্দুস্থ [illegible]

হিন্দুস্থানবাসি কোন ব্যক্তিকে ঐ স্থানের শ্রীযুত গবর্নর বাহাদুরের হুকুম অথবা যিনি এমত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে ঐ শ্রীযত গবর্নর বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যদি তথায় কৌন্সেল না থাকে তবে ঐ শ্রীযুত গবর্নর বাহাদুরের হজুরহইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাঁহার অনুমতি পত্রব্যতিরিক্ত উপরের উক্ত দেশের কোন বন্দরহইতে কোন জাহাজে লইয়া যাওয়া যাইবেক না ইতি—

৩ ধারা—

হুকুম হইল যে এদেশবাসি কোন ব্যক্তিকে সরকারের অনুমতিপত্রদেওনের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তির ও তাহার স্বামি অথবা তাহার মোখ্তারকারের উচিত যে তাহারা স্বয়ং উপরের উক্ত কার্য্যকারকের নিকটে হাজির হইয়া এক কেতা একরারনামা ইঙ্গরেজী ভাষায় ও একরারদেওনিয়ার স্বীয় ভাষায় লিখিয়া দাখিল করে এবং ঐ একরারনামাতে একরারের কথা ও মিয়াদ ও নিরূপিত বেতন এবং যে বেতনের পরিবর্ত্তে সে ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে তাহা সকল লেখা থাকিবেক ইতি—

৪ ধারা—

হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির চাকরীর একরারনামার নিরূপিত মিয়াদ পাচ বৎসরের ন্যূন থাকে কি পাচ বৎসর অথবা

দশ—

দশ বৎসর কি তাহার অধিক যে মিয়াদ নিরূপণ থাকে তাহা পাঁচ২ বৎসরের ন্যূন না হয় অথবা ঐ একরারনামাতে এমত নিয়ম না থাকে যে হিন্দুস্থানবাসি যে কোন ব্যক্তিকে আপন জাহাজে লইয়া যাইতেছে তাহার চাকরীর মিয়াদ গত হইলে যে স্থানহইতে তাহাকে লইয়া গিয়া থাকে সেই স্থানে আপনার খরচ দিয়া পঁহুছাইয়া দিবেক এমত ব্যক্তিভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবেক না ইতি—

৫ ধারা—

হুকুম হইল যে চাকরীর একরারনামা সরকারের নিযুক্ত কার্য্যকারকের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সময়ে ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে একরারদেওনিয়া কি তাহার গোমাশ্তার স্থানে একরারনামার এজহার লন্ এবং ঐ কার্য্যকারকো ঐ একরারনামার লিখিত বৃত্তান্ত ও নিয়ম একরারদেওনিয়াকে বিস্তারিত ... ক বুঝাইয়া দেন্ ইতি—

৬ ধারা—

... হইল যে একরারনামাদেওনিয়া একরারনামার লেখা ... বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছে এবং অতিশয় যত্নপূর্ব্বক ঐ একরারনামার লিখিত নিয়ম শেষ করিতে ... ইহা ঐ কার্য্যকারক জ্ঞাত হইলে ঐ কার্য্য... একরারনামার পিঠে তাঁহার দস্তখতের নীচে ...

স্থানে আমি অমুক এই কাগজের অর্থ সুন্দররূপে বুঝিয়াছি ইহা লেখাইয়া লন্ ও ঐ প্রমাণ হিন্দুস্থানবাসি লোকের জাহাজে যাইবার অনুমতিপত্রের ন্যায় হইবেক এবং তাহা একরারনামাদেওনিয়াকে অর্পণ করা যাইবেক ও ঐ ব্যক্তি একরারনামার নিরূপিত মিয়াদ গত না হওয়াপর্য্যন্ত আপনার স্থানে যত্নপূর্ব্বক তাহা রাখিবেক ইতি—

৭ ধারা—

হুকুম হইল যে যখন জাহাজের মালিক কোন ব্যক্তি আপন জাহাজে হিন্দুস্থানবাসি ২০ বিশ জনের অধিক লোককে লইয়া যাইতে চাহিয়া সরকারের নিযুক্ত কার্য্যকারকের স্থানে অনুমতিপত্র পাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত করে তখন ঐ কার্য্যকারকের আবশ্যক যে জাহাজের কার্য্যভারাক্রান্ত ব্যক্তিকে দস্তকের দ্বারা তলব করিয়া জাহাজের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ও উত্তমতা ও খাদ্য সামগ্রী ও ঔষধের বৃত্তান্ত যাহা চাকরদিগের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়া থাকে ঐ সমস্তের এজহার লন্ ও আপনিও তথায় যাইয়া ঐ জাহাজ দেখেন্ কিম্বা এমত কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে আপনার দস্তখতা হুকুমনামার দ্বারা নিযুক্ত করেন্ ইতি—

৮ ধারা—

... সরকারের কার্য্যকারক যেপর্য্যন্ত জাহাজের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ—

দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ও উত্তমতা ও উপযুক্ততা ও কত খাদ্য সামগ্রী আছে তাহা ও মানুষের উপযুক্ত ঔষধ উত্তমরূপে জানিতে না পারেন্ সেপর্য্যন্ত হিন্দুস্থানবাসি ২০ বিশ জনের অধিক লোককে লইয়া যাইবার ক্ষমতা দিবেন না ইতি—

৯ ধারা—

হুকুম হইল যে ঐ কার্য্যকারক অনুমতিপত্রপাওনিয়া ব্যক্তিদিগের দস্তখতী ফিরিস্তি আপনার নিকটে রাখিবেন আর তাহাতে গমনকারি ব্যক্তিদিগের নাম ও তাহারা যে দেশে বাস করে তাহা এবং অনুমতিপত্রের তারিখ ও ঐ গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে যাইবার অনুমতি পাইয়া থাকে তাহার নাম আর একরারদেওনিয়ার নাম অথবা তাহার যে উকীল তাহার তরফহইতে উপস্থিত হইয়া [illegible]ার নাম এবং যে জাহাজে চড়িবার অনুমতি [illegible]ক ঐ জাহাজের মালিকের নাম স্পষ্টরূপে লেখা [illegible] ইতি—

১০ ধারা—

হুকুম হইল যে অনুমতিপত্র প্রস্তুত হইলে ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে প্রত্যেক অনুমতিপত্রের কারণ [illegible] অনধিক রসুম একরারনামাপাওনিয়া কি তাহা[illegible]রের স্থানে লন্ ইতি—

১১ [illegible]

১১ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি জাহাজের মালিক প্রত্যেক ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশের ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেশসম্পর্কীয় কোন বন্দর কি অন্য কোন স্থানে যাইতে২ লঙ্গর করিয়া হিন্দুস্থান বাসি কোন ব্যক্তিকে চাকরীর একরারনামা মানিবার নিমিত্তে ঐ স্থানের কর্ত্তৃত্বকারকের হুকুম অথবা উপরের লিখিত যে অনুমতিপত্র একরারনামাদেওনিয়ার স্থানে লণ্ডনের আব শ্যক তাহাভিন্ন জানিয়া শুনিয়া আপন জাহাজে উঠাইয়া লয় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমক্ষে বিচার ও অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার জাহাজে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে ২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা দিবার আবশ্যক হইবেক এবং জরীমানার টাকা না দিলে ঐ জাহাজে থাকা উপরের উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির [illegible] ত্রিশ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি—

১২ ধারা—

[illegible] যে হিন্দুস্থানবাসি যে২ ব্যক্তি জাহাজের [illegible] একরার করিয়া থাকে ও অন্য যে২ ব্যক্তি [illegible] চুতি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে জাহাজে গিয়া [illegible] এই আইনক্রমে নিষিদ্ধ থাকিবেক না ইতি—

সমাপ্ত:—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সাল ৩৮ অষ্টাত্রিংশত্তম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের তারিখ ২০ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪৫ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪৫ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৫৩ সালের ২০ শাবানে ৩৮ অষ্টাত্রিংশত্তম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারা শুধরিবাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি রাজকীয় কি শাসনীয় কার্য্যকারক এবং কোম্পানির নিযুক্তকরা চিকিৎসক না হওননিমিত্তক লোকেল এজেণ্ট হইবার অযোগ্য বোধ করা যাইবেক না ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

PIERCE TAYLOR,

Dep. Reg. and
Translator of Regulat

Calcutta: 1838.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttma

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১৪ মার্চ তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধরাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের সংযুক্ত প্রথম নম্বরের তক সীলে যে ব্যক্তিরদের নাম আছে তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১৪ মার্চ তারিখ অবধি বণ্ড অর্থাৎ একরার বা অন্য কোনক্রমে জিনিস গুদামজাতকরণের নিমিত্তে চার্টরী ক্ষমতাবিশিষ্ট সমাজ হইবেন এবং তাহার নাম "বাঙ্গাল বণ্ডেড উএরহৌস আসোসি য়েসন" অর্থাৎ "বাঙ্গলার একরারী গুদামের সমাজ" ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উপরের লিখিত সমাজ আপনার চার্টরঘটিত নামে নালিশ করিবেন এবং তাঁহার ঐ নামে নালিশ হইবেক এবং ঐ সমাজের অধ্য ক্ষেরা সময়ে২ যে সামাজিক মোহর নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহা লইয়া ব্যবহার করিবেন এবং ঐ সমাজ সমস্ত প্রকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং স্বামিত্বরূপে রাখিতে পারেন এবং বন্ধকক্রমে লইয়া রাখিতে পারেন ও হস্তান্তর করিতে পারেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে চার্টরপাওয়া ব্যক্তিরা ঐ সমাজের কার্য্যের নিমিত্তে যে ১০,০০,০০০) দশ লক্ষ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা ঐ সমাজের মূল ধন হইবেক এবং তাহা পাঁচশত২ টাকা করিয়া দুই হাজার অংশে বিভাগ করা যাইবেক এবং এই আইনের দ্বারা চার্টরপাওয়া প্রত্যেক জন যত পাঁচ শত টাকা স্বাক্ষর করেন্ তাহার নিমিত্তে ঐ মূল ধনের এক স্যের অর্থাৎ অংশ পাই বেন ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ মূল ধনের অংশের অংশিদিগের নাম ও খ্যাতিইত্যাদি এবং বাসস্থান ও প্রত্যেক অংশির যত অংশ থাকে তাহা ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা এক বহীতে রেজিষ্টরী করাইবেন এবং ঐ অংশসকল সেই বহীতে ১ এক সংখ্যাইত্যাদি করিয়া সংখ্যাকরা থাকিবেক এবং সেই বহী উক্ত সমাজের দপ্তর খানায় রাখা যাইবেক ও কার্য্যের সামান্য সময়ে সকল লোকের দেখিবার নিমিত্তে সেই স্থানেই খোলা থাকিবেক ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের তিন জন অধ্যক্ষের দস্তখতী এক সর্টিফিকট্ ঐ মূল ধনের প্রত্যেক অংশিকে দেওয়া যাইবেক এবং যে অংশির কএক অংশ থাকে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে তাহার সমস্ত অংশের এক সর্টিফিকট্ বা প্রত্যেক অংশের এক২ সর্টিফিকট্ কিম্বা নানা সংখ্যার অংশের নানা সর্টিফিকট্ লইতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ মূল ধনের এক বা ততোধিক অংশের এক বা ততোধিক অংশির দ্বারা কিম্বা ঐ অংশির রীতিমতে নিযুক্তহওয়া মোখ্তারকারের দ্বারা ঐ অংশ বা অংশসকলের সর্টিফিকট্ 'ইণ্ডর্সমেণ্ট' অর্থাৎ পৃষ্ঠে দস্তখৎকরণের দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাঁহার নাম বিশেষরূপে ঐ পৃষ্ঠের দস্তখতে লিখিতে হইবেক এবং ঐ সমাজের দফ্তরখানায় রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে বহী থাকে যাবৎ ঐ বহীতে রেজিষ্টরী না হয় এবং ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা যে কর্ম্মকারককে রেজিষ্টরীর কর্ম্মে নিযুক্ত করেন্ যাবৎ সেই কর্ম্মকারক রেজিষ্টেরী হওনের নিদর্শন ও তারিখ ঐ দস্তখতী সর্টিফিকটে না লেখেন্ তাবৎ ঐরূপ পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের দ্বারা ঐ অংশ বা অংশসকল হস্তান্তরকরা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ মূল ধনের অংশের যে প্রত্যেক অংশী ঐ ধনের অংশিত্বহইতে রহিত হইবেন তিনি এই আইনক্রমে সৃষ্টিহওয়া চার্টরী সমাজেরও নিরংশী হইবেন এবং যে ব্যক্তি ঐ মূল ধনের অংশী হইবেন তিনি এই আইনের দ্বারা সৃষ্টিকরা চার্টরী সমাজের অন্তঃপাতী হইবেন এবং তাঁহার ঐ মূল ধনের অংশ বা অংশসকল প্রযুক্ত তিনি ঐ মূল ধনের আসল অংশিরদের যে দায় সেই দায়ের দায়ী হইবেন ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ৬ ছয় জন অধ্যক্ষের দ্বারা ঐ সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক এবং ফ্রান্সিস মেকনাটন ও যোজেফ ওয়াকর জাস্পার উসলি এবং রিচার্ড হৌকাকরেল এবং আলেকজান্দর কালবিন এবং যোজেফ উইলিস এবং জেমস চর্চ ঐ সমাজের প্রথম অধ্যক্ষ হইবেন ইতি।

৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের প্রত্যেক অধ্যক্ষ অংশিরদের

সাধারণ বৈঠকের হুকুমানুসারে কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন্ এবং ঐ সমাজের ভাবি প্রত্যেক অধ্যক্ষ সেইরূপ সাধারণ বৈঠকে মনোনীত হইবেন ইতি।

১০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে গুলিবাঁটের দ্বারা এই ক্রম হইবেক যে প্রতিবৎসরের ১৫ মে তারিখের পর যে সোমবার হয় তাহাতে দুই জন অধ্যক্ষ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন এবং প্রতিবৎসরের ১৫ মে তারিখের পর যে সোমবার হয় তাহাতে অংশিরদের সাধারণ বৈঠক হইয়া ২ দুই জন অধ্যক্ষ মনোনীত হইবেন এবং এই ক্রমের দ্বারা যে কর্ম্মাধ্যক্ষ অবসর হন্ তিনি তাহার অব্যবহিত পর বৎসরের ১৫ মে তারিখের পর যে সোমবার হয় তাহার পুর্ব্বে পুনর্ব্বার মনোনীত হইতে পারিবেন না ইতি।

১১ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পুর্ব্বোক্ত ক্রমের নিয়মের দ্বারাব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে যদি ঐ সমাজের কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ অধ্যক্ষতা কর্ম্মহইতে অবসর হন্ তবে ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা পশ্চাৎ লিখিতব্য এত্তেলাদেওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তাঁহার পরিবর্ত্তে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার নিমিত্তে অংশিরদিগকে উপরি এক সাধারণ বৈঠকে আহ্বান করিবেন এবং ঐ পদস্থ ব্যক্তি যে কর্ম্মাধ্যক্ষের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত হন্ তাঁহার পুর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা তাঁহার হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি নিজের টাকায় ঐ সমাজের মূল ধনের ১৫ পোনের অংশের অংশী না হইলে এবং তাঁহার মনোনীতহওনের দিব সাপেক্ষা তিন মাসের কম না হয় এত পুর্ব্বে তাঁহার ঐ অংশ তাঁহার নামে রেজিষ্টরী না হইলে তিনি ঐ সমাজের অধ্যক্ষতা কর্ম্মে মনোনীত হইতে পারিবেন না ইতি।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর ব্যাপ্য দেশবাসী না হন্ তবে তিনি ঐ সমাজের অধ্যক্ষ হইতে পারিবেন না ইতি।

১৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে প্রতিবৎসরে অন্যূন ২ দুইবার অর্থাৎ ১৫ মে

তারিখের পর যে সোমবার হয় এবং ১৫ নবেম্বর তারিখের পর যে সোমবার হয় তাহাতে ঐ অংশিরদের নিয়মিত সাধারণ বৈঠক হইবেক এবং ঐ নিরূপিত প্রত্যেক বৈঠকে ঐ সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা ঐ সমাজের কার্য্যের অবস্থার বিষয়ের লিখিত এক রিপোর্ট অর্থাৎ বিবরণপত্র দিবেন এবং জমা ওয়াসীল বাকীর এক ফর্দ্দ দিবেন। এবং ঐ সাধারণ বৈঠকে সমাগত অংশিরা ঐ সমাজের প্রাপ্তিহইতে এক ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ প্রাপ্তি বণ্টনের হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু যাহাতে ঐ সমাজের মূল ধন কম হয় এমত কোন ডিবিডেণ্ড দেওয়া যাইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের কোন নিয়মিত সাধারণ বৈঠকে সমাগত অংশিরা এমত হুকুম করিতে পারেন্ যে ঐ বৈঠক তাহার পর কোন দিন পর্য্যন্ত মুলতবী থাকে এবং যে দিনপর্য্যন্ত মুলতবী রাখা যায় সেই দিনে পূর্ব্ব বৈঠকের কার্য্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইতে পারেন্ এবং প্রথম বৈঠকের দিনে যে কার্য্য করিতে ক্ষমতা ছিল পরের বৈঠকের দিবসেও সেই কার্য্য করিতে ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের উপরি সাধারণ বৈঠক করিবার নিমিত্তে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে ঐ সমাজের উপরি সাধারণ বৈঠক হইতে পারে। কিন্তু ১৪ চৌদ্দ দিনের কম না হয় এত পূর্ব্বে এত্তেলা না দেওয়া গেলে এবং ঐ এত্তেলা কলিকাতার অন্যূন ২ দুই সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হইলে সেইরূপ কোন উপরি সাধারণ বৈঠক হইবেক না ইতি।

১৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে অংশিরদের সাধারণ বৈঠকে মনোনীতকরণের কার্য্য এবং অন্য কোন কার্য্য অধিকাংশের সম্মতিক্রমে স্থির হইবেক এবং কোন অংশির ঐ সমাজের মূল ধনের দুই বা ততোধিক অংশ না থাকিলে এবং ঐ অংশ তিন মাসের কম না হয় এত পূর্ব্বে তাঁহার নামে রেজিষ্টরী না হইয়া থাকিলে তিনি বোট অর্থাৎ মতামত জানাইতে পারিবেন না ইতি।

১৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সাধারণ বৈঠকে কোন অংশির ৮ বোটের অধিক অর্থাৎ মতামতদেওনের ক্ষমতা হইবেক না এবং অংশিরা নীচের লিখিতব্য শ্রেণীর অনুসারে আপনারদের বোট অর্থাৎ মতামত জানাইবেন।

২ দুই অংশ যাঁহার আছে তাঁহার			১ বোট হইবেক।	
৪	ঐ	ঐ	২	ঐ
৬	ঐ	ঐ	৩	ঐ
১০	ঐ	ঐ	৪	ঐ
২০	ঐ	ঐ	৬	ঐ
৩৫	ঐ	ঐ	৭	ঐ
৫০	ঐ	ঐ	৮	ঐ

১৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি একহইতে অধিক ব্যক্তি বাণিজ্যের বখরাদার হইয়া উক্ত মূল ধনের দুই বা ততোধিক অংশের সাধারণ অংশী হন্ এবং যদ্যপি তাঁহারা সাধারণে বোট বা বোটসকল দিতে সম্মত হন্ তবে তাঁহারদের ঐ সাধারণ বোট বা বোটসকল এক অংশির এক কি ততোধিক বোট যেরূপে গ্রাহ্য হইত সেইরূপে সর্ব্ব প্রকারে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সাধারণ বৈঠকে যে অংশির মতামতদেওনের ক্ষমতা আছে তিনি অন্য কোন অংশিকে আপনার দস্তখৎকরা অথবা তন্নিমিত্ত নিযুক্তহওয়া কোন মোখ্তারকারের দস্তখৎকরা সামান্য অথবা বিশেষ এবং নির্দ্ধারিত বা অনির্দ্ধারিত প্রতিনিধির পত্র দিতে পারেন্। এবং যে অংশিকে ঐরূপ প্রতিনিধিপত্র দেওয়া গিয়াছে তিনি ঐ প্রতিনিধিপত্রের মর্ম্মানুসারে প্রতিনিধি পত্রদেও নিয়া অংশির হইয়া বোট দিতে পারেন্ ইতি।

২১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরদিগকে গুদাম ক্রয়করণের অথবা তাহা নির্ম্মাণকরণের ও তাহার মধ্যে দ্রব্য গুদামজাতকরণের বা একরারক্রমে রাখণের নিমিত্তে ঐ সমাজের ধন ব্যয় করিতে এবং তাহার নিমিত্তে চুক্তি করিতে এবং চুক্তি সম্পন্ন করিতে এবং তাহার নিমিত্তে যে২ চাকরের আবশ্যক হয় তাহারদিগকে নিযুক্ত ও তগীর করিতে এবং ঐ সমাজের নিয়মে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে ঐ সমাজের সামান্যতঃ সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে ও ঐ সমাজের মোহর রাখিতে ও ঐ সমাজের সমস্ত ব্যাপারে ঐ মোহর লইয়া ব্যবহার করিতে ক্ষমতা দেওয়া গেল। কিন্তু ৩ তিন জন অধ্যক্ষের সাক্ষাৎকার ও অনুমতিবিনা কোন নিদর্শনপত্রে কখনো ঐ মোহর করা যাইবেক না এবং ঐ অধ্যক্ষেরদের বর্ত্তমান থাকনের এবং অনুমতিদেওনের চিহ্নস্বরূপ ঐমত প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে তাঁহারা দস্তখৎ করিবেন ইতি।

২২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষেরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তাঁহারা অংশিরদের স্থানে এইমত এক বা ততোধিক কিস্তির টাকা তলব করেন্ যে পূর্ব্বের দেওয়া কিস্তিসমেত প্রত্যেক অংশের শতকরা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এবং অংশিরা সাধারণ বৈঠকের বোটের দ্বারা ততোধিক টাকা তলব করণের হুকুম না দিলে ততোধিক টাকার তলব হইবেক না। কিন্তু মূল ধনে আপন২ অংশের পরিমাণদৃষ্টে এক অংশিঅপেক্ষা অন্য কোন অংশির স্থানে অধিক টাকা তলব হইবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

এবংএই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইহার পূর্ব্বের ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কোন অংশির উচিত মতে কিস্তির টাকা দিতে তলব হইলে যদ্যপি তিনি ঐ টাকাদেওনের নিরূপিত দিবসে তাহা না দেন্ তবে উক্ত সমাজ ঐ বাকী টাকার সালিয়ানা শতকরা ১০) টাকা করিয়া সুদের হিসাবে সুদের দাওয়া ঐ অংশির স্থানে করিতে পারেন্। এবং ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরদের উচিত যে ঐ অংশির যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ প্রাপ্তির ভাগ পাওনা হয় তাহা ঐ কিস্তি এবং ঐ সুদ পরিশোধকরণার্থে লন্ এবং ঐরূপে লওয়া প্রত্যেক ডিবিডেণ্ড উক্ত সমাজের বহীতে ঐ অংশির নামে জমা করেন্ ইতি।

২৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে অংশী পূর্ব্বোক্তমতে কিস্তির টাকা এবং সুদ না দেন্ তিনি আপন অংশ হস্তান্তর করিলে তাহা রেজিষ্টরী করিতে ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা অস্বীকৃত হইতে পারেন্ এবং ঐ কিস্তি ও সুদ দেওনের এত্তেলা ঐ অধ্যক্ষের দ্বারা সেই অংশিকে কি তাঁহার উচিতমত নিযুক্তহওয়া এক বা ততোধিক মোখ্তারকারকে দেওয়া গেলে পর যদ্যপি ২ দুই মাসের মধ্যে ঐ কিস্তির টাকা ও সুদ না দেওয়া যায় তবে ঐ অধ্যক্ষেরদের উচিত যে ঐ কিস্তির টাকা ও সুদ পরিশোধকরণার্থে যেপর্যন্ত আবশ্যকহয় সেইপর্য্যন্ত ঐ অংশির এক বা ততোধিক অংশ নীলাম করেন্ এবং নীলামের পর ঐ এক বা ততোধিক অংশের ক্রেতাকে এক কি ততোধিক নূতন সর্টিফিকট্ দেন্ তাহাতে ঐ এক কি ততোধিক অংশের পূর্ব্বের দেওয়া এক কিম্বা ততোধিক সর্টিফিকট্ বাতিল হইবেক এবং ঐ কিস্তির টাকা ও সুদ পরিশোধ হইলে যদ্যপি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ঐ এক বা ততোধিক অংশের অংশির দাওয়াক্রমে তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক এবং তাহার দাওয়া না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ সমাজের বহীতে তাঁহার নামে জমা থাকিবেক কিন্তু তাহার উপর কিছু সুদ চলিবেক না ইতি।

২৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সাধারণ ব্যক্তিরদের পরওয়ানাহওয়া প্রদা

মের বিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল্ বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনে যে বিধি আছে তাহা উক্ত সমাজ যে২ গুদামে একবারক্রমে দ্রব্য লইয়া রাখেন্ সেই গুদামের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

২৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত সমাজের গুদামজাতহওয়া দ্রব্যের আমদানীর সম্পূর্ণ মাসুল দেওনবিষয়ে অথবা ঐ দ্রব্য উচিতমতে রফ্তানীকরণের বিষয়ে ঐ সমাজ আপনার মোহরযুক্ত বণ্ড অর্থাৎ একরারের দ্বারা সাধারণ জামিন দিতে পারেন। এবং ঐ সমাজ এইরূপ একরারনামা দিলে অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে সেইরূপ জামিন তলব হইবেক না ইতি।

২৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত সমাজের অধ্যক্ষেরা নানা সময়ে যে হারে আপন গুদামে জিনিস লইয়া রাখিবেন ও যে হারে আপন ঘাটে দ্রব্য লইবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং ঐ হারের এক তফসীল উক্ত সমাজের প্রত্যেক গুদামে ও ঘাটে লট্কান যাইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের গুদামে যখন কোন দ্রব্য দাখিল হইবেক তখন ঐ সমাজের সেক্রেটারী সাহেব সেক্রেটারীর পদোপলক্ষে আপনার দস্তখৎকরা রসীদ জিনিস দাখিলকরণিয়া ব্যক্তিকে দিবেন এবং ঐ রসীদ এই আইনের দ্বিতীয় নম্বরের তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রমে সাধ্যানুসারে অবিকল লেখা যাইবেক। এবং ঐ রসীদের পৃষ্ঠে দস্তখৎকরণপূর্ব্বক তাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে এবং যে নিয়মে দ্রব্য প্রথম গুদামজাতকারি ব্যক্তি তাহা লইয়া যাইতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন সেইরূপে যে ব্যক্তিকে পৃষ্ঠে দস্তখতের দ্বারা তাহা দেওয়া গিয়া থাকে তিনি ঐ রসীদের নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য লইয়া যাইতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

২৯ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের নামে যে২ নালিশ করিতে হয় তাহা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টে করিতে হইবেক এবং অন্যত্র করিতে হইবেক না ইতি।

৩০ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজের যে কোন রকম বা প্রকার মূল ধন

থাকে তাহা এবং উক্ত সমাজ সেই মূল ধনেতে ক্রয়করা যে সকল ভূমি ও গুদাম ও বসতবাটী এবং বাটী ও উত্তরাধিকারিত্বের যোগ্য বিষয় ও ভূমি এবং সম্পত্তির কোন প্রকারে দখীলকার হন্ অথবা অধিকারী হন্ বা স্বত্বপ্রাপ্ত হন্ তাহা ঐ অংশিরা এবং তাহার পর ভাবি অংশিরা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় অথবা 'চাটল' নামক স্বত্বের ন্যায় ধার্য্য ও ভোগ করিবেন এবং স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ধার্য্য ও ভোগ করিবেন না ইতি।

৩১ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে অংশের অংশিরদের দায় নির্ণয়করণার্থে এবং তাঁহারদিগকে ও তাঁহারদের বিশেষ২ উত্তরাধিকারী এবং অসি ওধনাধ্যক্ষ বা তাঁহারদের স্থলাভিষিক্ত কিম্বা আসৈনিকে বেঝুঁকি রাখিবার নিমিত্তে হুকুম হইল যে কোন অংশী বা তাঁহার উত্তরাধিকারী বা অসি কি ধনাধ্যক্ষ কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কিম্বা আসৈনি কোন প্রকারে ঐ সমাজের অথবা তাহার অধ্যক্ষেরদের কি তাহার সেক্রেটারীর কোন কর্ম্ম বা কার্য্য কি বন্দোবস্ত অথবা দায়ের বিষয়ে অথবা কোন নালিশের কি মোকদ্দমার কোন ডিক্রী অথবা ফয়সলার বিষয়ে অংশিহওয়াপ্রযুক্ত কোন এক বা ততোধিক ব্যক্তির নিকটে দায়ী হইবেন না। কিন্তু শেষোক্ত নিমিত্তে যে এক বা ততোধিক ব্যক্তির আইন মতে বা ন্যায্যরূপে কোন দাওয়া থাকে অথবা শেষোক্ত প্রকারে যে কোন ব্যক্তি কোন ডিক্রী বা ফয়সলা পাইয়া থাকেন্ তিনি ঐ সমাজের দাখিলহওয়া সমস্ত মূল ধন ও জমা হওয়া টাকা ও ভূমি ও বসতবাটী ও বাটী ও উত্তরাধিকারিত্বের যোগ্য বিষয় ও যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার বিষয় উক্ত সমাজের সেই সময়ে থাকে বা তাহাতে ঐ সমাজের অধিকার থাকে কেবল তাহার মোটহইতে আপনার দাওয়ার কি পাওনার কি ডিক্রীর কি ফয়সলার টাকা আদায় করিতে পারিবেন ইতি।

৩২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ সমাজ আপনারদের কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্তে "বৈলা" অর্থাৎ নিয়ম করিতে পারেন্ এবং ঐ নিয়ম কেবল আপনারদের অন্তঃপাতি ব্যক্তি এবং আপনারদের কর্ম্মকারি ব্যক্তিরদের উপর বলবৎ থাকিবেক। কিন্তু এমত যে কোন নিয়ম হয় তাহা মঞ্জুর করিবার নিমিত্তে বিশেষরূপে অংশিরদের হওয়া উপরি দুই সাধারণ বৈঠকে যেপর্য্যন্ত মঞ্জুর না হয় সেইপর্য্যন্ত সিদ্ধ হইবেক না ঐ বৈঠকে মধ্যে প্রথম বৈঠকের ১ এক মাসের অন্যূন মিয়াদের পর দ্বিতীয় বৈঠক করিতে হইবেক। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বাহাদুর এইমত কোন নিয়ম মঞ্জুর না করিলে তাহা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

৩৩ ধারা

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আপনার মূল ধন বৃদ্ধি করিতে ঐ সমাজের

ক্ষমতা হইল। কিন্তু ঐ বৃদ্ধিকরণের অনুমতিদেওনার্থে বিশেষরূপে অংশিরদের ২ দুই উপরি সাধারণ বৈঠকের অনুমতি না হইলে মূলধনের বৃদ্ধি হইবেক না ঐ বৈঠকের মধ্যে প্রথম বৈঠকের পর ৩ তিন মাস সমাপ্ত না হইলে দ্বিতীয় বৈঠক হইবেক না ইতি।

৩৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বৃদ্ধি হইলে আসল মূল ধনের অংশিরদের ঐ বৃদ্ধিহওয়া মূল ধনের স্বাক্ষর করিতেই হইবেক এমত নহে কিন্তু প্রত্যেক জনের আসল মূল ধনের যে অংশ থাকে তাহার অনুসারে বৃদ্ধিহওয়া মূল ধনের স্বাক্ষরকরণের প্রস্তাব প্রথমতঃ তাঁহারদের নিকটে হইবেক এবং বৃদ্ধিকরণ চূড়ান্তরূপে নিশ্চয় হইলে পর এক বৎসরের মধ্যে আসল মূল ধনের অংশিরা উপরি মূল ধনের যত স্বাক্ষর না করেন্ তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোক লইতে পারেন্ এবং উক্ত সমাজের লাভের নিমিত্তে তাহা নীলাম করা যাইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত সমাজের আসল মূল ধনের বিষয়ে এই আইনে যে২ বিধি আছে তাহা পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে স্বাক্ষরহওয়া উপরি মূল ধনের বিষয়েও চলিবেক ইতি।

৩৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের স্থানে উক্ত সমাজ যে কোন বাটীইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকেন্ তাহা বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে প্রথমে তাহা ক্রয়করণের অধিকার কোম্পানি বাহাদুরের থাকিবেক এবং তাহার মূল্য দুই জন যাচনদারের দ্বারা নিরূপিত হইবেক অর্থাৎ ঐ কোম্পানি বাহাদুরের তরফের নির্দ্দিষ্ট এক জন এবং ঐ সমাজের অধ্যক্ষকর্তৃক এক জন। এবং যদি উক্ত যাচনদারেরা মূল্যের বিষয়ে একবাক্য না হয় তবে ঐ যাচনদারেরা এক জন সালিস নিযুক্ত করিবেক ও তাহার দ্বারা মূল্য স্থির হইবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৬০ সালের ১৪ মার্চ তারিখের পর কোন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে উক্ত সমাজ নিবর্ত্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩৮ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সমাজ নিবর্ত্তকরণের ঔচিত্যের বিবেচনা

করণার্থে বিশেষরূপে ক্রমশঃ দুই উপরি বৈঠক হইয়া যদ্যপি বোটদেওনের ক্ষমতাপন্ন অংশিরদের সংখ্যা ও মূল ধনের অংশ বুঝিয়া তিন ভাগের দুই ভাগ তাহা নিবর্ত্ত করিতে নিশ্চয় করেন্ তবে ঐ সমাজ কোন সময়ে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু ঐ দুই উপরি বৈঠকের প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকের মধ্যে অনূ্যন তিন মাস ব্যবধান হইবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা অথবা উক্ত সমাজের বোটের দ্বারা ঐ সমাজ নিবর্ত্তকরণের হুকুম হইলে ঐ সমাজের অধ্যক্ষেরা ঐ সমাজের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা করিবেন এবং ঐ সমাজের সকল দেনা শোধকরণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহা উক্ত সমাজের মূল ধনের অংশিরদের অংশানুসারে তাঁহারদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন এবং ঐরূপ ভাগ করিয়া দেওনের পর উক্ত সমাজ তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইবেক ইতি।

১ প্রথম নম্বরের তফসীল।

অংশিরদের নাম।

আর এচ কাকরেল।
ডবলিউ স্পিয়র।
ডবলিউ মারটিন।
আর স্পিয়র।
টি স্পিয়র।
জে এস বৌনরিগ।
জে কাকরেল।
জি জি ডি এচ লারপেণ্ট।
জে সেণ্ট পুরসেঁ।
জে এম ডব।
গঙ্গাপ্রসাদ গোঁসাই।
রামচন্দ্র শীল।
জে উইলিস।
ডবলিউ আরল।
ডি উইলিস।
টি উইলিস।
জে মাষ্টর।
লেপ্টেনণ্ট জি সি এস মাষ্টর।
টি এ সা।
ডবলিউ এ সা।
এচ ওয়াল্টস।
জে ইন্নিস।
ডবলিউ আডম।
জোজফ ওয়র্থিঙ্গটন।
জেমস কলেন।
জে সি পামর।
এ কালবিন।
ডবলিউ এন্সলী।
এচ কৌই।
লেপ্টেনণ্ট কর্নেল টি এস আনকেটিল।
ডবলিউ এচ মারটিন।
মেজর এ আর্বিন।
ডবলিউ এ পিকাক।
মেজর জে এ মোর।

টি ডবলিউ বর্ট।
উলিয়ম ব্রাডন।
বিবি লিমণ্ডের যৌতুক ধনের টর্নি সাহেবেরা।
কাপ্তেন জে ডবলিউ জে ঔস্‌লি।
জি এ প্রিন্সেপ।
কাপ্তেন ডবলিউ বারিঙ্গটন।
টি সি রাবর্টসন।
রামদাস দে।
বনমালি মল্লিক।
এ মলর।
চালস ট্রিবেক।
টি বৌরিং।
জে ডবলিউ আলেকজান্দর।
টি বি সুইনহো।
রাবর্ট সুইনহো।
এ ডবস।
জান ওয়াটসন।
জেমস কোহন।
জেম্‌স চর্চ।
এডওয়ার্ড হার্ডিং।
হেনরি মোর।
আর ওয়াটসন।
বিবি বি বেটি।
হেনরি মেকেঞ্জি।
আডম্‌ স্কাট কোম্পানি।
হলধর চৌধুরী।
চার্লস এম গোবর।
কে আর মেকেঞ্জি।
এস আর ক্রাফড।
জে বি হিগিনসন।
ফ্রান্সেস মেকনাটন।
কার ঠাকুর কোম্পানি।
বিবি ডিকের যৌতুক ধনের টর্নি ডবলিউ কার।
রাবর্ট লাইয়ল।
চালর্স লাইয়ল।
জান লাইয়ল।
ডেবিড লাইয়ল।
ডবলিউ টি ডজ।
কালবিন গিলমোর কোম্পানি।
আলেকজান্দর রজর্স।
জে এচ ক্রাফর্ড।
এ পোর্টিয়স
জে মাকি কোম্পানি।
জেমস মেকেঞ্জি।
পি জে সামিস।
জি কালিয়র।
আর বর্ড।
ডাক্তর জে রাস্কিন।
বৃজবল্লভ দাস ও গোকুল দাস।
জে এস ষ্টপফোর্ড।
এ বেটি।
উইলসন ফ্রেথ কোম্পানি।
জি সি আরবথনট।
জে জাকসন।
এ এস গ্লাডষ্টন।
লেপ্‌টেনণ্ট কর্ণেল জে ক্রেগি।
জে উলিয়ম্‌স।
গোপীকৃষ্ণ পাল।
মেঘনারায়ণ রায়।
রামনারায়ণ মুখুয্যা।
দুর্গাচরণ মুখুয্যা।
গৌরীচরণ মুখুয্যা।
জে বি বিস।
জে এস বিস।
রঘুনাথ কুণ্ড।
ডবলিউ এফ গিবন।
জে কাক।
এচ এফ কিং।

জেম্‌স হিল।
তারিণীচরণ চাটুয্যা।
জি হরক্লাটস।
এফ ও উএল্‌স।
সি লানকাষ্টর।
বিবি কর্ণিসের যৌতুক ধনের টর্ণি সি লানকাষ্টর।
জর্জ ডুগাল।
জান রিচার্ড্‌স।
ক্রুস সেণ্ড কোম্পানি।
লেপটেনণ্ট কর্ণেল জি ডবলিউ এ লাইড।
কাপ্তেন ডবলি উফ্লীথ।
জে পি মার্কস।
বিবি ক্রুস।
মিস এল ডবলিউ ক্রুস।
জোজফ ক্রুস।
চাল্‌র্স সি ক্রুস।
দেবনারায়ণ দে।
বিবি কর্ণেল লাইডের টর্ণি উলিয়ম ক্রুস।
বিবি এ জি গ্লাসের ঐ ঐ ঐ
ই বি স্কোয়েরের টর্ণি উলিয়ম ক্রুস।
দুর্গাচরণ বসু।
রাজকিশোর লাহুড়ি।
গৌরমোহন কুণ্ড।
এস হার্ণবি।
হরিশ্চন্দ্র বসু।
রামসুন্দর মল্লিক।
রাজচন্দ্র ঘোষ।
রাধানাথ দত্ত।
এচ বারো।
গদাধর মিত্র।
ই ডিক্রুস।
গোলকচন্দ্র ধর।
লক্ষ্মীনারায়ণ দে।
টি ব্লিচেণ্ডন।
ডবলিউ রষ্টন।
এ জে এস স্তরমর।
বলরাম দে।
অভয়চরণ মুখুয্যা।
বলাইচাঁদ বসাক।
বিবি সেরা মাস।
ডবলিউ বারেট।
হরিমোহন মুখুয্যা।
মোহনচন্দ্র ঘোষ।
হরিমোহন বাঁড়ুয্যা
কৃষ্ণমোহন শীল।
হরচন্দ্র বসু।
ডবলিউ রাইলেণ্ড।
কাপ্তেন এম হিউস।
আনন্দচন্দ্র মিত্র।
জে এ ওয়াকর।
টি হাইড গার্ডিনর।
জে সি ওএন।
মহেশচন্দ্র মিত্র।
প্রাণকৃষ্ণ দাস।
কানাই লাল ও মকন লাল।
জে রস্তান।
জে এচ রস্তান।
মাধবচন্দ্র সাণ্ড্যাল।
দয়ালচাঁদ বসাক।
ডবলিউ ষ্টেসি।
জে জর্জ।
বিবি সি সেলবরটন।
সি সেলবরটন।
কাশীনাথ বাঁড়ুয্যা।
পি এস ডিরোজারিও।
মেস জে এফ স্পিডের টর্ণি জে ডি এম সিনাইস।

গোরাচাঁদ বসু। রাজকৃষ্ণ দে।
জে ই ডন। জন্মেজয় ঘোষ।
ডি ডবলিউ এচ স্পিড।

২ দ্বিতিয় নম্বরের তফসীল।

কলিকাতার বণ্ডেড অর্থাৎ একরারী গুদামের সমাজ।

আমি ইহার দ্বারা জানাইতেছি যে অমুক ব্যক্তি এই সমাজের গুদামে নীচের লিখিতব্য অমুক দ্রব্য আমানৎ করিয়াছেন এবং এই সমাজ অঙ্গীকার করেন যে ভাড়া ও বাজে খরচ এবং তাহার উপর সরকারী পাওনা টাকা কিম্বা হাসিল দিলে পর ঐ২ দ্রব্যের দাওয়া হইলে তাহা ঐ অমুক ব্যক্তিকে অথবা তাঁহার আমৈনিকে অথবা এই রসীদ যে ব্যক্তিকে পৃষ্ঠে সহীকরণের দ্বারা দেওয়া যায় তাঁহাকে দিবেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

শ্রীযুত অমুক সেক্রেটারী।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২৩ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের প্রতি সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হুকুম হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,

Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১৪ মে তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ১৫ ধারা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব বাহাদুরের অনুমতিক্রমে এবং এলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাহেবের অনুমতিক্রমে তাঁহারা ভূমি বাঁটওয়ারার নিমিত্তে যে আইন নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে জমীদারীর বাঁটওয়ারার কর্ম্মে নিযুক্ত আমীন বা অন্য কোন ব্যক্তির মেহনতানা ধার্য্য করেন্ এবং ঐ প্রত্যেক বোর্ডের সাহেবেরা যে২ সময়ে ও যে২ অংশে উচিত বোধ করেন্ সেই২ সময়ে ও সেই২ অংশানুসারে বাঁটওয়ারার অংশিগণের স্থানে রাজস্বের বাকীর ন্যায় ঐ ধার্য্যকরা মেহনতানা আদায় করান্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,

Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২১ মে তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধির কোন ভাগ কোন প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফের আদালতে হজুর কৌন্সেলের হুকুমনামাক্রমে চলন করান্ ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে এই আইনের ১ ধারানুসারে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহা তিনি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুরকে এবং উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনণ্ট গবর্নর্ বাহাদুরকে অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবকে দেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,

Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২০ বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২৭ আগষ্ট তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আগামি ১ অক্তোবর তারিখঅবধি ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারা রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোনপথে বাঙ্গীর ডাক নিযুক্ত নাহি সেই পথে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেবেরা ১২ বারো তোলা পরিমাণের অধিক এবং ৪০ চল্লিশ তোলা পরিমাণের অনধিক পত্র ও পুলিন্দা নীচের লিখিতব্য বিধানানুসারে পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠাইবার নিমিত্তে লইবেন।

১ প্রথম। যে পত্র বা পুলিন্দা পাঠাইবার নিমিত্তে আনা যায় তাহা যদ্যপি ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের শেষে দেওয়া A চিহ্নিত তফসীলের ১।২।৩ নম্বরের নির্দ্দিষ্ট প্রকার হয় তবে ঐ তফসীলের ঐ নম্বরে যেমত নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম আছে তদনুসারে তাহার ডাকের মাসুল ক্রমশঃ বৃদ্ধির নিয়মে লওয়া যাইবেক এবং ঐ আইনে ১২ বারো তোলা পরিমাণের অনধিক পত্র ও পুলিন্দার বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেবেরা সেই নিয়মানুসারে ঐ পত্র বা পুলিন্দা পাঠাইবেন এবং সেই মত ডাকের মাসুল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবেক।

২ দ্বিতীয়। যে পথে কোন নিয়মিত বাঙ্গীর ডাক স্থাপিত নাহি যদি সেই পথে ১২ বারো তোলা পরিমাণের অধিক এবং ৪০ চল্লিশ তোলা পরিমাণের অনধিক পুলিন্দা পাঠাইবার নিমিত্তে আনা যায় এবং যদ্যপি খামের উপর প্রতিজ্ঞা করিয়া এইমত লেখা থাকে যে ঐ তফসীলের ১।২।৩ নম্বরে যে দ্রব্য ন্যূনাধিক ডাক মাসুলদেওনের যোগ্য এমত কোন দ্রব্য ঐ পুলিন্দার মধ্যে নাহি আরো যদ্যপি এইমত প্রতিজ্ঞা করিয়া লেখা থাকে যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৯ এবং ১০ ধারার হুকুমের বিরুদ্ধে কোন লিপি ঐ২ পুলিন্দাতে নাহি তবে ঐ পুলিন্দা সেইরূপে পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠান যাইবেক এবং বাঙ্গীর পুলিন্দার বিষয়ে A চিহ্নিত তফসীলের ৪ চতুর্থ ফর্দ্দে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম করা গিয়াছে তাহা লওয়া যাইবেক। কিন্তু বাঙ্গীর মাসুলের হারে এইরূপে যে সকল পুলিন্দা পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠান যায় তাহার বিষয়ে কোন চাতুরী বা আইনলঙ্ঘন হইয়াছে বোধ করিলে তাহার অনুসন্ধানার্থে যে স্থানে চিঠী

পঁহুছে তথাকার ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৩০ ধারার মত্তাচরণকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ডাকের অধ্যক্ষসাহেবকে যে কোন দ্রব্য এই আইনক্রমে পাঠাইবার নিমিত্তে অর্পণ হয় তাহার বিষয়ে যদি কিছু ক্ষতি বা অপচয় হয় তবে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে দায়ী হইবেন না। এবং গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ডাকের সিরিশ্তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি সেই ক্ষতি বা অপচয় দ্বেষপূর্ব্বক বা চাতুরীক্রমে না করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তিও সেই অপচয় বা ক্ষতির দায়ী হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি ৪০ চল্লিশ তোলার অধিক পরিমাণের পুলিন্দা পত্রের ডাকের দ্বারা বাঙ্গীর মাসুলের হারে পাঠাইবার নিমিত্তে আনা যায় তবে তাহা এই আইনের পুর্ব্বোক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধি ও নিষেধানুসারে পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু ডাকের যে অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে ঐরূপ অধিক পরিমাণের পুলিন্দা পাঠাইবার নিমিত্তে আনা যায় সেই অধ্যক্ষ সাহেব আপনার বিবেচনামতে যে সময়ে ও যেপ্রকারে তাহা অক্লেশে পাঠান যাইতে পারে সেই সময়ে ও সেইপ্রকারে পাঠাইবেন ইতি।

৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গীর ডাকের দ্বারা কোন পুলিন্দা পাঠাই বার নিমিত্তে কোন ডাকঘরে আনা গেলে যেখানে পঁহুছিয়া দিতে হইবেক সেই স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত পথে ডাকবাঙ্গী বসান নাহি বলিয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিতব্য বিষয়ব্যতিরেকে যদ্যপি কোন ব্যক্তি ডাকের দ্বারা উৎপন্ন রাজস্ব চুরীকরণের অভিপ্রায়ে ডাকের দ্বারা পাঠাই বার নিমিত্তে কোন ডাকঘরে আনীত কোন পত্র বা পুলিন্দার বিষয়ে কিম্বা তাহাতে যাহা থাকে তাহার বিষয়ে কোন মিথ্যা কথা ঐ পত্র বা খাম কি পুলিন্দার উপর জ্ঞানপূর্ব্বক লেখে বা অন্যের দ্বারা লেখায় তবে সেই ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের দ্বিতীয় ফর্দ্দের নির্দ্দিষ্ট প্রকার পুলিন্দা এই আই নের বিধানানুসারে সরকারী ডাকের দ্বারা প্রেরণ করে বা করায় এবং ঐ পুলিন্দাতে

যে দলিলদস্তাবেজ থাকনবিষয়ে সেই পুলিন্দার খামের উপর প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক লেখা থাকে সেই দলিলদস্তাবেজের আবশ্যক অঙ্গভিন্ন যদি অন্য কোন লিপি থাকে এবং যদ্যপি প্রেরক নিতান্ত জানে যে ঐ পুলিন্দার খামের উপর অঙ্গীকৃত দলিলদস্তাবেজের অসম্পর্কীয় কোন লিপি থাকে তবে তাহারো ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরীমানা হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের তৃতীয় ফর্দ্দের নির্দ্দিষ্ট প্রকার পুলিন্দা এই আইনের বিধানানুসারে সরকারী ডাকের দ্বারা প্রেরণ করে বা করায় এবং যদি খামের উপরের শিরনামাব্যতিরেকে তাহাতে আর কিছু লেখা থাকে এবং যদি প্রেরক জানে যে খামের উপরের শিরনামাভিন্ন আরো কিছু লেখা আছে তবে তাহার ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরীমানা হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৯ ও ১০ ধারার বিধিলঙ্ঘনে পত্রের ডাক বা বাঙ্গীর ডাকের দ্বারা পত্র বা পুলিন্দা পাঠাইবার বিষয়ে যে সকল জরীমানা দিতে হয় তাহা এবং এই আইনে যে সকল জরীমানালওনের হুকুম হইল তাহা ডাকের প্রধান অধ্যক্ষ বা ডাকের কোন অধ্যক্ষ জরীমানার দায়িব্যক্তিরদের স্থানে লিখিত এত্তেলানামার দ্বারা দাওয়া করিবেন এবং যদ্যপি ঐ দাওয়াক্রমে তাহা না দেওয়া যায় তবে অপরাধি ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে তথাকার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ঐ জরীমানার টাকা এবং সম্বাদদেওনের ও অপরাধ সাব্যস্তকরণের খরচা ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দস্তখতী পরওয়ানাক্রমে ঐ অপরাধি ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগের দ্রব্য ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় হইবেক। এবং ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আইলে পর যদ্যপি এমত বোধ হয় যে জরীমানার তুল্যমূল্য ক্রোককরণের জিনিস নাহি তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার দস্তখতী ও মোহরকরা পরওয়ানাক্রমে ঐ অপরাধি বা অপরাধিদিগকে জেলখানায় কয়েদ করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ জরীমানার টাকা ও তৎসম্পর্কীয় উচিত খরচা যদ্যপি ২ দুই মাসের মধ্যে না দেওয়া যায় ও পরিশোধ না হয় তবে ঐ অপরাধি বা অপরাধিসকল ২ দুই মাসপর্য্যন্ত জেলখানায় কয়েদ থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে পত্র ও পুলিন্দার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৯ ও ১০ ধারা অথবা এই আইনের কোন বিধি উল্লঙ্ঘনকর ণেতে কোন ব্যক্তি জরীমানার যোগ্য হয় সেই জরীমানা ও তৎসম্পর্কীয় উপযুক্ত সকল

খরচা না দেওয়াপর্য্যন্ত ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব সেই পত্র বা সেই পুলিন্দা আটক করিয়া রাখিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২১ একবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২৭ আগষ্ট তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে রাজকীয় কার্য্যের ক্ষমতোপলক্ষে আনার সমান মূল্যের অথবা কোম্পানির টাকার ষোল অংশের কোন অংশের তুল্য মূল্যের রূপার মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া চলন করিবার হুকুম করিতে পারেন্ কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনক্রমে ঐ টাকার যে খাটী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার তুল্য খাটী হইবেক ও সেই হিসাবানুসারে তাহার ওজন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনের হুকুমানুসারে প্রস্তুত ও চলনহওয়া টাকার চিহ্ন ও কথা ও চিত্রের বিষয়ে ১৮৩৫ সালের ১৭ আইনে এবং ১৮৩৭ সালের ৩১ আইনে যে বিধি আছে তাহা এই আইনের হুকুমানুসারে যে মুদ্রা প্রস্তুত ও চলন হইবেক তাহার বিষয়ে চলিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,

Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১ অক্তোবর তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের জিলা ও শহরের জজ সাহেব দিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তাঁহারা যে স্থলে তাঁহারদের তাবে মুনসেফেরা জাবে তামত তাহারদের শুননির যোগ্য মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়া থাকে অথবা সেইমত কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণের পর ঐ মোকদ্দমার কিম্বা রীতিমতে তাহারদিগকে অর্পিত মোকদ্দমার যথার্থাযথার্থ বিবেচনা না করিয়া বিলম্ব কিম্বা বেদাঁড়া অথবা অন্য কোন ক্রটিহওন প্রযুক্ত তাহা ডিস্মিস করিয়া থাকে মুনসেফের এইমত করা হুকুম অথবা ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করেন্ ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের মধ্যের ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১ প্রকরণে এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারায় ও ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারায় যেং বিধি আছে তাহা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে প্রস্তাবহওয়া সরাসরী আপীলের বিষয়ে চলন হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta.—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২৪ চতুর্ব্বিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২৪ সেপ্‌টেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৯ আইনের ৩ ধারা এবং ঐ আইনের অন্য যে কোন বিধিতে এমত হুকুম আছে অথবা যাহার এমত অর্থ হইতে পারে যে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূল ধন ৭৫,০০,০০০ পঁচাত্তর লক্ষ টাকার অধিক হইবেক না তাহা অদ্যাবধি রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরকে হজুর কৌন্সেলে এমত ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তিনি যখন উচিত বোধ করেন্ তখন সময়ক্রমে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা ঐ ব্যাঙ্কের মূল ধন বৃদ্ধি করিতে হুকুম দেন্ এবং ঐ মূল ধন বৃদ্ধিকরণের নিমিত্তে স্বাক্ষরকরণের বিষয়ে যে হুকুম ও নিয়ম তাঁহার উচিত বোধ হয় তাহা করেন্ কিন্তু ঐ সময়ে উক্ত ব্যাঙ্কের অংশী যাঁহারা হন্ তাঁহারদিগকে উপযুক্তমত সম্বাদ দিতে হইবেক এবং ঐ মূল ধনে তাঁহারদের স্বাক্ষরকরণের নিমিত্তে ১৮ আঠার মাসের অন্যূন মিয়াদ দিতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূল ধন যখন এইরূপ বৃদ্ধি করিতে হুকুম দেন্ তখন ঐ ব্যাঙ্কের এক অংশী কত মূল ধনের অংশ রাখিতে পারেন্ তাহার বিষয়ে ঐ ব্যাঙ্কের চার্টরের বিধানক্রমে অথবা ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৯ আইনের লিখিত কোন প্রকরণ বা বিধিক্রমে যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তৎপ্রযুক্ত ঐ বৃদ্ধি হওয়া মূল ধনের অংশলওনের ক্ষমতাপন্ন অংশিরদের আপন২ ন্যায্য অংশানুসারে ঐ নূতন মূল ধনে স্বাক্ষরকরণের অধিকার নিবারণ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারনুসারে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূল ধন বৃদ্ধিকরণের হুকুম দেওনসময়ে এমত নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ যে প্রত্যেক অংশে যত মূল ধন চিহ্নিত থাকে সেই মূল ধনের নিরূপিত কোন পরিমাণানুসারে প্রত্যেক অংশের উপলক্ষে স্বাক্ষর করা

যাইবেক এবং এই আইনের ২ ধারার হুকুমকরা এস্তেলার মিয়াদের মধ্যে স্বাক্ষর হইলে পর অংশ বা অংশসকলের উপলক্ষে যত টাকা স্বাক্ষর হয় তাহা দাখিল করিতে এবং যেরূপে ও যে২ তারিখে অতিউচিত ও উপযুক্ত বোধ হয় সেইরূপে ও সেই২ তারিখে তাহা ব্যাঙ্কের মূল ধনের সঙ্গে সংযোগ করিতে অনুমতি দিতে পারেন্। এবং ঐ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে আরো এমত হুকুম করিতে পারেন্ যে ঐরূপে নিরূপিত ১৮ আঠার মাস মিয়াদের মধ্যে নূতন মূল ধনের যত টাকা অংশিরা স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন্ তাহা ঐ মিয়াদের পর অল্প দিনের মধ্যে ঐ ব্যাঙ্কের লাভের নিমিত্তে ব্যাঙ্কের কার্য্যকারক নীলাম করেন্ এবং ব্যাঙ্কের সাধারণ বৈঠকে রীতিমতে যেরূপ ধার্য্য হয় তদনুসারে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের অংশিরা স্বেচ্ছাধীনে কার্য্য করিতে পারেন্। এবং নূতন মূল ধনের স্বাক্ষর লইবার রীতির বিষয়ে ঐ ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান চার্টরে উক্ত নিয়মের বিপরীত কিছু থাকিলেও তাহার প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূল ধন বৃদ্ধিকরণের হুকুম দেওনসময়ে উক্ত ব্যাঙ্কের মূল ধনে গবর্ণমেণ্টের অংশ থাকনপ্রযুক্ত ঐ বৃদ্ধিহওয়া ধনের যে অংশে গবর্ণমেণ্টেরি অধিকার হয় তাহা পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্ত ১৮ আঠার মাস মিয়াদের মধ্যে কোন এক তারিখ এতদর্থ নিরূপণ করিতে পারেন্ যে ঐ তারিখের মধ্যে নূতন মূল ধনের যে অংশে গবর্ণমেণ্টের অধিকার থাকে তাহা লওন বা না লওন বিষয় গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিয়া জানাইবেন। এবং ঐ নূতন মূল ধনের আপন অংশ যদি গবর্ণমেণ্ট লইতে স্বীকার না করেন্ তবে অন্য২ অংশিরদের স্বাক্ষর না করা মূল ধনের বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমত ঐ মূল ধন সাধারণ অংশিরদের লাভের নিমিত্তে বিক্রয় হইবেক না কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে অংশের অধিকারী সেই অংশের সৃষ্টি হইবেক না। এবং গবর্ণমেণ্ট যে নূতন মূল ধনের অংশের অধিকার রাখেন্ তাহা যদ্যপি স্বাক্ষর করিতে নিশ্চয় করেন্ তবে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা রাখিতে পারেন্ কিম্বা যে রূপে ও যে সময়ে তাঁহার উচিত বোধ হয় সেইরূপে ও সেই সময়ে ঐ নূতন মূল ধন অথবা তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিতে হুকুম করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২২ অক্টোবর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের আদালতের কোন উকীল বা আমলা আসামী কি ফরিয়াদী হয় সেই মোকদ্দমা ঐ প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে না তাহা রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে স্থলে উপরের উক্ত প্রকরণক্রমে সদর আমীন আপনি অথবা তাঁহার কুটুম্ব বা তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তি মোকদ্দমায় আসামী বা ফরিয়াদী থাকনপ্রযুক্ত তাহা ঐ সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে না এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন বিচারককে অর্পণ করিতে পারেন্ না সেই স্থলে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের এইমত ক্ষমতা হইল যে তাঁহারা আপনারদের আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের পদোপলক্ষে দস্তখতী হুকুমনামার দ্বারা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের তাবে অন্য কোন জিলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে অর্পণ করিতে হুকুম দেন্ এবং তাহা হইলে ঐ জিলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইলে যে মত হইত সেইমত ঐ জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২৮ অষ্টাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ৫ নবেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ফোর্ট উলিয়ম এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ রাজধানীর এবং বোম্বাইয়ের রাজধানী কি উপদ্বীপের অথবা পিনাঙ্গ বা শিঙ্গাপুর কিম্বা মলাকার ওএর ও টর্মিনর অথবা কারাগার শূন্যকরণার্থ কোন সেসন অর্থাৎ মিসিলে যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের মিথ্যা শপথকরণের দোষ সাব্যস্ত হয় তখন যে আদালতের সমক্ষে ঐ ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইবেক সেই আদালতের জজ সাহেবের এমত ক্ষমতা হইল যে ঐ ব্যক্তিকে যে স্থানে উচিত বোধ করেন্ সেই স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কতক বৎসর মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণ করিতে হুকুম করেন্ অথবা ৪ চারি বৎসরের অধিক না হয় এমত কোন মিয়াদে তাহাকে কঠিন শ্রমযুক্ত বা তাহাব্যতিরেকে কয়েদকরণের হুকুম দেন্ এবং ঐ মিয়াদের যে কোন সময় বা সময়সকল ঐ আদালতের উচিত বোধ হয় সেই সময়ে তাহাকে নির্জন স্থানে কয়েদথাকনের হুকুম দেন্ কিন্তু এক কালে এক মাসের অধিক অথবা এক বৎসরের মধ্যে তিন মাসের অধিক নির্জন স্থানে কয়েদ করিতে হইবেক না। কিন্তু ঐ আদালতের বিচারকের এমত ক্ষমতা নাহি যে ইউরোপীয়ের ঔরসে ইউরোপীয় স্ত্রীর গর্ভজাতভিন্ন ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে নিউ সৌথ ওএল্সের পূর্ব্ব দিকস্থ তটে অথবা তাহার নিকটস্থ কোন উপদ্বীপে প্রেরণকরণের হুকুম দেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

শ্রীশ্রী ঈশ্বরঃ।

নীচে লিখিতব্য আইন ভারতবর্ষের শ্রীশ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের আনরেবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে সন ১৮৩৮ সালের ১২ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা সন ১২৪৫ সালের ২৮ কার্ত্তিকে জারী করেন তাহার তাৎপর্য্য ও অর্থ বাঙ্গলাতে সর্ব্ব সাধারণের বোধার্থে পরমিট ও নেমক ও আফীণ বোর্ডের সাহেবান আলিসানের হুকুমানুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ২৯ উনত্রিশ আইন।

১ ধারা।

এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৫৯। ৬০ ও ৬১ ধারা সন ১৮৩৮ সালের ১ ডিসেম্বর অবধি রদ হইবেক।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে যেখানে রওয়ানা ব্যতিরেকে লবণ চালান করণে নিষেধ আছে তাহার অন্তঃপাতী কোন গুদামে কি বাটীতে কি অপর কোনস্থানে বিনা অনুমতির লবণ থাকার সমাচার যখন কেহ কোন নেমকের এইজেণ্ট সাহেব অথবা নেমক চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট দিবেক এবং যখন সেই এইজেণ্ট কিম্বা সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ সমাচার বিশ্বাস যোগ্য বোধ করিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করিতে চাহিবেন তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে ঐ সমাচার লিখিয়া দাখিল করিতে হুকুম দিবেন অথবা সেই গোএন্দার জবানবন্দী লইবেন দুইয়ের যাহাতে ভাল সুভিদা হয় তাহাই করিয়া পশ্চাৎ লিখিত বেওরা সকল আপনার সেরেস্তায় টুকিয়া রাখিবেন। প্রথমতঃ গোএন্দার নাম নিবাস ও ব্যবসায় দ্বিতীয়তঃ যে শহর কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে যে বাটীতে কি যে গুদামে কি অন্য যে কোন স্থানে ঐ লবণ থাকার বিষয়ে সমাচার দেওয়াগিয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা। তৃতীয়তঃ ঐ বাটী কি গুদাম কি স্থানের মালিকের নাম কিম্বা যাহার নিমিত্তে কি যাহার দ্বারা ঐ লবণ তথায় মৌজুদ হইয়াছে সে ব্যক্তির নাম। চতুর্থতঃ ঐ লবণের পরিমাণ ও তাহার রকমের বেওরা ও সে নেমক যেহেতুতে বিনা অনুমতির বোধ হইল তাহা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্তমতে ন্যস্ত হওয়া ঐ বিনা অনুমতির লবণ যদি এদেশীয় এক মোনের বেশী হয় তবে পশ্চাৎ লিখিত প্রকরণে ক্রোকের যোগ্য হইবেক। অর্থাৎ নেমকের এইজেণ্ট সাহেব অথবা চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পূর্ব্বোক্ত হুকুম মতে দাখিল হওয়া বা লিখিত হওয়া গোএন্দার এজহার কি জবানবন্দী আপন নিকটে রাখিয়া যে স্থানে সেই মাল মৌজুদ আছে যদি সেস্থান অত্যন্ত দূর না হয় তবে স্বয়ং তথায় গোএন্দাকে সঙ্গে লইয়া গমন করিবেন এবং লিপি দ্বারা তন্নিকটস্থ পুলিসের দারোগা কিম্বা পুলিসের থানার কি ফাঁড়ির কর্ম্মের ভারাক্রান্ত ব্যক্তিকে তথায় আসিয়া তাবৎ কর্ম্ম দেখিবার নিমিত্তে তলব করিবেন।

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে লবণ মৌজুদ থাকার সমাচার ঐ রূপে পঁহুছে তাহা ক্রোক করণের নিমিত্তে নেমকের এইজেণ্ট সাহেব অথবা চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তিনি জনেক পুলিসের আমলা সঙ্গে লইয়া যে বাটী কি যে গুদামে কি যে স্থানে ঐ লবণ মৌজুদ থাকার সমাচার পাইয়া থাকেন তাহার দ্বার খুলিয়া দিতে ধারামত হুকুম করিলে যদি তত্তৎ স্থানের মালিক কি দখলীকার তৎক্ষণাৎ খুলিয়া না দেয় তবে সে দ্বার ভাঙ্গিতে পারেন।

৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি নেমকের এইজেণ্ট সাহেব অথবা সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লবণ ক্রোক করিতে স্বয়ং যাইতে না পারেন তবে ঐ গোএন্দার সমভিব্যাহারে তাঁহার কাছারী এলাকার মধ্যে পেয়াদার জমাদার অপেক্ষা নীচ পদস্থ নাহয় এমত বিশ্বস্ত এক বা ততাধিক আমলাকে পাঠাইয়া দিবেন এবং সেই আমলাকে ক্রোক করণের এক্তারে আপন হুকুম নামা দিবেন এবং তৎকালে পুলিসের দারোগা কিম্বা পুলিসের আমলাকে হাজির হওনের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত মতে সম্বাদ দিবেন। এই প্রকারে যে আমলা প্রেরিত হইবেক সে ব্যক্তি এইজেণ্ট কি সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্বয়ং যাইয়া যে যে মতে কার্য্য করিতে ক্ষমতা রাখেন তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক কেবল সবুৎ এই যে এইজেণ্ট কিম্বা সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিশেষ মতে প্রেরিত কোন আমলা এবং পুলিসের আমলা সাক্ষাৎ নাথাকিলে বিনা অনুমতির লবণ ক্রোক করণের জন্য কোন বাটী কি গুদাম কি অন্য কোন আবদ্ধ স্থানের দ্বার ভাঙ্গা যাইবে না।

৬ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নেমক চৌকির অথবা পোক্তানি আড়ঙ্গের

প্রধান

প্রধান আমলার এবং নেমকের এইজেণ্ট ও সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এসিষ্টেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে কোন বাটী কি গুদামে কি অপর স্থানে একমোন পরিমাণের অধিক লবণ থাকার সমাচার পৌঁছিলে যদি সেই লবণ মৌজুদ থাকার স্থান এইজেণ্ট কিম্বা সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সদর কাছারি হইতে অথবা যেখানে ঐ এইজেণ্ট কি সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব থাকিবেন তথা হইতে তিন ক্রোশের অধিক দূর হয় তবে এই আইনের দ্বিতীয় ধারার উক্ত প্রকারে এজহার লইতে পারিবেন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ধারাতে ঐ এইজেণ্ট ও সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদিগের কার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমত যেমত নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন দারোগা অথবা যে ব্যক্তির জিম্মায় পুলিসের থানা কি ফাঁড়ি থাকে সে ব্যক্তি পুর্ব্বোক্ত মতে ন্যস্তলবণ ক্রোক করিবার সময় হাজির হওনার্থে পরওয়ানা পাইয়াও যদি হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়াও যদি ঐ লবণ ক্রোকীর বিষয়ে সাহায্য করিতে অসম্মত হয় কি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন প্রকারে ঐ লবণ তল্লাসী ও ক্রোকীর বিষয়ে বাধা জন্মায় তবে সেই দারোগা কি অন্য আমলার নামে নেমক মহাল মোতালকের কর্ম্মকারকেরা নালিস করিলে এবং সেই জেলার মেজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে তাহা সপ্রমাণ হইলে সেব্যক্তি কর্ম্ম হইতে তগীর হইবেক এবং সে ব্যক্তি তদ্ব্যতিরিক্ত গোএন্দার এজহার মতে লবণ ক্রোক হইলে ঐ লবণের মালিকের প্রতি যে জরিমানা লাগিত তত্তুল্য জরিমানার যোগ্য হইবেক।

৮ ধারা।

এবং এইধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন লবণ ক্রোক করণের নিমিত্তে কোন বাটী কি গুদাম কি অন্য আবদ্ধ স্থানের দ্বার ভাঙ্গিবার আবশ্যক হইবেক তৎকালে বঙ্গদেশে চলিত সন ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ও সন ১৭৯৯ সালের ৭ অইনের দশম ধারাতে ক্রোকীর হুকুম জারির নিমিত্তে কাহারো বাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে হইলে যেমত২ নিয়ম ও সাবধানতা উক্ত হইয়াছে তদনুসারে পুলিসের তরফ উপস্থিত আমলারদিগকে সর্ব্বদা কার্য্য করিতে হইবেক কিন্তু ইহাতে সরৎ এই যে ঐ কর্ম্মের ঝুঁকি এবং দ্বার ভাঙ্গিবার আবশ্যক হইবেক কি না ইহার নিশ্চয় করণের ভার নেমক মহালের কর্ম্ম কারকেরদিগের উপর থাকিবেক।

৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন কোন বাটী কি গুদাম কি অন্য স্থানে মৌজুদ থাকা লবণ কোন নেমক পোক্তানের এইজেণ্ট কিম্বা চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা ক্রোক হইবেক তৎকালে ঐ লবণ ক্রোক হওয়ার বিষয়ে তাবৎ বৃত্তান্ত এক স্মবকারিতে লিখিত হইয়া তাঁহার কাছারির সেরেস্তায় দাখিল করিতে হইবেক।

১০ ধারা

১০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি নেমকের এইজেণ্ট কিম্বা সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ভিন্ন নেমক সম্পর্কীয় অন্য কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা লবণ ক্রোক হয় তবে সেই কর্ম্মকারক আপন উপরিস্থপ্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট ইঙ্গরেজী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবেক এবং ঐ রূপে পুলিসের যে আমলা হাজির থাকিবেক সেব্যক্তিও ঐ ক্রোকের সময়ে যেমত২ ঘটনা হইবেক তাহা আপন প্রধানের নিকট জানাইবেক।

১১ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন বাটী কি গুদাম কিম্বা অপর কোন স্থানে যে লবণ পাওয়া যাইবেক তাহা যদি অনুসন্ধান কালীন এদেশীয় এক মোনের অধিক না হয় এবং সেই লবণের মালিক কি জিম্মাদার সেই লবণ কিপ্রকারে পাইয়াছে তাহা উপযুক্ত রূপে বুঝাইতে না পারে তবে সেই লবণ বিনা অনুমতির বোধ হইয়া ক্রোকের যোগ্য হইবেক নতুবা হইবেক না।

১২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন রওয়ানা কিম্বা অন্য দলিল সঙ্গে না থাকা প্রযুক্ত যে লবণ বিনা অনুমতির বোধে ক্রোক হইবেক তখন ঐ লবণ চালানিয়া ব্যক্তি কি ঐ লবণের জিম্মাদার যে কেহ থাকে তাহারা গ্রেপ্তার হইবেক এবং বঙ্গ দেশে চলিত ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের নিয়মানুসারে যে সকল কর্ম্মকারক ব্যক্তিরা বিনা অনুমতির লবণ ক্রোক করিতে ক্ষমতাপন্ন আছে তাহারা যে সকল ব্যক্তিকে ঐ লবণ সমেত পাইবেক অথবা ঐ লবন যাহার দখলে থাকিবেক তাহার দিগকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইবেক।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নেমকের এইজেণ্ট ও চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ও অন্য যে কর্ম্মকারক আইনমত লবণ ক্রোক করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাঁদিগের প্রতি বিধি থাকিবেক যে এই আইনের ৩৩ ধারার লিখিত সীমানার মধ্যে যদি এমত প্রকার গঠনের কোন নৌকা কি জাহাজাদি দেখিতে পান যে তাহা সমুদ্র পথে গমনোপযুক্ত তবে ঐ নৌকা বা জাহাজ আটক করিয়া তল্লাসী লইবেন আর যদি তাহাতে নেমক বোঝাই থাকে এবং তাহার সঙ্গে রওয়ানাদি অন্য কোন আবশ্যক দলিল না পাওয়া যায় তবে ঐ নৌকা দাঁড়ি মাঝি লোক সমেত আটক করিয়া তন্নিকটস্থ মোকামের যে সরকারী কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতি নেমকী আইনের বিরুদ্ধ আচরণ ঘটিত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের ক্ষমতা থাকে তাহার নিকট উহার দিগকে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির কারণ অর্পণ করিবেক।

১৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে বঙ্গদেশে চলিত ১৮১৯ সালের দশম আইনের ৩৬ ধারা শুধরাইয়া এই হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে যে সকল স্থানে রওয়ানা প্রভৃতি দলিল ভিন্ন লবণ চালাইতে নিষেধ আছে সেই সেই স্থানের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি রওয়ানা কি অন্য দলিল ব্যতিরেকে ৮০ তোলার সেরে ৫ সেরের অধিক লবণ লইয়া যাইতে ধরাপড়ে অথবা যদি অনেক ব্যক্তি জমাএত ও দলবদ্ধ হইয়া ঐ রূপে দলিল ব্যতিরেকে লবণ লইয়া যাইতে ধরাপড়ে এবং ঐ সমুদায় লবণের পরিমাণ ও দলস্থ ব্যক্তিরদিগের সংখ্যা গণনা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির শিরে যদি ৫ সেরের অধিক পড়ে তবে বিনা অনুমতির লবণ চালান করণ ও দখলে রাখণের অপরাধে সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইন ও বর্ত্তমান আইনানুসারে যে যে দণ্ড উচিত হয় ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি সেই২ দণ্ডের যোগ্য হইবেক।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে পূর্ব্বোক্ত সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ১২১ ধারা শুধরাইয়া হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা একাকি বা দলবদ্ধ হইয়া রওয়ানা ব্যতিরেকে চোরাও করিয়া লবণ চালাইবার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেক এবং যে লবণ ঐ রূপে চোরাও করিয়া চালাইয়া থাকে বা চালাইবার উদ্যোগ করিয়া থাকে তাহার নিমিত্তে সরকারে জরিমানা দাখিল করিতে তাহারদিগের প্রতি হুকুম হইলে যদি সে জরিমানা দাখিল না করে তবে তাহারা ঐ জরিমানার পরিবর্ত্তে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে ফৌজদারী জেহেলখানায় কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক।

১৬ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে পূর্ব্বোক্ত ইং সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ১২১ ধারা আরো শুধরাইয়া এই হুকুম হইল যে ঐ আইনের ৩১ ও ৬৮ ও ৭০ ধারানুসারে ঐ ঐ ধারার প্রত্যেক লিখিত অপরাধসকলের নিমিত্তে যে যে ব্যক্তির প্রতি জরিমানা ও কয়েদ থাকনের হুকুম হইবেক তাহারা দলবদ্ধ হইয়া চোরাও করিয়া লবণ চালানের জন্য দোষীকৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় ফৌজদারী জেহেলখানায় দণ্ডনীয় হইবেক আর কেবল জরিমানার মোকদ্দমা যেরূপে নিষ্পত্তি পায় উক্ত ধারাসকলের লিখিত প্রকারের মোকদ্দমাও সেইরূপে নিষ্পত্তি পাইবেক এবং সরকারের যে কর্ম্মকারক সাহেব এই ধারা কিম্বা ইহার পূর্ব্বকার ধারানুসারে কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া যে ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ হুকুমনামা জারী করিবেন সেই হুকুমনামার দ্বারা মেজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা ফৌজদারীর জেহেলখানা যাহার জিম্মায় থাকে সে ব্যক্তি সেই হুকুমনামার লিখিত ব্যক্তিকে ফৌজদারী জেহেলখানায় কয়েদ রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক।

১৭ ধারা

১৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া চোরাও করিয়া লবণ চালাওনের অপরাধে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৩১ ও ৭০ ধারায় লিখিত উক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেক সে ব্যক্তি যদি পূর্ব্বে ঐ রূপ অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে তবে বর্ত্তমান অপরাধের শাস্তি ব্যতিরিক্ত আরো ছয় মাস কয়েদ থাকিতে হুকুম পাইবেক। এবং দ্বিতীয় বারের পর যত বার অপরাধী সাব্যস্ত হইবেক ততবার প্রথম অপরাধের দণ্ড ব্যতিরিক্ত আরো ছয় ছয় মাস করিয়া কয়েদ থাকিবার হুকুম পাইবেক।

১৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নেমকের এইজেন্ট সাহেব আপন পোক্তানের সরহদ্দ মধ্যে লবণ তৈয়ারির করারদাদ মতে সরকারের কোন বাকী পড়িলে যে সনের বাকী সেই সনেতেই তাহার আদায়ের তদবিরে ডিষ্ট্রেইন পরওয়ানা অর্থাৎ মালামাল ক্রোক ফরোসের হুকুম দ্বারা করিতে পারিবেন এমত বিধি হইল। আর যেমন বাকীর তলব ও উসুল তহসিল করিবার নিমিত্তে জমিদারদিগের ও সদর ইজারদারদিগের সরকারী আইন ও আকট অনুসারে ক্ষমতা আছে সেই রূপ এইজেন্ট সাহেবো লবণের বাকী আদায়ের বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলেন তাহাকে যেমত২ নিষেধ আছে ও কোন ব্যক্তি অন্যায়গ্রস্ত হইলে যেমত২ উপায় করণের বিধি আছে তাহাও ঐ সাহেবের আমলে আসিবেক।

১৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যেব্যক্তি লবণ গ্রেপ্তার করিতে ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত তৎকর্ত্তৃক কোন ব্যক্তি উচিত মতে গ্রেপ্তার হওনের সময় যদি আর কেহ ভয় প্রদর্শন বা বল দ্বারা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মায় অথবা গ্রেপ্তার হইলে পর সে ব্যক্তিকে খালাস করায় কিম্বা যে ব্যক্তি লবণ সহিত গ্রেপ্তার হয় সে আপনি কি অন্য কোন ব্যক্তি ঐ সরকারি কর্ম্মকারকের সহিত প্রতিবন্ধকতাচরণ করে তবে তাহারা প্রত্যেকে বঙ্গদেশে চলিত ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৫৬ ধারার লিখিত মতে দণ্ডের যোগ্য হইবেক।

২০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে চোরাও করিয়া লবণ চালাইবার হেতু প্রযুক্ত যদি কোন সরকারি কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া সেই ধৃত ব্যক্তিকে নেমক মোতালকের যে সাহেবের নিকট চালান করা উচিত তথায় চালান করিতে ত্রুটি করে কিম্বা আপন প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট সেই গ্রেপ্তারির বিষয় জ্ঞাপন করিতে বিলম্ব

করে

করে অথবা ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয় কি কৌশলক্রমে তাহাকে ভাগাইয়া দেয় তবে ঐ কর্ম্মকারক ব্যক্তিরা প্রত্যেকে উপরের লিখিত কোন অপরাধের অপরাধী সাব্যস্ত হইলে সরকারের কর্ম্ম হইতে তগীর হইবেক ও তদ্ব্যতিরিক্ত সেই অপরাধে ২০০ টাকার অধিক না হয় এমত জরিমানা দাখিল করিতে ও তিন মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে কয়েদ থাকিতে হুকুম পাইবার যোগ্য হইবেক। এবং যে সাহেব বিনা অনুমতির নেমক জব্দ করিবার বিষয় নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা রাখেন তাঁহার দ্বারা ঐ কয়েদ ও জরিমানার হুকুম নিষ্পন্ন হইবেক। এবং জরিমানা দাখিল না হইলে সেই অপরাধী ব্যক্তি ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারক সাহেবের বিবেচনানুসারে আরো তিন মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে কয়েদ থাকার যোগ্য হইবেক।

২১ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নেমক সংক্রান্ত কর্ম্মকারক অথবা অন্য মোতালকের যে কোন কর্ম্মকারকের প্রতি বিনা অনুমতির নেমক গ্রেপ্তার করণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে তাহারা কোন লোককে গ্রেপ্তার করিলে তাহারদিগের উচিত যে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে নেমক মহালের যে কর্ম্মকারক সাহেবের এমত মোকদ্দমা বিচারের অধিকার থাকে তাঁহার নিকট একেবারে চালান করে এবং কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইলে যে পর্য্যন্ত তাহার মোকদ্দমা আইনানুসারে নিষ্পত্তি না পায় সে পর্য্যন্ত সে খালাস পাইতে পাইবেক না।

২২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নেমক সংক্রান্ত কোন কর্ম্মকারক ব্যক্তি যদি কোন জেলার মেজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এমত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় যে সে ব্যক্তি বিনাঅনুমতির নেমক ক্রোকী ও তল্লাসির ছলে উত্ত্যক্ত ও অনাবশ্যকরূপে কাহারো জিনিসপত্র ক্রোক করিয়াছে অথবা কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা ক্লেশ দিয়া অনর্থক কয়েদ রাখিয়াছে অথবা নিষ্প্রয়োজনে ও ক্ষমতা ব্যতীত কোন নৌকা আটক করিয়াছে ও ধৃতকরিয়া রাখিয়াছে কিম্বা তল্লাসির জন্য যে কাল পর্য্যন্ত আটক রাখা আবশ্যক ততোধিক কাল আটক রাখিয়াছে তবে এমত দোষী ব্যক্তিরা প্রত্যেকে সরকারী কর্ম্ম হইতে তগীর হইবেক এবং তদ্ব্যতিরিক্ত ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে কয়েদ থাকার ও ২০০ টাকার অধিক না হয় এমত জরিমানা দিবার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেক তাহাতে জরিমানার টাকা দাখিল না হইলে তৎপরিবর্ত্তে আরো ছয় মাসের অনধিক কাল কয়েদ থাকিতে হইবেক।

২৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের দশম আইনের ১২২ ধারা

শুধরাইয়া

শুধরাইয়া হুকুম হইল যে যদি কোন গোএন্দা খামখা ও দ্বেষ পূর্ব্বক মিথ্যা এজহার দেয় যে কোন ব্যক্তির বাটীতে বা গুদামে বিনা অনুমতির লবণ আছে ও তাহাতে ঐ বাটী কি গুদাম তল্লাসী করাতে তাহার মালিকের বা অন্য কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তি সমূহের অনর্থক ক্লেশ ও ক্ষতি করায় তবে সেই মিথ্যাবাদী গোএন্দার অপরাধ কোন মেজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে সপ্রমাণ হইলে যে মেজিস্ত্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার তজবিজ করিবেন তাঁহার বিবেচনানুসারে ঐ ব্যক্তি দুই বৎসরের মেয়াদে কয়েদ থাকিবার ও ৫০০ টাকার অধিক না হয় এমত জরিমানা দাখিল করিবার ও জরিমানা না দিলে তৎপরিবর্ত্তে আরো ছয় মাস কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক।

২৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বিনা অনুমতিতে লবণ রাখন বা চালাওনের অপরাধে যখন কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইবেক এবং বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের দশম আইনের ৩৬ ধারানুসারে যখন ফি মোন ৫ টাকার হারে জরিমানা দেওনের যোগ্য হইবেক তখন ঐ ক্রোকী লবণের পরিমাণ এক মোনের কমী হউক বা বেশী হউক সেই হারে তাহার জরিমানা লাগিবেক। এবং ঐ লবণ চোরের দলস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থাৎ সরকারের রাজস্ব অপহ্নবকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রত্যেককে পুরা জরিমানা দিতে হইবেক।

২৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সুবে বাঙ্গালার শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ সাহেব বাহাদুর কিম্বা শ্রীযুত ডিপুটী গবর্নর্ সাহেব বাহাদুরের এমত ক্ষমতা থাকিল যে নেমকের দ্বারা উৎপন্ন সরকারী রাজস্ব রক্ষার্থে যে সকল আইন আছে তাহার উল্লংঘন বিষয়ক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের ভার কোন নেমক পোক্তানের এইজেণ্ট সাহেবের এসিষ্টেণ্টের প্রতি অথবা নেমক চৌকিয়াতের অন্‌কবেনাণ্ট আর্থাৎ অচিহ্নিত সুপরেণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি উপযুক্ত বোধ করিলে অর্পণ করিতে পারিবেন এবং ঐসকল কর্ম্মকারক সাহেবেরা যখন ঐরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন তখন সরকারী চিহ্নে চিহ্নিত নেমক চৌকিয়াতের এইজেণ্ট ও সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা যে নিষেধ ও বিধিঅনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন তদনুসারে কার্য্য করিবেন কিন্তু ইহাতে সরৎ এই যে নেমক মোতালকের আইন উল্লংঘন বিষয়ক মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারী কোন সাহেব যে ইনামের টাকা ডিক্রী করিবেন তিনি তাহার কোন অংশ পাইতে পারিবেন না অথবা ঐরূপ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণেতে তাঁহারদিগের নিজের কোন স্বার্থ থাকিবেক না।

২৬ ধারা।

এবং ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক

তাহার

তাহার তজবিজ বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী সন ১৮১৯ সালের দশম আইনের নিয়ম মতে যে প্রকারে লবণ সংক্রান্ত রাজস্ব রক্ষার্থে আইন উল্লংঘন বিষয়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাদৃশ প্রকারে হইবেক। এবং যে কর্ম্মকারক সাহেব ঐরূপ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন তিনি ঐ আইনের ১০০ ধারা অবধি ১১৬ ধারা পর্য্যন্ত যে২ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন। এবং শহর কি জেলার জজ সাহেবের উচিত যে যে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনানুসারে জরিমানা বা অন্য শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার পক্ষে যে রূপ উক্ত আইনের লিখিত কর্ম্মকারকেরা উক্ত আইনের মতানুসারে বিচারিত দোষীদিগের প্রতি আমলে আনিয়া থাকেন সেইরূপ প্রকারে আমলে আনিবেন কিন্তু তাহাতে পশ্চাৎ লিখিত যে২ নিয়মের মতান্তর হইল বা যে২ নূতন নিয়ম হইল তদনুসারেও কার্য্য করিবেন।

২৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী সন ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারা শুধরাইয়া হুকুম হইল যে সমস্ত সদর মালগুজারদার ভূম্যধিকারিগণের এবং ইজারাদারানের এবং লাখেরাজদারানের কর্ত্তব্য হইবেক যে যদি তাঁহারদিগের আপন জমিদারী বা ইজারা কি নিষ্কর ভূমিতে নেমক পোক্তানের এইজেণ্ট সাহেবের সহিত বন্দোবস্তব্যতিরেকে অথবা সরকার বাহাদুরের নিজের নিমিত্ত ব্যতিরেকে লবণ উৎপত্তি হওনের কোন কারখানা স্থাপন হয় তবে তাহার প্রথম আরম্ভাবধি দশ দিবসের মধ্যে লিখিত নুটিস অর্থাৎ সম্বাদ নিকটস্থ পুলিসের অথবা মাল মোতালকের কিম্বা নেমকমহাল সংক্রান্ত কর্ম্মকারকের নিকট দিবেন। এবং ঐ রীতিক্রমে যে সকল ব্যক্তি সরকারের তরফ কোন মহালের কিম্বা কোর্ট আফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ নাবালগী মহালের অথবা এজমালী ভূম্যধিকারিদিগের সরিকী মহালের রাজস্ব তহসীল করেন তাঁহারদিগেরো প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইবেক যে তাঁহারা আপন২ এলাকার ভূমিতে কোন নেমক পোক্তান হইলে পূর্ব্বোক্ত মতে তাহার সম্বাদ দেন। এবং ঐ রূপ যে কোন ভূম্যধিকারী বা ইজারদার বা নিষ্কর ভূমির স্বত্বাধিকারী অথবা সরবরাহকার জানিয়া শুনিয়া ঐরূপ সম্বাদ দিতে ত্রুটি করিবেন তাঁহারা ঐ বিষয়ে কোন শহর বা জেলার জজ সাহেবের নিকট দোষী সাব্যস্ত হইলে তাঁহারদিগের আপন২ ভূমিতে যে কএক খালাড়ী বা লবণের কারখানা হইয়া থাকে তাহার প্রত্যেকের উপর ৫০০ টাকার হিসাবে জরিমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এবং তাঁহারদিগের জ্ঞাতসারে যে এরূপ হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করণের আবশ্যকতা হইবেক না কেবল ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারী জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার গতিকে আপন বিবেচনাতেই তাঁহারদের দোষ বুঝিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। আর এই ধারানুসারে যে জরিমানা দেওনের হুকুম হইবেক তাহা দোষী ব্যক্তির অস্থাবর বস্তু ও দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করা যাইবেক কিম্বা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারির বিষয়ে যেরূপ বিধি

বিধি আছে তদনুসারে কোন নেমক পোক্তানের এইজেণ্ট অথবা চৌকিয়াতের সুপরে ণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আদালত হইতে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির করাইয়া তদ্দারা আদায় করিতে পারিবেন।

২৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৬৪ ধারা পরিবর্ত্তন ও বৃদ্ধিকরণাভিপ্রায়ে হুকুম হইল যে যদি অনুমতি ভিন্ন সরকারী গোলা কি অন্য স্থান হইতে লবণ তফাত হওয়ার এমত স্পষ্ট সাবুদ না পাওয়া যায় যে তদ্দারা ঐ গোলা সংক্রান্ত আমলারদিগকে পুর্ব্বের লিখিত আইনের বিধি অনুসারে চুরি বিষয়ে দোষী করা যাইতে পারে তথাপি নিকাসির সময়ে আমদানি রপ্তানির হিসাব মতে কমী হইলে এবং সেই কমীর জওয়াবদিহি প্রকৃত প্রস্তাবে না করিতে পারিলে যে কর্ম্মকারক ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের জিম্মায় সেই গোলা কি সরকারী লবণ রাখিবার স্থান সমর্পিত থাকে সে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা সেই লবণ তছরুপাতের দোষে দোষী সাব্যস্ত হইবেক। এবং যে কর্ম্মকারক ব্যক্তির জিম্মায় সরকারী গোলা কি নেমকের তহবিল থাকে সেই ব্যক্তি যদি সেই লবণের প্রকৃত হিসাব তছরুপাৎ করে অথবা তাহা দাখিল না করে তবে সে ব্যক্তিও ঐ রূপে তছরুপাতের অপরাধে অপরাধী হইবেক। আর যে ব্যক্তির প্রতি এই ধারানুসারে তছরুপাতের অপরাধ সাব্যস্ত হইবেক সে ব্যক্তি কোন শহর কি জেলার মেজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট দোষী সপ্রমাণ হইলে শহর বা জেলার মেজিস্ত্রেট সাহেবের সাধারণ যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাধীন জরিমানা ও কয়েদের শাস্তা পাইবেক।

২৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে লবণের দ্বারা সরকারের উৎপন্ন রাজস্ব রক্ষার্থ আইন উল্লংঘন বিষয়ক মোকদ্দমাহায়ের তজবিজ কারণ যে যে নিয়ম বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ১১১ ও ১১২ ও ১১৩ ধারাতে উক্ত আছে তাহার অতিরিক্ত এই হুকুম হইল যে ঐ ঐ দোষে দোষী ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা যদি সমন পাইয়া স্বয়ং অথবা উকিলের দ্বারা হাজির হইতে ত্রুটি করণপ্রযুক্ত বা আপনারদিগকে ধরাইতে না দেওন প্রযুক্ত তাহারদিগকে হাজির করিতে না পারাযায় তবে ঐ রূপ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারী কর্ম্মকারক সাহেব উক্ত আইনের ১০২ ধারার লিখিত নিয়মানুসারে আসামীয়ানের হাজির হওনের নিমিত্তে এস্তেহার জারী করিবেন। তাহাতে যদি সেই এস্তেহারের লিখিত মেয়াদ মধ্যেও স্বয়ং বা উকিলের দ্বারা আসামী হাজির না হয় তবে ঐ আইনের শেষোক্ত ধারানুসারে আসামী হাজির হইলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি কারক সাহেব যে রূপে হুকুম দিতেন সেই রূপে হুকুম দিবেন এবং ঐ রূপে যে কর্ম্ম কারক সাহেব এক তরফা ডিক্রী করিবেন তিনি ডিক্রীর হুকুম দিয়া তৎপরে যে কোন

সময়ে

সময়ে হউক বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের বিধি অনুসারে এবং এই আইনের ধারানুক্রমে মোকদ্দমার তজবিজ কালে আসামী ও ফরিয়াদী হাজির থাকিলে যে রূপে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার আনিতে ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করিতেন তদনুসারে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন। এবং আসামীর প্রতি যে জরিমানার হুকুম হইয়া থাকে তাহার আদায় কারণ যে কোন সময়ে হউক যে দেওয়ানী আদালতের আপন ডিক্রী জারী করণে নিয়মিত মতে ক্ষমতা আছে তথা হইতে এই আইনের ৩০ ত্রিশ ধারানুসারে ডিক্রী জারির পরওয়ানা বাহির করিতে পারিবেন।

৩০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন উক্ত প্রাকারে সরকারের কর্ম্মকারক সাহেব কোন মোকদ্দমা এক তরফা নিষ্পত্তি করিবেন এবং জরিমানার তায়দাদ বেশী প্রযুক্ত চূড়ান্ত হুকুম দিতে আপনাকে অক্ষম জানিয়া জেলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দা সোপর্দ্দ করিবেন তখন জেলা অথবা শহরের আদালতের যে জজ সাহেবের নিকটে তাহা অর্পণ হয় তাঁহার নিকটে ঐ অপরাধি ব্যক্তিরা মোকদ্দমা সমেত প্রেরণ হইলে অথবা তাহারা জওয়াব দেওনার্থ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে যে রূপে বঙ্গ দেশে চলিত ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১১১ এবং ১১২ এবং ১১৩ ধারায় কর্ম্ম করিতে হুকুম আছে তিনি তদ্রূপ হুকুম দিবেন ও কার্য্য করিবেন আর শহর বা জেলার জজ সাহেবের দ্বারা কোন জরিমানার হুকুম হইলে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারির চলিত নিয়মানুসারে নেমকের এইজেণ্ট কি নেমক চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রার্থনা মতে ঐ জরিমানা আদায় করা যাইতে পারিবেক।

৩১ ধারা।

এবং আরো হুকুম হইল যে বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১০৯ ও ১১২ ধারায় এই বিধি আছে যে নেমক সংক্রান্ত রাজস্ব রক্ষার্থে আইন উল্লংঘন বিষয়ক মোকদ্দমা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করণের যে ক্ষমতা নেমকের এইজেণ্ট ও চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইল সেই ক্ষমতা জব্দ করণের যোগ্য লবণ ২০ মোনের অধিক না হইলে এবং জরীমানার সংখ্যা ৫০ টাকার অধিক না হইলে কেবল সেই স্থলে আর্হিবেক এইক্ষণে ঐ বিধি মতান্তর হইয়া এই হুকুম হইল যে ঐ রূপ যে সকল মোকদ্দমাতে জব্দ করণের উপযুক্ত লবণ আশী মোনের অধিক না হয় এবং আসামী বা আসামীয়ানের প্রতি জরিমানার সংখ্যা ৪০০ টাকার ঊর্দ্ধ নাহয় এমত মোকদ্দমা সকলেতে নেমকের এইজেণ্ট অথবা চৌকিয়াতের সুপরেণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা অন্য যে কোন কর্ম্মকারকের প্রতি সরকার হইতে ঐ রূপ ভারার্পণ হইয়া থাকে তাঁহারা যেং হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক কেবল সরৎ এই যে

ঐ রূপ

ঐ রূপ মোকদ্দমার হুকুমের উপর পরমিট ও নেমক ও আফিন বোর্ডের সাহেবা নের হুজুরে পূর্ব্বোক্ত আইনের ১১৭ ধারানুসারে দরখাস্ত হইলে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই সেই হুকুমের মতান্তর বা রদ করণে ক্ষম আছেন।

৩২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১১৯ সালের দশম আইনের ১১৪ ধারা মতান্তর হইয়া হুকুম হইল যে যে সকল মোকদ্দমাতে জব্দ হইবার যোগ্য লবণের পরিমাণ ৮০ আশী মোনের অধিক হয় কিম্বা জরিমানার সংখ্যা ৪০০ টাকার ঊর্দ্ধ হয় সে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইলে তদ্বিষয়ে জেলা ও শহরের জজ সাহেব চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু ইহাতে সরৎ এই যে এপ্রকার সকল মোকদ্দমাতে জেলা এবং শহরের জজ সাহেব যে আইন প্রমাণে নিষ্পত্তি করিবেন সেই আইনের কোন কথা ধরিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে যেরূপে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের বিধি আছে সেই বিধ্যনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারিবেক।

৩৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বঙ্গদেশে চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ দশম আইনের ৩৬ ধারার লিখিত নিয়মানুসারে যে দেশের যে অঞ্চল নেমক চৌকীর দ্বারা রক্ষিত আছে এবং যে সীমার মধ্যে যে লবণ সরকারের নহে তাহা রওয়ানা ব্যতিরেকে অথবা পরমিট ও নেমক ও আফীণ বোর্ডের কোন বিশেষ ছাড় বা রওয়ানা ব্যতীত চালান করিতে নিষেধ আছে কেবল সেই সেই সীমার মধ্যে এই আইনের লিখিত দণ্ডসকল খাটিবেক এবং এই ধারার দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে গেঞ্জেস অর্থাৎ গঙ্গা ও মেঘনা নদীর অন্তঃপাতি যেসকল স্থান তন্মধ্যে গ্রীষ্ম কালে সমুদ্রগামী ঐ দুই নদীর জল জোয়ারের সময় যে পর্য্যন্ত যায় সেই রেখার বাহিরে ঐ সীমানা জ্ঞান করা যাইবেক না। এবং মেঘনার পূর্ব্ব অঞ্চলে গোমতীর উত্তর দিগেও ঐ সীমানা জ্ঞান করা যাইবেক না। এবং হুগলিনদী অর্থাৎ গঙ্গানদীর পশ্চিমাংশে নয়াসরাই শহরের উত্তর ধার হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর ঐ নদীর অঞ্চল লইয়া সেই অঞ্চলের বাহিরে এই সীমানা জ্ঞান করা যাইবেক না। এবং নয়াসরাইয়ের উত্তর দিগ হইতে ঘাটাল শহরের উত্তর অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ধরিয়া সেই অঞ্চলের বাহিরে এই সীমানা জ্ঞান করা যাইবেক না এবং তথাহইতে মেদিনীপুর শহরের উত্তর অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর পর্য্যন্ত এবং তথাহইতে সিংহভূমের হল্‌দীপুকুরের উত্তর অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ধরিয়া সেই অঞ্চলের বাহিরেও ঐ সীমানা জ্ঞান করা যাইবেক না অর্থাৎ ঐ সকল শহর এই সীমানার মধ্যগত জ্ঞান হইল ইতি।

BY ORDER OF THE BOARD,

Board of Customs, Salt and Opium,
The 1st December, 1838.

Officiating Deputy Secretary.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৩০ ত্রিংশত্তম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১৯ নবেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের যে ২ দ্বিতীয় এবং ১৪ ধারা ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনের দ্বারা বিস্তার করা গিয়াছিল তাহা এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইন এবং ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারা এবং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩২ ধারা এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৪ ধারা এবং ৬ ধারার ২। ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ২ ধারা মতান্তর হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ২ ধারা যে পদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার অতিরিক্ত জজইত্যাদির কোন সদর মোকামে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরীর নিমিত্তে পদ স্থাপন হইতে পারে এবং ঐ২ মোকামবাসি যে কোন কার্য্যকারককে গবর্ণমেণ্ট ঐ পদের নিমিত্তে নিযুক্ত করেন্ তাহার হস্তে ঐ পদের কর্তৃত্ব কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে অর্পণ হইতে পারে ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে জিলা বা শহরের আদালতের মোকামে স্থাপিত কোন পদে নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই আইনের দ্বারা হুকুমহওয়া কোন রেজিষ্টরীর পদে কোন নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিতে হইলে সেই রসুম লাগিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৬ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ এই আইনানুসারে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে পদ স্থাপিত হয় এবং যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তাহার উপর খাটিবেক না ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তিরা ইউরোপায় ভাষার লিখিত কোন নিদর্শনপত্রাদি বাঙ্গলা দেশের রাজধানীর অধীন প্রদেশের কোন রেজিষ্টরীর পদে রেজিষ্টরী করিতে বাঞ্ছা করে সেই ব্যক্তিরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারার নিরূপিত রসুমের অতিরিক্ত ঐ নিদর্শনপত্রাদি নকলকরণের নিমিত্তে সেক সন অর্থাৎ চুক্তিরূপে নকলকরণের যে হার নিরূপিত আছে তদনুসারে তাহা নকল করণের খরচ দিবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি মরিলে অথবা ছুটী লইয়া বিদায় হইলে জিলার জজ সাহেব অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক অন্য যে কোন ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন্ তাহাকে কিঞ্চিত কালের নিমিত্তে ঐ পদের ভার গ্রহণ করিতে এবং ঐ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে ঐ পদে নিযুক্ত হইলে যেমত হইত সেইমত তাহাকে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৩১ একত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ৩ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের ফৌজদারীসম্পর্কীয় বিচার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমকরণের আইন এইরূপে খ্যাত মৃত চতুর্থ জজ বাদশাহের নবম বৎসরের হওয়া এবং জারীহওয়া আইনের যে২ অংশেতে নীচের লিখিতব্য অপরাধের বিষয় লেখে তাহা এই আইন জারীহওনের সময়াবধি কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে চলন হওয়া রহিত হইবেক কেবল এই আইন জারীহওনের তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে করা অপরাধ বর্জ্জিত থাকিয়া এই আইন জারী না হইলে যেমত হইত সেইমত তাহার বিষয়ে কার্য্য হইবেক ও তাহার দণ্ড করা যাইবেক। সেই২ অংশের লিখিত অপরাধ এই২। কোন ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধে এবং দ্বেষপূর্ব্বক কাহাকে হত্যাকরণাভিপ্রায়ে কোন প্রকার বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য খাইতে দেওন কি খাওয়াইবার উদদ্যোগকরণ অথবা কোন ব্যক্তিকে খাওয়ান কিম্বা কোন ব্যক্তিকে ডুবাইয়া মারিতে বা তাহার শ্বাস বদ্ধ করিতে কি গলায় ফাঁস দিয়া মারিতে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক উদ্যোগকরণ অথবা কোন ব্যক্তিকে আইনবিরুদ্ধে এবং দ্বেষপূর্ব্বক গুলিমারণ অথবা বন্দুকের কল টিপিয়া কি অন্য কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার গুলিপূরা অস্ত্র ছুড়িতে উদ্যোগকরণ অথবা আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারণ বা কাটন কি আঘাতকরণ। এবং কোন ব্যক্তিকে অঙ্গহীনকরণের কিম্বা বিরূপ করণের অথবা কর্ম্মাক্ষম করণের অভিপ্রায়ে অথবা ঐ ব্যক্তিকে অন্য কোন শারীরিক দারুণ হানিকরণের অভিপ্রায়ে অথবা সেইরূপ অপরাধি ব্যক্তি কিম্বা তাহার সঙ্গি কোন ব্যক্তি যে অপরাধের বিষয়ে আইনমতে গ্রেফ্তার হওন বা কয়েদ হওনের যোগ্য তাহারদের আইনানুসারে গ্রেফ্তার হওন বা কয়েদ হওনের প্রতিবন্ধকতা ও নিবারণের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কাহারু প্রতি গুলিমারণ কি বন্দুকের কল টিপিয়া কি অন্য কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার গুলিপূরা অস্ত্র ছুড়িতে উদ্যোগকরণ অথবা আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারণ বা কাটন কি আঘাতকরণ। এবং সচেতন গর্ভযুক্তা স্ত্রীর গর্ভপাত করাওনের অভিপ্রায়ে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির তাহাকে কোন প্রকার বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য খাইতে দেওন বা খাওয়ান অথবা ঐ অভিপ্রায়ে কোন অস্ত্র লইয়া ব্যবহারকরণ বা অন্য কোন প্রকার কর্ম্মকরণ। এবং যে স্ত্রীর গর্ভ অচেতন থাকে বা চেতন হওনবিষয়ে প্রমাণ না হয় এমত স্ত্রীর গর্ভপাত করাওনের অভিপ্রায়ে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক তাহাকে কোন ঔষধ বা অন্য কোন দ্রব্য খাইতে

দেওন বা খাওয়ান অথবা সেই অভিপ্রায়ে কোন অস্ত্র লইয়া ব্যবহারকরণ বা অন্য কোন কার্য্যকরণ। এবং কোন ব্যক্তির অন্যহইতে কোনদ্রব্য বা টাকা কি টাকার নিদর্শনপত্রাদি অপহরণকরণ এবং কোন ব্যক্তির অন্যের স্থানহইতে অসঙ্গত করিয়া টাকা লইবার বা লাভকরণের অভিপ্রায়ে পুংমৈথুনের অপরাধের অপবাদকরণ অথবা অপবাদকরণের ভয় দেখাওন এবং ঐ অপবাদের দ্বারা অথবা ভয় দেখাওনের দ্বারা তাহাকে ভীতকরণপ্রযুক্ত তাহার স্থানে কোন দ্রব্য কি টাকা কি টাকার নিদর্শনপত্রাদি অসঙ্গত করিয়া লওন বা প্রাপ্তহওন। এবং বলপূর্ব্বক চুরীকরণের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির অন্যের গাত্রহইতে কিছু অপহরণকরণ অথবা চড়াউকরণ অথবা কোন সম্পত্তি চুরীকরণের অভিপ্রায়ে অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে তর্জনগর্জন করিয়া কি বলপূর্ব্বক ঐ সম্পত্তির দাওয়াকরণ। এবং কোন ব্যক্তির সিঁধদেওনের অপরাধের অপরাধী সাব্যস্তহওন। এবং কোন ব্যক্তির কোন বসতবাটী ভাঙ্গিয়া প্রবেশকরণ এবং সেখানে যে কোন মূল্যের কোন দ্রব্য বা টাকা বা টাকার নিদর্শনপত্রাদি চুরীকরণ অথবা কোন বসতবাটীর মধ্যেস্থিত কোন ব্যক্তিকে ভীত করিয়া ঐ বাটীর মধ্যে যে কোন মূল্যের উপরের উক্ত সম্পত্তি চুরীকরণ অথবা কোন বসতবাটীতে কোম্পানির ৫০ পঞ্চাশ টাকার অথবা ততোধিক মূল্যের কোন দ্রব্য কি টাকা অথবা টাকার নিদর্শন পত্রাদি চুরীকরণ। এবং কোন ব্যক্তির দায়গ্রস্তহওয়া কি তটের উপর পড়িয়া ভগ্নহওয়া কিম্বা চড়ার উপর পড়া অথবা তটে নিক্ষিপ্তহওয়া কোন জাহাজ বা নৌকার কোন অঙ্গ কি ঐ জাহাজ বা নৌকা সম্পর্কীয় কোন দ্রব্য বা মাল কিম্বা জিনিস লুট ও চুরীকরণ। এবং কোন ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন গীর্জাঘরে অথবা ধর্ম্মের আরাধনার অন্য কোন সাধারণ স্থানে আগুনদেওন অথবা কোন ব্যক্তির ক্ষতি বা অপচয় করণাভিপ্রায়ে কোন বাটী বা আস্তবল অর্থাৎ ঘোড়ার ঘর কি গাড়ির ঘর কিম্বা পাক গৃহাদি বা গুদামঘর কি দফ্তরখানা কিম্বা দোকান কি কলঘর বা ছোট কিম্বা বড় গোলাতে অথবা কোন বাণিজ্য কি শিল্পকর্ম্ম বা তাহার কোন অঙ্গ যে কোন এমারৎ কিম্বা ঘরে নির্ব্বাহ হইতেছে এমত এমারৎ বা ঘর কি তাহার কোন একটা ঘর তৎকালে অপরাধি ব্যক্তির দখলে থাকুক কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির দখলে থাকুক আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক তাহাতে আগুনদেওন। এবং কোন ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি তাহা সম্পূর্ণরূপে তৈয়ার হউক বা না হউক তাহাতে আগুন দেওন বা কোন প্রকারে নষ্টকরণ অথবা জাহাজের মাল কি জাহাজ নষ্টকরণাভিপ্রায়ে এবং নষ্টকরণের দ্বারা ঐ জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির কোন স্বামির অথবা কোন অংশের স্বামির কি ঐ জাহাজের উপর থাকা কোন জিনিসের স্বামির বা জিনিসের কোন অংশের স্বামির অথবা ঐ জাহাজ কি নৌকাইত্যাদির উপরে বা তাহার মালের উপর কিম্বা তাহার মধ্যে থাকা কোন জিনিসের উপর বিমা পত্রের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি তাহার বিমা করিয়াছে বা উত্তর কালে করে তাহার ক্ষতিকরণাভিপ্রায়ে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক মালের ন্যায় কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির উপর থাকা কোন

দ্রব্যেতে কোন ব্যক্তির অগ্নিদেওন। এবং কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি সঙ্কটে আনিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির কোন মিথ্যা আলো বা চিহ্ন দেখাওন অথবা কোন ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক যাহাতে বিপদগ্রস্ত কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির অগৌণে ক্ষতি বা বিনাশসম্ভাবনা এমত কোন কর্ম্মকরণ অথবা বিপদগ্রস্ত কি ভগ্ন হওয়া অথবা চড়ায় পড়া কিম্বা তটে নিক্ষিপ্তহওয়া কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির কোন ভাগ নষ্টকরণ অথবা ঐ জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির মাল বা বাণিজ্যদ্রব্য বা কোন প্রকার জিনিস নষ্টকরণ অথবা ঐ জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি হইতে আপনার প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্তে উদ্যোগ করিতেছে যে কোন ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যদ্যপি সেই সময়ে জাহাজইত্যাদির উপর থাকে অথবা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে তাহার প্রাণ বাঁচাইবার উদ্যোগ বলপূর্ব্বক নিবারণ করণ কি ব্যাঘাত জন্মাওন। এবং কোন ব্যক্তির আইন বিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক ভূমিস্থ কি টাকা কোন ধান্য বা ভূসা দ্রব্য কি কোন প্রকার শস্যাদি বা মটরইত্যাদি কি ইক্ষুর বাড়িতে আগুনদেওন অথবা কোন বন কিম্বা জাগা ছাতে বা গাছের কি বহুমূল্য চারার বাগানে আগুনদেওন অথবা যে কোন স্থানে ঘাস বা চারা কি ঐপ্রকার অন্য কোন ভূমিসম্পর্কীয় দ্রব্য জন্মিতেছে তাহাতে আগুনদেওন। এবং ঐ আইনের যে ভাগে পূর্ব্বোক্ত নানা আইনের দ্বারা দণ্ডের যোগ্যহওয়া ফেলোনীর অপরাধির দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান অপরাধিদিগের এবং অপরাধকরণের পূর্ব্বে এবং পরে তাহারদের সঙ্গি ব্যক্তির দণ্ডের বিষয় লেখে তাহা এই আইন জারীহওনের সময়াবধি কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে চলনহওয়া রহিত হইবেক কেবল এই আইন জারীহওনের তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে করা অপরাধ বর্জিত থাকিয়া এই আইন জারী না হইলে যেমত হইত সেইমত তাহার বিষয়ে কার্য্য হইবেক ও তাহার দণ্ড করা যাইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের কর্তৃত্বের অধীন দেশের মধ্যে যে২ ব্যক্তির উপর ও যে২ স্থানের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের ফৌজদারীবিষয়ক এলাকা থাকে সেই২ ব্যক্তির উপর এবং সেই২ স্থানের মধ্যে এই আইন চলন হইবেক এবং অন্য কোন ব্যক্তির উপর বা স্থানের মধ্যে চলন হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি খুনকরণের অভিপ্রায়ে কোন প্রকার বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য কাহাকে খাইতে দেয় বা খাওয়ায় অথবা কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারে কি কাটে কিম্বা আঘাত করে অথবা অন্য কোন প্রকারে কোন কাহাকে প্রাণের সংশয়জনক শারীরিক কোন হানি করে

সেই ব্যক্তি ফেলোনী অর্থ ৎ মহাপরাধের অপরাধী গণ্য হইয়া তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি খুনকরণের অভিপ্রায়ে কোন প্রকার বিষ কি প্রাণনাশক অন্য কোন দ্রব্য কাহাকে খাইতে দিবার উদ্যোগ করে অথবা কোন ব্যক্তির প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে কি বন্দুকের কল টিপনের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে কাহারু প্রতি কোন প্রকার গুলিপূরা অস্ত্র ছুড়িতে উদ্যোগ করে অথবা কোন ব্যক্তিকে ডুবাইয়া মারিতে কি শ্বাসবদ্ধ করিতে কিম্বা গলায় ফাঁস দিয়া মারিতে উদ্যোগ করে যদ্যপি তাহাতে শারীরিক কোন হানি না হইয়া থাকে তথাপি ঐ ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনা ক্রমে আদালতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক অথবা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি কাহাকে অঙ্গহীন বা বিরূপ কি কর্ম্মাক্ষম করণের অভিপ্রায়ে অথবা তাহাকে অন্য কোন শারীরিক দারুণ হানিকরণের অভিপ্রায়ে কিম্বা কোন ব্যক্তির আইনমতে গ্রেফ্তারকরণ বা ধৃত করিয়া রাখণের ব্যাঘাত বা নিবারণ করণের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রতি আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক গুলি নিক্ষেপ করে কি বন্দুকের কল টিপনের দ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে কাহারু প্রতি কোন প্রকার গুলিপূরা অস্ত্র ছুড়িতে উদ্যোগ করে অথবা কাহাকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারে বা কাটে কি তাহাকে আঘাত করে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মেয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তিকে দগ্ধকরণ বা অঙ্গহিন কি বিরূপকরণ কিম্বা কর্ম্মাক্ষম করণের অভিপ্রায়ে অথবা কোন ব্যক্তিকে শারীরিক অন্য কোন দারুন হানিকরণের অভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য বা শঙ্কাজনক কি অপকারক অন্য কোন দ্রব্য অন্য কাহারু নিকটে প্রেরণ করে বা অর্পণ করে কি গ্রহণ করায় বা আদান করায় অথবা ক্ষয়কারক কোন দ্রব দ্রব্য বা বিনাশক অন্য কোন দ্রব্য অন্য কাহারু উপর ফেলে কি নিক্ষেপ করে বা

অন্য কোন প্রকারে তাহার উপর সংযোগ করে এবং যদি পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ম্মের দ্বারা কোন ব্যক্তি দগ্ধহয় বা অঙ্গহীন হয় কি বিরূপ হয় কি কর্ম্মাক্ষম হয় কিম্বা শারীরিক দারুণ অন্য কোন হানিগ্রস্ত হয় তবে অপরাধি ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীর গর্ভপাত করাওনের অভিপ্রায়ে তাহাকে আইনবিরুদ্ধে কোনপ্রকার বিষ বা অপকারক অন্য কোন দ্রব্য খাইতে দেয় কি খাওয়ায় অথবা উক্ত অভিপ্রায়ে আইনবিরুদ্ধে কোন অস্ত্র লইয়া ব্যবহার করে বা অন্য প্রকার উদ্যোগ করে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধের বিষয়ে অথবা কোন ফেলোনীর বিষয়ে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে যদি নালিশহওয়া অপরাধের অন্তর্গত সে ব্যক্তির উপর চড়াউকরণের অপরাধ থাকে তবে জুরিরা নালিশগ্রস্ত অপরাধিকে ফেলোনীর অপরাধহইতে মুক্ত করিয়া যদ্যপি সাক্ষ্যের দ্বারা সম্ভব হয় তবে তাহাকে চড়াউকরণের অপরাধে দোষী করিতে পারেন্ এবং জুরিরা তাহাকে এরূপ দোষী করিলে আদালত চড়াউকরণের অপরাধের অপরাধি ব্যক্তিকে ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ করিতে পারেন্ ইতি।

৯ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি সিঁধালীরূপে কোন বসতবাটী ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার মধ্যস্থিত কোন ব্যক্তিকে খুনকরণের অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি চড়াউ করে অথবা সে ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারে বা কাটে কি আঘাত করে কিম্বা প্রহার করে অথবা মারিপিট করে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধে অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তির সিঁধদেওনের অপরাধ

সাব্যস্ত হয় তবে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

কিন্তু এই ধারানুসারে এমত হুকুম হইল যে যে স্থলে রাত্রি না হইলে সিঁধদেওনের অপরাধ হয় না সেই স্থলে রাত্রির বিষয়ে ইহা জ্ঞান করিতে হইবেক এবং এই আইন ক্রমে হুকুম হইল যে ঐ রাত্রি রাত্রিতে ইঙ্গরেজী ৯ নয় ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইয়া তৎপর দিবসের প্রত্যূষের ছয় ঘণ্টার সময়ে সমাপ্ত হইবেক ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি কোন বসতবাটীতে সম্পত্তি চুরী করে এবং তাহার মধ্যস্থিত কোন ব্যক্তিকে তর্জনগর্জন অথবা ধমকাওনের দ্বারা ভীত করে অথবা কোন বসতবাটীতে সর্ব্বমুদ্রা কোম্পানির ৫০ পঞ্চাশ টাকার বা তত্তোধিক মূল্যের সম্পত্তি চুরী করে কিম্বা কোন বসতবাটী ভাঙ্গিয়া তাহাতে প্রবেশ করে এবং তাহার মধ্যের কোন সম্পত্তি চুরী করে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইয়া তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারনুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি অন্য কাহার স্থানহইতে বলপূর্ব্বক কিছু অপহরণ করে এবং ঐ অপহরণের সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা খোঁচা মারে বা কাটে কি আঘাত করে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যতি কোন ব্যক্তি কোন অস্ত্রশস্ত্র বা হাতিয়ার বিশিষ্ট হইয়া অন্য কাহার স্থানহইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে বা বলপূর্ব্বক অপহরণকরণের অভিপ্রায়ে তাহার উপর চড়াউ করে অথবা অন্য এক বা তত্তোধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া কাহার স্থানহইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে কিম্বা কাহার স্থান হইতে বলপূর্ব্বক অপহরণকরণের অভিপ্রায়ে তাহার উপর চড়াউ করে অথবা কোন ব্যক্তির স্থানহইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে এবং সেইরূপ অপহরণকরণের সময়ে বা

তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে কোন ব্যক্তিকে প্রহার বা মারিপিট করে কি তাহার প্রতি শারীরিক অন্য কোন অত্যাচার করে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন কি কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক অথবা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তির স্থানে অসঙ্গতরূপে টাকা লইবার কিম্বা প্রাপ্ত হইবার অভিপ্রায়ে কোন কেহ অন্যকে এই অপবাদ করে অথবা অপবাদকরণের ভয় দেখায় যে সে ব্যক্তি মনুষ্য কি পশুর সঙ্গে সংসর্গকরণের অতিঘৃণ্য অপরাধ করিয়াছে অথবা ঐ অতিঘৃণ্য অপরাধকরণের অভিপ্রায়ে চড়াউ করিয়াছে কি উক্ত অতিঘৃণ্য অপরাধকরণের চেষ্টা বা উদ্যোগ করিয়াছে অথবা কোন ব্যক্তিকে ঐ অতিঘৃণ্য অপরাধ করিতে বা করিতে দেওনের নিমিত্তে তাহাকে মিনতি করিয়াছে অথবা পরামর্শ দিয়াছে বা লোভ দেখাইয়াছে কি ভয় দেখাইয়াছে এবং উক্তমতে অপবাদকরণ বা ধমকাওনের দ্বারা ভয় দেখাইয়া ঐ ব্যক্তির স্থানে কোন সম্পত্তি অসঙ্গতপূর্ব্বক লইয়া থাকে কি প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন কিম্বা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক অথবা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্তহওয়া অথবা ভগ্ন হওয়া কি চড়ার উপরে পড়া কিম্বা তটে নিক্ষিপ্তহওয়া কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির কোন ভাগ লুট করে বা চুরী করে অথবা ঐ জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি সম্পর্কীয় কোনপ্রকার মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য বা কোনপ্রকার জিনিসপত্র লুট কি চুরী করে সেই ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে যাবজ্জীবন কি কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক অথবা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি অন্যের স্থানহইতে বলপূর্ব্বক কিছু অপহরণ করে অথবা অন্যের গাত্রহইতে কোন সম্পত্তি চুরী করে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে ১৫ পোনেরো বৎসরের অনধিক ও ১০ দশ বৎসরের অন্যূন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের অথবা ৩ তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অপহরণকরণের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির উপর চড়াউ করে সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ৩ তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি চুরীকরণের অভিপ্রায়ে তর্জনগর্জনপূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির স্থানে কোন সম্পত্তির দাওয়া করে সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইয়া তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ৩ তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২০ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি বসতবাটীতে থাকিতে কেহ যদি আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক ঐ বসতবাটীতে অগ্নি দেয় তবে সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

২১ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি কাহারু ক্ষতি কি অপচয় করণের অভিপ্রায়ে কোন গ্রীজাঘরে বা ধর্ম্মের আরাধনার অন্য কোন সাধারণ স্থানে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক অগ্নি দেয় অথবা কোন বাটী বা ঘোড়ার ঘর বা গাড়ির ঘর কি পাকশালাইত্যাদি কিম্বা গুদাম ঘর কি দফ্তরখানা বা দোকান কি কলঘর কি ছোট কিম্বা বড় গোলাতে বা কোন বাণিজ্য অথবা শিল্পকর্ম্ম কি তাহার কোন অঙ্গ যে কোন এমারৎ বা ঘরে নির্ব্বাহ হইতেছে উপরের উক্ত এমত ঘর কি এমারৎ বা তাহার কোন একটা ঘর তৎসময়ে অপরাধি ব্যক্তির দখলে থাকুক বা অন্য কাহারু দখলে থাকুক আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক তাহাতে আগুন দেয় তবে সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তিকে খুনকরণের অভিপ্রায়ে যে কেহ আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদিতে আগুন দেয় বা

তাহা তটের উপর ফেলাইয়া নষ্ট করে অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহা নষ্ট করে যদি তাহার দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রাণ সংশয় হয় তবে সে অপরাধী ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি সঙ্কটে আনিবার অভিপ্রায়ে যে কোন ব্যক্তি আইনবিরুদ্ধে মিথ্যা কোন আলো বা চিহ্ন দেখায় অথবা যাহাতে কোন বিপদ্‌গ্রস্ত জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির অগৌণে ক্ষতি বা বিনাশ সম্ভাবনা আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক এমত কোন কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কেহ সম্পূর্ণরূপে তৈয়ারহওয়া বা না হওয়া কোন জাহাজ কি নৌকাইত্যাদিতে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক আগুন দেয় বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করে অথবা যে কেহ কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির স্বামির বা তাহার কোন অংশের স্বামির বা ঐ জাহাজস্থিত কোন মালের স্বামির কি ঐ জাহাজ কি নৌকাইত্যাদির উপর বা মালের ভাড়ার উপর বা জাহাজস্থিত কোন জিনিসের উপর বিমাপত্রের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বিমা করিয়াছে কিম্বা করে তাহার ক্ষতি করণের অভিপ্রায়ে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক ঐ জাহাজইত্যাদিতে আগুন দেয় বা তাহা তটে ফেলাইয়া ভাঙ্গে বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্তহওয়া বা ভগ্ন হওয়া বা চড়ায় পড়া কি তটে নিক্ষিপ্তহওয়া কোন জাহাজ বা নৌকা ইত্যাদিহইতে আপনার প্রাণ রক্ষাকরণের চেষ্টাকারি ব্যক্তির উদ্যোগ নিবারণ করে বা ব্যাঘাত জন্মায় সে ব্যক্তি তৎসময়ে জাহাজের উপর থাকুক বা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকুক সেই অপরাধি ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে যাবজ্জীবন বা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কেহ বিপদ্‌গ্রস্ত বা ভগ্নহওয়া কি চড়ায় পড়া বা তটে নিক্ষিপ্তহওয়া কোন জাহাজ বা নৌকাইত্যাদির কোন অংশ কি ঐ জাহাজ বা নৌকাইত্যাদি সম্পর্কীয় কোন মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য বা কোন প্রকার জিনিসপত্র আইন বিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক নষ্ট করে সেই ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন কিম্বা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি কয়লার কোন আকরে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক আগুন দেয় সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি ধান্য বা ভুসা দ্রব্যের কি অন্য কোন প্রকার শস্যের কি মটরইত্যাদির বা ইক্ষুর কি খড়ের বা শুষ্ক ঘাসের কিম্বা কাষ্ঠের রাশিতে অথবা ক্ষেত্রস্থ কাটা না হওয়া বা কাটাহওয়া ধান্য বা ভুসা দ্রব্য কি অন্য প্রকার শস্যাদি অথবা মটরইত্যাদি কি ইক্ষুর ফসলে আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক আগুন দেয় অথবা কোন বন কি আগাছাতে বা বৃক্ষের কিম্বা বহুমূল্য চারার বাগানের কোন ভাগে অথবা যে কোন স্থানে ঘাস বা চারা কি ঐ প্রকার ভূমিসম্পর্কীয় অন্য কোন দ্রব্য জন্মিতেছে তাহাতে আগুন দেয় তবে সে ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনাক্রমে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন বা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি জীবতথাকা গাছ বা কোমল চারা কি গুল্ম বা ঝাড় অথবা কোন গরাদিয়া বা খুঁটি কি কোন আগড় অথবা জীবিত কৃষিকরা কোন বৃক্ষ বা শিকড় বা ফল কি শাকসব্জীইত্যাদি সমুদয় কি তাহার কোন অংশ চুরী করে কিম্বা সরকারী বা সামান্য ব্যক্তির কোন প্রকার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি আইনবিরুদ্ধে ও দ্বেষপূর্ব্বক অপচয় কি ক্ষতি বা নষ্ট করে এমত প্রত্যেক

অপরাধির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে প্রথম অপরাধের নিমিত্তে অপচয়ের সংখ্যার অতিরিক্ত ৫০) পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অথবা জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের উচিত বোধ হয় তত টাকা তাহার জরীমানা দিতে হইবেক। এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে পর যদি পুনরায় পূর্ব্বোক্ত কোন এক অপরাধ করে এবং ঐরূপে সেই অপরাধ সাব্যস্ত হয় তবে প্রত্যেক অপরাধী ঐ দ্বিতীয় অপরাধের নিমিত্তে ৬ ছয় মাসের অনধিক যে মিয়াদ দোষ সাব্যস্তকারি মাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব উচিত বোধ করেন্ সেই মিয়াদে কঠিন শ্রমযুক্ত বা তাহাব্যতীত কয়েদ হইবেক। কিন্তু সামান্য ব্যক্তিরদের কোন সম্পত্তি চুরীকরণ বিষয়ে অথবা কোন স্থাবর সম্পত্তির দ্বেষপূর্ব্বক অপচয় বা ক্ষতি কি নাশকরণ বিষয়ে এই ধারাতে যাহা লেখে তাহা পুলোপিনাঙ্গ ও শিঙ্গাপুর ও মলাকার বসতির মধ্যে চলিবেক না ইতি।

৩০ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের নিমিত্তে যত টাকা দিতে হয় তাহা প্রত্যেক মোকদ্দমায় দোষ সাব্যস্তকারি মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব নিরূপণ করিবেন এবং যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে যদি সে ব্যক্তিকে জানাযায় তবে তাহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবেক কিন্তু অপরাধের প্রমাণকরণার্থে যদি সেই ব্যক্তির জোবানবন্দী লওয়া গিয়া থাকে তবে তাহাকে ঐ টাকা দেওয়া যাইবেক না। এবং এই আইনক্রমে প্রত্যেক মোকদ্দমাতে সরাসরীরূপে দোষ সাব্যস্ত হইয়া যে টাকা ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে দিবার হুকুম হয় তাহা অথবা মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব যে জরীমানার টাকার হুকুম দেন্ তাহা যদি অপরাধ সাব্যস্তহওনের অব্যবহিত পরে অথবা দোষ সাব্যস্তকরণসময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব যে মিয়াদ নিরূপণ করেন্ তাহার মধ্যে না দেওয়া যায় তবে দোষ সাব্যস্তকারি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের এই ক্ষমতা হইল যে ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে সাধারণ জেলখানায় কি হরিণবাটীতে শুদ্ধ কয়েদ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের বিবেচনায় কঠিন শ্রমযুক্ত কয়েদের নীচের লিখিতব্য মিয়াদে হুকুম দেন্ অর্থাৎ যেখানে ক্ষতিপূরণের টাকার সংখ্যা অথবা হুকুমহওয়া জরীমানার টাকা কি মোকদ্দমা বুঝিয়া উভয়ের সংখ্যা খরচা সমেত ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় সেখানে উক্তমত ২ দুই মাস মিয়াদে কয়েদ করেন্ এবং যেখানে ক্ষতিপূরণ ও জরীমানার টাকা খরচাসমেত ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় সেখানে ৪ চারি মাসের অনধিক মিয়াদে উক্তমতে কয়েদহওনের হুকুম দেন্ এবং অন্য কোন গতিকে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের হুকুম করেন্। কিন্তু উপরের লিখিত প্রত্যেক স্থলে ক্ষতিপূরণের টাকা ও জরীমানা ও খরচার টাকা দেওয়া গেলে অপরাধী কয়েদহইতে খালাস হইবেক ইতি।

৩১ ধারা।

কিন্তু এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যখন কএক জন একবাক্য হইয়াএক অপরাধ করে এবং তাহারদের অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহারদের মধ্যে প্রত্যেক জনকে সমস্ত ক্ষতিপূরণের তুল্য টাকা দিতে হুকুম হয় তখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঐ অপরাধিরদের মধ্যে এক জনের যে টাকা দিতে হয় কেবল তাহা দেওয়া যাইবেক এবং অধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৩২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনের ক্ষমতানুসারে সরাসরী দোষ সাব্যস্তক্রমে যে অপরাধের শাস্তি হইতে পারে সেই অপরাধ সাব্যস্তহওয়া ব্যক্তি যখন ঐ দোষ সাব্যস্তক্রমে হুকুমহওয়া টাকা খরচাসমেত দিয়াছে অথবা না দেওনপ্রযুক্ত নির্দ্দিষ্টরূপে কয়েদ ভোগ করিয়াছে তখন সেই ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বিষয়ে অন্য কোন নালিশহইতে মুক্ত হইল ইতি।

৩৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে দ্বেষপূর্ব্বক অপরাধকারি ব্যক্তির উপর এই আইনক্রমে যে শাস্তির অথবা যে অর্থদণ্ডের হুকুম হয় যে সম্পত্তির বিষয়ে অপরাধ হইয়াছে তাহার স্বামির প্রতি দ্বেষপ্রযুক্ত যদ্যপি তাহা করিয়া থাকে কি অন্য কোন প্রকারে করিয়া থাকে তবে ঐ শাস্তি ও অর্থদণ্ড সমানরূপে খাটিবেক এবং জারী হইবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সাধারণ লোকেরদের ব্যবহারের নিমিত্তে বা শোভার্থে যে সম্পত্তি উৎসর্গ হইয়া থাকে তাহা চুরীকরণ বিষয়ে বা দ্বেষপূর্ব্বক অপচয় বা ক্ষতি কি নষ্টকরণ বিষয়ে যখন নালিশ করিতে হয় তখন সেই সম্পত্তি কোন বিশেষ ব্যক্তির ইহা নালিশপত্রে লিখিবার আবশ্যক নাহি ইতি।

৩৫ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে যেখানে "সম্পত্তি" এই শব্দ আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত মৃত চতুর্থ জর্জ বাদশাহের রাজ্যকরণের ৯ নবম বৎসরের হুকুম হওয়া আক্টের মধ্যে চাটেল্‌স অর্থাৎ দ্রব্য কিম্বা টাকা কি টাকার নিদর্শনপত্রাদি এই তিন শব্দে যে দ্রব্য বুঝায় তাহা বুঝা যাইবেক এবং "বসতবাটী" এই শব্দের উক্ত আক্টের মধ্যে যে অর্থ সেই অর্থ এখানে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

৩৬ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে সকল ফেলোনী দণ্ডনীয় হইল তাহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তি এবং অপরাধের পূর্ব্বের প্রত্যেক সঙ্গি ব্যক্তি এই আইনক্রমে প্রথম শ্রেণীর অপরাধি ব্যক্তি যেরূপে দণ্ডনীয় সেইরূপে প্রাণদণ্ড কি অন্যপ্রকার দণ্ডের যোগ্য হইবেক। এবং এই আইনক্রমে দণ্ডনীয় কোন ফেলোনীর অপরাধের পর অপহৃত সম্পত্তিলওনিয়াব্যতিরেকে অন্য সকল সঙ্গি ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইলে পর ২ দুই বৎসরের অনধিক মিয়াদে তাহারা কয়েদহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন এই আইনের দণ্ডনীয় কোন অপরাধের নিমিত্তে এই আইনক্রমে কোন ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইয়া কয়েদের হুকুম হয় তখন আদালত ঐ অপরাধি ব্যক্তিকে কয়েদ করিতে এবং কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে কয়েদের যে মিয়াদ বা মিয়াদসকল ঐ আদালতের বিবেচনায় উচিত বোধ হয় সেই মিয়াদে অপরাধিকে নির্জন স্থানে কয়েদ থাকনের হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু এক কালে এক মাসের অধিক অথবা কোন এক বৎসরে তিন মাসের অধিক নির্জন স্থানে কয়েদ করিতে হইবেক না ইতি।

৩৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইনক্রমে কোন আদালতের ক্ষমতা নাহি যে ভারতবর্ষীয় কোন লোককে এবং ইউরোপীয়ের ঔরসে ইউরোপীয় স্ত্রীর গর্ভজাতভিন্ন কোন ব্যক্তিকে নিউ সৌথ ওএল্সের পূর্ব্ব তটে অথবা তাহার নিকটবর্ত্তি কোন উপদ্বীপে প্রেরণ করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১০ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে এক্ষণকার চলিত কোন আইনানুসারে ফৌজদারী মোকদ্দমায় যেং ক্ষমতাক্রমে বাঙ্গালা ও বেহার এবং উড়িষ্যার সুবাতে ও জিলাতে ও দেশে ও সুবা এবং জিলা ও দেশের নিমিত্তে এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর নিমিত্তে ও রাজধানীর মধ্যে ও তাহার অধীন স্থানের নিমিত্তে ও মধ্যে দুই জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের দ্বারা কার্য্য হইতেছে সেই ক্ষমতামতে এক জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের দ্বারা কার্য্য হইতে পারে ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে রাজস্ব বাকী আদায়ের নিমিত্তে তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎসরের ৫২ অধ্যায়ের পার্লিমেণ্টের আক্টক্রমে এক জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব ক্রোকী পরওয়ানা পাঠাইতে পারেন এবং সেই পরওয়ানা যেমত দুই জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের দস্তখৎ ও মোহর করা গেলে বলবৎ হইত সেইমত বলবৎ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইহার পূর্ব্বে এক জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব যে ক্ষমতা করিয়াছেন ও যে পরওয়ানা পাঠাইয়াছেন সেই ক্ষমতা দুই জন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব করিলে এবং সেই পরওয়ানা দুই জনে পাঠাইলে যে রূপ আইনসিদ্ধ ও বলবৎ হইত সেইরূপ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,

Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,

Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ১ প্রথম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ৪ ফেব্রুআরি তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর ১ মে তারিখ অবধি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের মধ্যের যে আইনের বা আইনের কোন অংশের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বা কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে আপনং পদের উপলক্ষে মাল গুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই আইনের ঐ প্রকার ক্ষমতা দেওনবিষয়ক কথা রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ তারিখঅবধি বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেবকে অথবা কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাহেবকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তিনি এই আইনের শেষের সংযুক্ত তফসীলের কথাক্রমে এবং ঐ বিষয়ে যেং হুকুম প্রাপ্ত হন্ তদনুসারে আপনার জিলার প্রত্যেক পরগনা বা ডিহীতে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বিক্রয়করণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আপনার দস্তখৎ ও মোহর করা সনদের দ্বারা কোন এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্ এবং ঐ ব্যক্তির দিগকে শতকরার হিসাবে সম্পত্তিহইতে বাদ দিয়া লওনের দ্বারা আপনারদের মেহনতানা পুষিয়া লইতে হুকুম করেন্ কিন্তু তাহারা নীলামের উৎপন্ন টাকাইইতে শত করা ১০ দশ টাকার অধিক লইতে পারিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের যে সমস্ত চলিত আইনের বা আইনের অংশের দ্বারা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলামের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে অথবা যাহার দ্বারা তাহারদের কার্য্যনির্ব্বাহের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার দ্বারা তাহারদের কার্য্যের ত্রুটিকরণের বিষয়ে কোন জরীমানা বা অন্য কোন শাস্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই আইনানুসারে ঐরূপ সম্পত্তি বিক্রয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের উপর খাটিবেক ইতি।

তফসীল।

আমি অমুক জিলার কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১ আইনের মতে যে ভার রাখি তদনুসারে তোমাকে গবর্ণমেণ্টের আইনের প্রস্তাবিতমতে খাজানার বাকী আদায়ের কারণ ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের নিমিত্তে কমিস্যনরী কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে থাকিয়া ঐ সমস্ত আইনের লিখিত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা অপর যে আজ্ঞা তোমার কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে পাঠান যায় তদনুসারে ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের কার্য্য করিবা এবং আপনার কর্ম্মের প্রতিদিনের রুবকারী অর্থাৎ নিত্যবিবরণলিপি সাবধানে রাখিবা এবং তাহা আমার দ্বারা অথবা আদালতের দ্বারা তলব হইলে তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক। তোমার মেহনতানার নিমিত্তে নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে শত করা এত টাকা বাদ দিয়া নিজের নিমিত্তে লইতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ৪ ফেব্রুআরি তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইহার পূর্ব্বে জারীহওয়া কোন আইন অথবা ইহার পর ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে আইন জারী করিবেন তদনুসারে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবকর্তৃক যে জরীমানার দ্বারা অপরাধিরা দণ্ডনীয় হইতেছে বা উত্তর কালে হয় তাহার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ টাকা না দেওয়া গেলে এবং ঐ আইনের দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে ঐ টাকা বলপূর্ব্বক আদায়করণের কোন উপায় নিরূপণ না থাকিলে অথবা উত্তর কালে না হইলে আপনার দস্তখতী পরওয়ানার দ্বারা আপনার এলাকার মধ্যে অপরাধির যে দ্রব্য এবং সম্পত্তি পাওয়াযায় তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা ঐ জরীমানার টাকা আদায় করিতে পারেন্। এবং যদি এমত কোন সম্পত্তি তাঁহার এলাকার মধ্যে না পাওয়া যায় তবে ঐ প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তিনি আপনার দস্তখতী পরওয়ানার দ্বারা অপরাধি ব্যক্তিকে জেলখানায় কয়েদ করেন্। এবং যদি জরীমানার সংখ্যা ৫০ পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তবে ২ দুই মাসের অনধিক মিয়াদে এবং যদি জরীমানার সংখ্যা ১০০ এক শত টাকার অনধিক হয় তবে ৪ চারি মাসের অনধিক মিয়াদে এবং অন্য২ গতিকে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে ঐ ব্যক্তি সেখানে সুদ্ধকয়েদ থাকিবেক কি ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনাক্রমে কঠিন শ্রমযুক্ত কয়েদ থাকিবেক এবং উপরের উক্ত প্রত্যেক গতিকে জরীমানার টাকা দেওয়া গেলে সে ব্যক্তি খালাস হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ইহার পূর্ব্বে জারীহওয়া কোন আইনের বিধিক্রমে অথবা ইহার পর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে আইন জারী করিবেন তদনুসারে যখন অপরাধি ব্যক্তিরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা জরীমানা কি কয়েদ অথবা উভয়ের দ্বারা দণ্ডনীয় হয় অথবা হইতে পারে এবং যখন ঐ জরীমানার কিম্বা কয়েদের সীমা নির্দ্দিষ্ট না থাকে তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ২০০ দুই শত টাকার অধিক জরীমানার হুকুম দিতে পারিবেন না এবং ৬ ছয় মাসের অধিক মিয়াদে অপরাধি ব্যক্তিকে কয়েদ করিতে পারিবেন না ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইহার পূর্ব্বে জারীহওয়া কোন আইনের বিধিক্রমে অথবা ইহার পর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে আইন জারী করিবেন তদনুসারে যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অপরাধি ব্যক্তিরা জরীমানার দ্বারা দণ্ডনীয় হয় তখন ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অপরাধ হওনবিষয়ের প্রমাণ শপথপূর্ব্বক অথবা যে স্থলে আইনক্রমে শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতি লওয়া যাইতে পারে সেই স্থলে ঐ প্রমাণ সুকৃতিপূর্ব্বক লইতে পারেন্ এবং এই ধারাক্রমে সেইপ্রকারে প্রমাণ লইতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইল ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে এই আইনে এবং ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে জারীহওয়া সমস্ত আইনে "জরীমানা" এবং "জরীমানাসকল" এই কথাতে সকল প্রকার অর্থদণ্ড এবং গুনাহগারী বুঝা যাইবেক এবং "মাজিষ্ট্রেট" এই কথা যেখানে থাকে সেই খানে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও আইনমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতানুসারে কার্য্যকারক ব্যক্তি এবং জুষ্টিস আফ দি পীস বুঝা যাইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১৮ ফেব্রুআরি তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপন জন্মস্থানপ্রযুক্ত কি বিশেষ বংশে জাতহওন প্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১১ আইনে কিছু থাকিলেও রাজস্বের বাকী বা অসঙ্গত দাওয়াবিষয়ক কোন মোকদ্দমায় রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্বের আদালতের এলাকার বর্জ্জিত নহেন্ অথবা হইবেন না ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে কোন আদালতে উপরের উক্ত বিষয়ে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং এ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ঐ প্রকার আদালতে উক্ত প্রকার মোকদ্দমায় যে কোন ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা ঐ মোকদ্দমা কিম্বা ডিক্রী সম্পর্কীয় ব্যক্তির জন্মস্থান অথবা বিশেষ বংশে জাতহওনপ্রযুক্ত অসিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত রাজ্যের মধ্যে যে কোন প্রকার ব্যক্তি হউন তিনি রাজস্বের বাকী বা অসঙ্গত দাওয়ার বিষয়ের কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় জন্মস্থানপ্রযুক্ত অথবা বিশেষ বংশে জাতহওনপ্রযুক্ত মুনসেফের আদালতের এলাকার বর্জিত্ত হইবেন না ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেল ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১৮ মার্চ তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান চার্টর নানা বিষয়ে কষ্টদায়ক এবং দোষযুক্ত বোধহওয়াতে ঐ চার্টরী সমাজের অন্তঃপাতিরা আপনারদের কর্ম্মাধ্যক্ষেরদের দ্বারা নূতন চার্টর অর্থাৎ চার্টরদায়ক আক্টের দ্বারা তাহা সংশোধন করিবার মিনিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহারা আপনারদের পূর্ব্বের চার্টর সমর্পণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ অর্পণেতে এবং পশ্চাৎ লিখিতব্যমতে উক্ত চার্টরী সমাজ বজায়থাকনে সম্মত হওয়াতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আক্ট জারীহওনের পর আগামি মে মাসের ১ প্রথম দিনাবধি উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ২৯ মে তারিখের চার্টর এবং তৎসংক্রান্ত ১৮৩৬ সালের ১৯ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ২৪ আইন রদ হইবেক এবং এই আইনের মধ্যে যেং বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে অথবা যাহার বিষয় উল্লেক হইয়াছে তাহাব্যতিরিক্ত ঐ চার্টর এবং ঐ আইন সেই দিনাবধি রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত চার্টর এবং পূর্ব্বোক্ত আইন নিবৃত্ত হওনসময়ে যে ব্যক্তিরা ঐ চার্টর এবং আইনের বিধিক্রমে উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূলধনের অধিকারী হন্ তাঁহারা ঐ চার্টর এবং আইন নিবৃত্ত হইলেও পূর্ব্ববৎ চার্টরী সমাজ থাকিবেন অর্থাৎ বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নামে চার্টরী ক্ষমতাবিশিষ্ট সমাজ থাকিবেন এবং তাঁহারদিগকে ও পশ্চাৎ লিখিতব্যমতে তাঁহারদের পর যেং ব্যক্তি সময়ক্রমে উক্ত ব্যাঙ্কের অধিকারী হইবেন তাঁহারদিগকে চিরকালীন অধিকারিত্ব দেওয়া গেল এবং অনেক লোকভুক্ত চার্টরী সমাজের যে সমুদয় স্বত্ব ও অধিকার ও ক্ষমতা আইনানুসারে সামান্যতঃ থাকে সেই সমুদয় তাঁহারদেরি হইবেক ও তাঁহারা ভোগ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত চার্টরের দ্বারা এবং উক্ত আইনের ক্ষমতাক্রমে যে সকল সম্পত্তি এবং সম্পত্তির বন্ধকপত্র ও যে সকল দাওয়া এবং দাবী উক্ত

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধিকারে এক্ষণে আছে অথবা ব্যাঙ্ক রাখেন্ তাহা উক্ত চার্টর নিবৃত্ত হইবামাত্রে পূর্ব্বোক্তমতে এই আইনক্রমে বজায়থাকা এবং চার্টরীক্ষমতাপ্রাপ্তহওয়া বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে অর্পিত্ত হইবেক এবং ঐ ব্যাঙ্কের অধিকারে আসিবেক এবং পূর্ব্বের ন্যায় ঐ ব্যাঙ্কেরি থাকিবেক। এবং পূর্ব্বোক্তমতে উক্ত চার্টর নিবৃত্তহওনসময়ে ঐ ব্যাঙ্কের যে সমস্ত কর্জ ছিল এবং পরিশোধ না হওয়া যে সকল দাওয়া ও দাবী এবং ঝুঁকী ছিল তাহার দায়ী পূর্ব্বোক্তমতে পূর্ব্ববৎ বজায়থাকা ও চার্টরী ক্ষমতা প্রাপ্তহওয়া উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক হইবেন। এবং তৎসময়ে আইন বা একুটি সম্পর্কীয় যে সমস্ত মোক দ্দমা ও ব্যাপার উপস্থিত ছিল তাহা ঐ বর্ত্তমান চার্টর নিবৃত্তহওন এবং এই আই নের ক্ষমতাক্রমে ঐ ব্যাঙ্কের পুনর্নূতনহওন ও বজায় থাকনপ্রযুক্ত নিবৃত্ত কিম্বা রহিত হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্তমতে পুনর্নূতনহওয়া ও বজায়থাকা ঐ ব্যাঙ্ক আপনার পূর্ব্বোক্ত চার্টরঘটিত নামে নালিশ করিতে পারেন ও নালিশ করি বেন এবং তাঁহার উপর ঐ নামে নালিশ হইবেক ও হইতে পারিবেক এবং ঐ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সময়েং যে সামাজিক মোহর নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহা লইয়া ব্যবহার করিতে পারেন্ ও ব্যবহার করিবেন এবং সমস্ত প্রকার সম্পত্তি স্বামিত্বরূপে বা নিয়মপূর্ব্বক কোন মিয়াদে অথবা চিরকালের নিমিত্তে প্রাপ্ত হইতে এবং রাখিতে পারেন্ এবং তাহা হস্তান্তর ও অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বর্ত্তমান চার্টর ও আইনক্রমে স্থাপিত ঐ ব্যাঙ্কের যে মূলধন থাকে তাহা এই আইনের ক্ষমতানুসারে ঐ চার্টরইত্যাদি নিবৃত্ত হওনসময়ে পূর্ব্বোক্তমতে পুনর্নূতনহওয়া ও বজায়থাকা উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনই থাকি বেক। কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময়েং কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা ঐ ব্যাঙ্কের মূলধন বৃদ্ধি করিতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ মূলধন বৃদ্ধিকরণের নিমিত্তে স্বাক্ষর লইবার জন্যে যে হুকুম ও নিয়ম তাঁহার উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্ কিন্তু ঐ সময়ে উক্ত ব্যাঙ্কের অধিকারী যাঁহারা তাঁহারদিগকে উপযুক্তমত সম্বাদ দিতে হইবেক ও ঐ মূলধনে তাঁহারদের স্বাক্ষরকরণের নিমিত্তে ১২ বারো মাসের অন্যূন মিয়াদ দিতে হইবেক এবং অধিকারিরদের প্রত্যেক জন নূতন মূলধনের যে পরিমাণের অধিকার রাখেন্ তাহাতে ঐ অধিকারিরা যেরূপে ও যেপ্রকারে স্বাক্ষর করিবেন ও উক্ত ব্যাঙ্কে দাখিল করিবেন তাহা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন্ এবং নিরূপিতমতে ও রীতিমতে যে নূতন মূলধনে স্বাক্ষর না হইয়া থাকে ও যাহার টাকা

দাখিল হইয়া না থাকে তাহা বিলিকরণের বিষয়ে যে হুকুম ও নিয়ম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করেন্ তাহা করিতে পারেন্ ইতি।

৬ ধারা।

এবং যেহেতুক উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধন পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৯ আইন মতে ৭৫,০০,০০০ পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়া স্যারের প্রতি ৪০০০ চারি হাজার টাকা করিয়া ১৮৭৫ স্যার অর্থাৎ অংশে বিভক্ত হইয়াছিল এবং তাহার পরে ১৮৩৮ সালের ২৪ আইনানুসারে ১৮৩৮ সালের ১৭ অক্তোবর তারিখে অধিকারিদিগকে দেওয়া ও বিজ্ঞাপিত ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেবের কৌন্সেলে নির্দ্ধারণের দ্বারা ঐ মূলধন আরো অর্দ্ধেক বৃদ্ধি হইল এবং যেহেতুক ঐ বৃদ্ধি হওয়া মূলধনে স্বাক্ষরকরণার্থে এক্ষণে বহী খোলা আছে এবং ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ২৪ আইনের হুকুমকরা অথচ কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেবের উক্ত হুকুম ও এত্তেলাতে নির্দ্ধারিত মতে ও নিয়মে ও বন্দোবস্তক্রমে ঐ বৃদ্ধিহওয়া মূলধনের টাকা এক্ষণে দাখিল হইতেছে অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আগামি ১ মে তারিখে অর্থাৎ ঐ ব্যাঙ্ককে পুনর্ব্বার চার্টরী ক্ষমতাদেওনার্থে এই আইন জারীহওনের তারিখে পূর্ব্বোক্ত ঐ কোম্পানির ৭৫,০০,০০০ পঁচাত্তর লক্ষ টাকা এবং তদধিক যে টাকা ঐ তারিখে পূর্ব্বোক্ত হুকুম ও বিজ্ঞাপনক্রমে স্বাক্ষর হইয়া বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে দাখিল হইয়াছে তাহা ঐ ব্যাঙ্কের মূলধনই হইবেক। এবং পূর্ব্বোক্তমতে ততোধিক যে মূলধন স্বাক্ষরকরণ ও দেওনের আজ্ঞা ও হুকুম হইয়াছে তাহা কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের উক্ত হুকুম ও বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক লইতে থাকিবেন এবং তাহা যেমন আদায় হয় তেমনি উক্ত আইনের ক্ষমতা ক্রমে দেওয়া হুকুমে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপে ঐ ব্যাঙ্কের মূলধনে সংযোগ করা যাইবেক। এবং আগামি ১ মে তারিখে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের যে মূলধন থাকিবেক এবং ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্তমতে যে অধিক মূলধন স্বাক্ষর হইবেক এবং দাখিল হইবেক সে সকল টাকা স্যারের প্রতি চারিং হাজার করিয়া স্যারে অথবা একং হাজার টাকা করিয়া সিকী স্যারে ইঙ্গরেজী ১৮৩৬ সালের ১৯ আইনের নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম করা মতে বিভক্ত হইবেক। এবং উক্ত মূলধনের যে অংশ তৎসময়ে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নামে রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহা এবং পূর্ব্বোক্ত হুকুম ও বিজ্ঞাপনে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নূতন স্যার লওন বা না লওনের যে অনুমতি হইয়াছিল তদনুসারে তিনি যে নূতন স্যার কিম্বা সিকী স্যার স্বাক্ষর করিয়া থাকেন্ তাহা ভারত বর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে যিনি হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হন্ তাঁহার সম্পত্তি কোম্পানি বাহাদুরের নিমিত্ত হইবেক। এবং যে স্যার বা সিকী স্যার ভিন্নং অধিকারিরদের সম্পত্তি বলিয়া রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহা

পূর্ব্ববৎ ঐ অধিকারিরদের সম্পত্তি থাকিবেক ও ঐ অধিকারিরা আপনং অধিকারের হিসাবানুসারে এই আইনের দ্বারা পুনরায় চার্টরী ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাঙ্গালব্যাঙ্কের অধিকারী হইবেন এবং এই আইনক্রমে উক্ত ব্যাঙ্ক পুনর্ব্বার চার্টরী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেও বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে পূর্ব্বোক্ত চার্টর ও আইনক্রমে ধার্য্য থাকিলে ঐ অধিকারিরদের উক্ত হুকুম ও বিজ্ঞাপনক্রমে নূতন মূলধন স্বাক্ষরকরণবিষয়ে আপনং অংশ ও সম্পর্ক উপলক্ষে যে স্বত্ব ও অধিকার ছিল সেই স্বত্ব ও অধিকার অবিকল থাকিবেক ও তাঁহারা তাহা ভোগ করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন অধিকারী উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনে আপনার অংশ ১,৬০,০০০ এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকার অধিক বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে এই আইনের ৫ এবং ৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে এক্ষণে ঐ মূলধনের বৃদ্ধি হইলে কি উত্তর কালে বৃদ্ধি হইলে কোন অধিকারির পূর্ণ ১,৬০,০০০ এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা ধন থাকিলেও তিনি আপনার অংশের হিসাবানুসারে ঐ বৃদ্ধিহওয়া মূলধনে সহী করিতে পারেন। এবং উত্তরাধিকারিত্ব কি দান কিম্বা বিবাহ প্রযুক্ত ঐ মূলধনে তাঁহার অধিকারের বৃদ্ধিহওয়া বর্জিত থাকিল ইতি।

৮ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনের সমস্ত অংশের অধিকারী বা অধিকারিরা দাওয়া করিলে ঐ ব্যাঙ্কের তিন জন অধ্যক্ষেরদস্তখতী এক সর্টিফিকট তাঁহাকে কি তাঁহারদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং যে ব্যক্তি এক স্যারের অধিকের অধিকারী থাকেন তিনি আপনার ইচ্ছাক্রমে প্রত্যেক অংশের একং সর্টিফিকট অথবা সমুদয় অংশের এক সর্টিফিকট কি নানা সংখ্যার নানা সর্টিফিকটের দাওয়া করিতে পারেন ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনের অংশ বা অংশসকল প্রত্যেক অধিকারির অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং তাহা সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে অধিকারির বা অধিকারিরদের বা তাঁহারদের রীতিমতে নিযুক্তহওয়া মোখ্তারকারের দস্তখতের দ্বারা হস্তান্তর হইতে পারে। এবং যে ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদিগকে তাহা দেওয়া যায় তাঁহার কি তাঁহারদের নাম বিশেষরূপে ঐ পৃষ্ঠের দস্তখতে লিখিতে হইবেক কিন্তু বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে ঐ দস্তখৎ যাবৎ রেজিষ্টরী না হয় এবং ঐ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা যে কর্ম্মকারককে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন তিনি যাবৎ রেজিষ্টরীহওনের

নিদর্শন ঐ পৃষ্ঠের দস্তখতে না করেন্ তাবত ঐ পৃষ্ঠে দস্তখতের দ্বারা ঐ স্যার বা স্যার সকলের হস্তান্তরকরা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

১০ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনের উক্ত স্যারের সময়েং যাঁহারদের নাম অধিকারিস্বরূপ রেজিষ্টরীতে থাকে তাঁহারাই ঐ পুনর্নূতনহওয়া ও বজায়থাকা চার্টরী সমাজ হইবেন অন্য কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিসকল ঐ সমাজের অন্তগত হইবেন না ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্য নয় জন অধ্যক্ষের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবেক। তাহার মধ্যে তিন জন ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন ও তাঁহার দ্বারা কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন্ এবং অবশিষ্ট ছয় জন ঐ ব্যাঙ্কের অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকে মনোনীত হইবেন এবং ঐ অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন্ ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তমান চার্টর ও আইন নিবৃত্ত হওনসময়ে যে ব্যক্তিরা উক্ত ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হন্ তাঁহারা তৎপরে পূর্ব্বোক্তমতে পুনর্নূতনহওয়া ও বজায়থাকা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ থাকিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত অধিকারিরদের দ্বারা যে ছয় জন অধ্যক্ষ মনোনীত হন্ এবং মনোনীত হইবেন তাঁহারদের মধ্যে ক্রমে দুই ২ জন করিয়া প্রতি বৎসরের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সোমবারে ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন এবং তাঁহারদের পরিবর্ত্তে দুই জন অধ্যক্ষ মনোনীতকরণের নিমিত্তে প্রতিবৎসরের ঐ দিবসে অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠক হইবেক। কিন্তু যে অধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে কর্ম্মহইতে অবসর হন্ তিনি অবসরহওনের পরেই মনোনীতকরণের যে বৈঠক হয় তাহাতে পুনর্ব্বার মনোনীত হইতে পারিবেন না কিন্তু বর্ত্তমান চার্টর ও আইন নিবৃত্তহওনের সময়ে অধ্যক্ষেরদের যে ক্রমিক অবস্থা ছিল্ তাহাই থাকিবেক ইতি।

১৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত অধিকারিরদের দ্বারা যে অধ্যক্ষেরা

মনোনীত হইয়াছেন বা হইবেন তাঁহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি লোকান্তর হইলে বা ইস্তাফা করিলে বা ৩ তিন মাসের অধিক কাল কলিকাতা হইতে স্থানান্তর থাকিলে কি কর্ম্মহইতে অবসর হইলে তাঁহার পরিবর্ত্তে এক জনকে মনোনীতকরণের নিমিত্তে অধ্যক্ষেরা অধিকারিরদিগকে সাধারণ এক বৈঠকে ১৫ পোনের দিনের মধ্যে আহ্বান করিবেন এবং ঐ অধ্যক্ষ পুর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে যে অবস্থায় ছিলেন তাঁহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তি সেই অবস্থাস্থিত হইবেন ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের মূলধনের ১২,০০০ বারো হাজার টাকার তিন স্যারের অধিকারী না হন এবং ঐ স্যার যদি তাঁহার নিজের না হয় অথবা যদি তাহা বন্ধক থাকে তবে তিনি উক্ত অধিকারিরদের মনোনীতহওনের দ্বারা অধ্যক্ষতা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না এবং যে কোন ব্যক্তি কলিকাতা শহরে বা শহরতলীতে দাওয়া মাত্রই টাকা দেয় নোট চলনকারি অন্য কোন ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হন এমত ব্যক্তি উক্ত অধিকারিরদের মনোনীতহওনের দ্বারা অধ্যক্ষতা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না ইতি।

১৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকে মনোনীতকরণের প্রত্যেক কার্য্য এবং অন্য প্রকার সমস্ত কার্য্য অধিকাংশের সম্মতিক্রমে স্থির হইবেক এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ মূলধনের কোন অংশ হস্তান্তর বা ক্রয়ের দ্বারা কিম্বা আইনের কার্য্যব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে প্রাপ্ত হন যদ্যপি মতামত দেওনের অন্যূন ৬ ছয় মাস পূর্ব্বে ঐ অংশ হস্তান্তরকরণ সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে তবে তিনি উক্ত বৈঠকে ঐ অংশের উপলক্ষে আপনার মতামত জানাইতে পারিবেন না ইতি।

১৭ ধারা।

এবং এই ধারক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত সাধারণ বৈঠকসকলে অধিকারিরা নীচের লিখিতব্য শ্রেণীর অনুসারে আপনারদের বোট অর্থাৎ মতামত জানাইবেন

৪০০০ টাকার	১ এক স্যার যাঁহার আছে	তাঁহার	১ বোট হইবেক।
ঐ	৫	ঐ	২	ঐ
ঐ	১০	ঐ	৩	ঐ
ঐ	১৫	ঐ	৪	ঐ
ঐ	২০	ঐ	৫	ঐ
ঐ	৩০	ঐ	৬	ঐ
ঐ	৪০	ঐ	৭	ঐ

এবং কোন অধিকারী ৭ বোটের অধিক পাইতে পারিবেন না ইতি।

১৮ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং তাঁহাকে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটারীর দস্তখৎহওয়া এক প্রতিনিধিপত্র দিতে পারেন্ এবং ঐ প্রতিনিধিপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তিনি ঐ বৈঠকে প্রস্তাবহওয়া সমস্ত বিষয় বা জিজ্ঞাসাতে ৭ সাত বোট দিতে পারেন্ কেবল অধিকারিরদের দ্বারা যে অধ্যক্ষেরা মনোনীত হইয়া থাকেন্ তাঁহারদের মনোনীতহওন বা কর্ম্মচ্যুত হওন বিষয়ের বোট দিতে পারেন্ না ইতি।

১৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে সাধারণ বৈঠকে যে অধিকারি বা অধিকারি সকলের মতামতদেওনের ক্ষমতা আছে তাঁহারা আপনার কি আপনারদেরদস্তখৎহওয়া বা আপনার কিম্বা আপনারদের রীতিমত নিযুক্তহওয়া মোখ্তারকারের দস্তখতের দ্বারা সামান্য অথবা বিশেষ এক প্রতিনিধিপত্র অন্য কোন অধিকারিকে দিতে পারেন্। এবং ঐ প্রতিনিধিপত্র বোটদেওনের সময়ে দর্শাইতে হইবেক এবং ঐ প্রতিনিধিপত্রের তাৎপর্য্যানুসারে যেং বিষয়েতে বোট দেওনের ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া গেল সেইং বিষয়ে ঐ ব্যক্তি সেই প্রতিনিধিপত্রের বলেতে বোট দিতে পারেন্ ইতি।

২০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে প্রতি বৎসরে অধ্যক্ষেরদের প্রথম বৈঠকে তাঁহারা আপনারদের মধ্যে এক জনকে প্রসীডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতিরূপে মনোনীত করিবেন। এবং যদ্যপি ঐ প্রসীডেণ্টের পদ শূন্য হয় তবে তাঁহারা আপনারদের তৎপরের বৈঠকে ঐ বৎসরের অবশিষ্ট কালের নিমিত্তে তাঁহার পরিবর্ত্তে এক জনকে মনোনীত করিবেন এবং ঐ পদ শূন্য হওনসময়ে কিম্বা প্রসীডেণ্ট অবর্ত্তমান হইলে প্রধান অধ্যক্ষ তৎকালের নিমিত্তে বৈস প্রসীডেণ্ট হইবেন এবং অধ্যক্ষ অথবা অধিকারিরদের বৈঠকে যদি উভয় পক্ষের মতামত সমান হয় তবে ঐ প্রসীডেণ্ট বা বৈস প্রসীডেণ্ট যে দিগে বোট দেন্ তাহাই বলবৎ হইবেক ইতি।

২১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে অন্যূন তিন জন অধ্যক্ষ উপস্থিত না হইলে কোন কার্য্য হইতে পারিবেক না এবং ঐ অধ্যক্ষেরা আপনারদের মধ্যে এইমত সাপ্তাহিক ক্রম স্থাপন করিবেন যে অধ্যক্ষেরদের প্রত্যেক বৈঠকে অন্যূন তিন জন অধ্যক্ষ উপস্থিত

হন্। কিন্তু এই ধারার তাৎপর্য্য এমত নহে যে অধ্যক্ষেরদের কোন বৈঠকে কোন অধ্যক্ষের উপস্থিত হইতে নিষেধ হইল ইতি।

২২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ ব্যাঙ্কের সমস্ত হিসাব এবং ব্যাঙ্কের টাকার নোটব্যতিরিক্ত মোহর না হওয়া যে সকল নিদর্শনপত্রাদির দ্বারা ঐ ব্যাঙ্ক কোন প্রকারে দায়ী হইতে পারেন্ তাহা তিন জন অধ্যক্ষের দ্বারা দস্তখৎ হইবেক এবং ঐরূপ দস্তখৎ না হইলে তাহা সিদ্ধ হইবেক না। এবং তিন জন অধ্যক্ষ উপস্থিত না থাকিলে ঐ ব্যাঙ্কের মোহর কোন নিদর্শনপত্রেতে করা যাইবেক না এবং তাঁহারদের উপস্থিত হওনের চিহ্নস্বরূপ তাঁহারা ঐ নিদর্শনপত্রেতে আপনারদের নাম দস্তখৎ করিবেন। এবং অধ্যক্ষেরদের দস্তখৎ করণ সাক্ষিস্বরূপ ঐ নিদর্শনপত্রে দস্তখৎকারি সাক্ষির দস্তখৎকরণের অতিরিক্ত হইবেক এবং ঐ নিদর্শনপত্রেতে যদি তিন জন অধ্যক্ষের দস্তখৎ না হয় তবে কোন প্রকারে তাহা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে যে কর্ম্মকারকেরদের আবশ্যক হয় তাহারদিগকে ঐ অধ্যক্ষেরা নিজুক্ত করিতে এবং ঐ ব্যাঙ্কের কোন কর্ম্মকারককে কর্ম্মচ্যুত করিতে এবং ঐ কর্ম্মকারকেরদের বেতন নির্দ্ধার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন কিন্তু অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকে হুকুম না হইলে ঐ ব্যাঙ্কের সিরিশ্তার সমস্ত খরচ কোন বৎসরে ৬০,০০০ ষাটি হাজার টাকার অধিক হইবেক না ইতি।

২৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি ঐ বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী অথবা ত্রেজুরর অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ অথবা প্রধান হিসাবরাখনিয়া কি খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত হন্ তিনি আপনার নিজের নিমিত্তে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের মোখ্তারস্বরূপ কোন বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না অথবা কোম্পানির কাগজের ক্রয়বিক্রয়ের দালালী কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। এবং উপরের উক্ত এক বা ততোধিক পদে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হন্ তিনি ঐ কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহকরণার্থে অধ্যক্ষেরদিগকে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিন দিবেন ইতি।

২৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিতব্য প্রকার ব্যবসায়ব্যতিরেকে কোন প্রকার ব্যবসায়েতে বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক প্রবৃত্ত হইবেন না ইতি।

১ প্রথম। ক্রয়বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটী অর্থাৎ টাকার নিদর্শনপত্র ডিসকৌণ্ট অর্থাৎ মিতি কাটিয়া টাকাদেওন।

২ দ্বিতীয়। নগদ টাকার হিসাবরাখন।

৩ তৃতীয়। ভারতবর্ষের মধ্যে যে হুণ্ডীর টাকা দেয় তাহা ক্রয়বিক্রয়করণ।

৪ চতুর্থ। অল্প মিয়াদে টাকা কর্জদেওন।

৫ পঞ্চম। রূপা ও সোণা ক্রয় বিক্রয়করণ।

৬ ষষ্ঠ। আমানৎহওয়া টাকালওন।

৭ সপ্তম। টাকার নোট অর্থাৎ ব্যাঙ্ক নোট এবং ব্যাঙ্ক পোষ্টবিল প্রস্তুতকরণ এবং চালাওন।

৮ অষ্টম। যে সম্পত্তি বা বন্ধকপত্র কর্জের বন্ধকস্বরূপ ব্যাঙ্কে অর্পণ হইয়া খালাস না করা যায় তাহা অথবা পাওনা এবং দাওয়া পরিশোধার্থে ব্যাঙ্ক যে সম্পত্তি বা বন্ধকপত্র প্রাপ্ত হন্ তাহা বিক্রয়করণ ইতি।

২৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের উপর কোন সময়ে যে সকল দাওয়া থাকে এবং চাহিবামাত্র পরিশোধ করিতে হইবেক এমত দাওয়ার চারি অংশের নিদানে এক অংশের তুল্য অগৌণে ব্যবহারের উপযুক্ত নগদ টাকা যদি ব্যাঙ্কে মৌজুদ না থাকে তবে ঐ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা ক্রয়বিক্রয়যোগ্য কোন নিদর্শনপত্র ডিসকৌণ্ট করিবেন না এবং কিছু কর্জ দিবেন না ইতি।

২৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা ক্রয়বিক্রয় যোগ্য যে নিদর্শনপত্রের ৩ তিন মাসের অধিক মিয়াদ থাকে তাহা ডিসকৌণ্ট করিবেন না এবং ৩ তিন মাসের অধিক মিয়াদে টাকা কর্জ দিবেন না এবং ব্যাঙ্কের কোন স্যারের উপর অথবা স্যারের সর্টিফিকটের উপর অথবা কোন ভূমি বা বাটী কি স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক লইয়া অথবা তাহার উপর অন্য কোন প্রকারে কোন কর্জ বা টাকা দিবেন না। এবং কোন এক ব্যক্তির অথবা অনেক অংশির কুঠীর ক্রয়বিক্রয়যোগ্য যে

খতের উপর সাধারণ অংশিত্বরূপে পরস্পর অসম্পর্ক অন্যূন দুই ব্যক্তি বা দুই কুঠী স্বতন্ত্র২ জামিন না হয় সেই খতের উপর কোন কর্জ কি টাকা দিবেন না। এবং একি কালে কোন ব্যক্তি বা কোন অংশির কুঠীকে ডিসকৌণ্ট অথবা কর্জ কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ৩০০০০০ তিন লক্ষ টাকার অধিক দিবেন না কেবল কোম্পানির কাগজ অথবা পশ্চাৎ লিখিতব্য অনাশ্য দ্রব্য আমানৎ রাখিয়া ততোধিক কর্জদেওয়া বর্জিত থাকিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সহীহওয়া হুণ্ডী বা গবর্ণমেণ্টের অন্য প্রকার খতের উপর কর্জ দেওয়া উক্ত নিষেধের অর্থের মধ্যে কর্জদেওয়া জ্ঞান হইবেক না ইতি।

২৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কর্জের সম্পূর্ণ সংখ্যার কোম্পানির কাগজ আমানৎ না হইলে উক্ত ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা এই আইনের ২৭ ধারার নির্দ্ধারিত কর্জভিন্ন কোন কর্জ দিবেন না। এবং ঐ কোম্পানির কাগজের পৃষ্ঠে এমত দস্তখৎ ও তাহা এমত হস্তান্তর করিতে হইবেক যে তাহাতে উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকিবেক। এবং অনাশ্য দ্রব্য আমানৎ হইলে তাহার উপর উক্ত ব্যাঙ্ক তাহার আনুমানিক মূল্যের চারি অংশের তিন অংশপর্য্যন্ত টাকা কর্জ দিতে পারেন্ ইতি।

২৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ ব্যাঙ্ক কোন এক সময়ে গবর্ণমেণ্টকে ৭,৫০,০০০ সাড়ে সাত লক্ষ টাকার অধিক কর্জ দিবেন না কিন্তু ভিন্ন লোকের স্থান হইতে প্রাপ্ত কোম্পানির কাগজ অথবা গবর্ণমেণ্টের উপর যে হুণ্ডী বা অন্য কোন প্রকারে গবর্ণমেণ্টের স্বীকারকরা খৎ বা বন্ধকপত্রের মুদ্দৎ অতীত না হইয়াছে এমত কাগজইত্যাদি রাখণ এই ধারার অর্থের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে কর্জ দেওয়ার ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

৩০ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা বা চার্টর প্রাপ্তহওয়া সমাজ উক্ত ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন্ তাঁহাকে কিম্বা তাঁহারদিগকে জমাহওয়া টাকার অধিক বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা বাহির করিতে দিবেন না ইতি।

৩১ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে দাওয়ামাত্র দেয় অথবা দৃষ্টিহওনের পর ৩০ ত্রিশ দিবসের অনধিক মুদ্দতে দেয় প্রোমিসরী নোট অর্থাৎ অনুজ্ঞাপত্র চালাইতে পারেন্ এবং উক্ত ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা যে ব্যক্তিকে তাহা সহী করিতে নিযুক্ত করেন্ বা ক্ষমতা দেন্ সেই ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে ঐ নোটসকল সহী

হইবেক ও হইতে পারে। কিন্তু কোন এক সময়ে ঐরূপ চালানহওয়া নোটসকলের সমুদয় সংখ্যা ২,০০,০০,০০০ দুই কোটি টাকার অধিক হইবেক না এবং ঐপ্রকার কোন নোট ১০ দশ টাকার কম মূল্যের হইবেক না ইতি।

৩২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে নোটে অথবা বিলের মধ্যে কি অন্য কোন নিদর্শনপত্রেতে ভারতবর্ষের সীমাছাড়া অন্য কোন স্থানে টাকা দেওনের কোন অঙ্গীকার কি স্বীকার কিম্বা হুকুম থাকে এমত কোন নোটইত্যাদি উক্ত ব্যাঙ্কের করিতে বা চালান করিতে কি ক্রয়বিক্রয় করিতে নিষেধ হইল ইতি।

৩৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা অনাশ্য দ্রব্য আমানৎস্বরূপ লইতে পারেন্ এবং তাহা নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্তে বন্দোবস্ত করিতে পারেন্ ইতি।

৩৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা উক্ত ব্যাঙ্কের হিসাবের বহী প্রতিবৎসরের ৩০ জুন তারিখে ও ৩১ দিসেম্বর তারিখে বালান্স করিবেন অর্থাৎ জমাখরচ করিয়া বাকী দর্শাইবেন এবং ঐ২ দিবসের জমাখরচের বাকীর ফর্দ্দ উক্ত অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশের দ্বারা দস্তখৎহইয়া ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের এক জন সেক্রেটারীর নিকটে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করা যাইবেক এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ ব্যাঙ্কের ব্যাপার বিষয়ক কোন সম্বাদ ঐ অধ্যক্ষেরদের স্থানে সর্ব্বদা তলব করিতে পারেন্ ও ঐ ব্যাঙ্কের কোন দলিলদস্তাবেজ দর্শাইতে হুকুম দিতে পারেন্ এবং ঐ অধ্যক্ষেরা সেইরূপ হুকুম পাইলেই তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

৩৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ছয়২ মাসান্তর অর্থাৎ প্রতিবৎসরের ১ জানুআরি ও ১ জুলাই তারিখে ঐ ব্যাঙ্কের লাভের হিসাব করা যাইবেক এবং তাহার পর যত শীঘ্র অক্লেশে হইতে পারে তত শীঘ্র তাহার এক ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ বণ্টন হইবেক। এবং যে দিবসে ঐ ছয় মাসের হিসাব করা যায় তাহার পূর্ব্বের ৬ ছয় মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের যে প্রকৃত লাভ হইয়াছিল তদনুসারে ঐ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা ঐ ডিবিডেণ্ডের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু ঐ অধ্যক্ষেরদিগকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গেল যে অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠকে তাঁহারদের কর্তৃত্ব ও অনুমতিক্রমে তাঁহারা

যখন উচিত বোধ করেন্ তখন ঐ ব্যাঙ্কের মূলধনের শতকরা ৫ পাঁচ টাকার অনধিক সংখ্যাপর্য্যন্ত ভাবি বিষয়ের নিমিত্তে সঞ্চয়রূপে ঐ লাভের মধ্যহইতে পৃথক্ করিয়া রাখেন্ ইতি।

৩৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে প্রতিবৎসরে আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবারে ঐ ব্যাঙ্কের মূলধনের অধিকারিরদের সাধারণ বৈঠক হইবেক এবং ঐ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা তৎপূর্ব্বে ৩০ জুনপর্য্যন্ত প্রস্তুতকরা ঐ ব্যাঙ্কের সমস্ত ব্যাপারের ফর্দ্দ তৎসময়ে ঐ অধিকারিদিগকে দর্শাইবেন। এবং ঐ সাধারণ বৈঠকে অধিকারিরা কোন বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিতে পারেন্ এবং উক্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যের ও ব্যবহারের বিষয়ের বিধান ও আজ্ঞা করিতে পারেন্ এবং যাবৎ ঐ বিধান ও আজ্ঞা তৎপরের কোন সাধারণ বৈঠকের দ্বারা রদ কি মতান্তর না হয় তাবৎ তাহা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের এবং কর্ম্মকারকেরদের ও অধিকারিরদের প্রতি বলবৎ থাকিবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্কের কোন তিন জন অধ্যক্ষ অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধনের কোন দশ জন অধিকারী সাধারণ বৈঠকহওন বিষয়ের এবং তাহা যে নিমিত্ত বা নিমিত্তসকল হইবেক তাহার বিষয়ের ১৫ পোনের দিবসের পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের তৎকালীন অধ্যক্ষদিগকে সম্বাদ দিলে এবং কলিকাতা গেজেটে তাহা ইশ্‌তিহারের দ্বারা জানাইলে পর অধিকারিদিগকে সাধারণ বৈঠক করিতে আহ্বান করিতে পারেন্ ইতি।

৩৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক যে স্থান এবং যে বিধি ও নিষেধ অধিকারিরা আপনারদের সাধারণ বৈঠকে নিরূপণ করেন্ সেই স্থানে ও সেই বিধি ও নিষেধের অনুসারে শাখা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন্। কিন্তু ঐরূপ শাখা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে পর তাহা অধিকারিরদের হুকুমকরা বিধি ও নিষেধের অধীনে থাকিবেক এবং কলিকাতাস্থ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের কর্তৃত্ব ও আজ্ঞাধীন থাকিবেক এবং তদতিরিক্ত যেপ্রকার ব্যবসায়ে ঐ শাখা ব্যাঙ্ক প্রবৃত্ত হইবেন তদ্বিষয়ে ও সেই ব্যবসায়ের নির্ব্বাহকরণের রীতির বিষয়ে এবং দাওয়ামাত্র দেয় নোটের চলনকরণবিষয়ে এবং তাহার টাকাদেওনার্থে হাতে নগদ টাকা রাখণবিষয়ে এবং এই আইনের মধ্যে ইহার পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য ও ব্যাপার লিখিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে যেং বিধি এই আইনানুসারে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল বিধির অনুসারেও ঐ শাখা ব্যাঙ্কের কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

৩৯ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদি উক্ত কোন অধিকারিরা ঐ ব্যাঙ্কের কিছু ধারেন্ তবে ঐ অধিকারির নিকটে বিশ্বাসপূর্ব্বক গচ্ছিতহওয়া কিম্বা অসি অথবা মৃত ব্যক্তির কার্য্যাধ্যক্ষরূপে তাঁহার নিকটে থাকা স্যারভিন্ন তাঁহারদের নিজের সম্পত্তি বলিয়া যে স্যার বা স্যারসকলের রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহার ডিবিডেণ্ড কর্জ শোধ না হওয়াপর্য্যন্ত উক্ত ব্যাঙ্ক দিতে অস্বীকার করিতে পারেন্ এবং ঐ টাকা পরিশোধকরণের নিমিত্তে ডিবিডেণ্ড লইয়া খাটাইতে পারেন্। এবং ঐ কর্জের টাকা দাওয়াকরণের পর পরিশোধ না হইলে এবং তদ্বিষয়ের সম্বাদ ঐ অধিকারিকে বা তাঁহার নিযুক্ত মোখ্তারকে দেওয়া গেলে অথবা কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহারের দ্বারা তাহা প্রকাশ হইলে উক্ত ব্যাঙ্ক ঐ কর্জ পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ অধিকারির স্যার বা স্যারসকল হস্তান্তরকরার রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন্। এবং ঐ ইশ্‌তিহারদেওনের পর যদি ৬ ছয় মাসপর্য্যন্ত কর্জ পরিশোধ না হয় তবে ঐ স্যার বা স্যারসকল অথবা তাহার মধ্যে যত আবশ্যক হয় তত স্যার নীলামকরণার্থে ইশ্‌তিহার দিতে পারেন্ এবং তাহা বিক্রয় করিতে পারেন্ এবং তাহার উপস্বত্ব লইয়া ঐ কর্জ এবং শতকরা সালিয়ানা ৬ ছয় টাকার হিসাবে সুদ পরিশোধ করিতে পারেন্ এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ঐ অধিকারিকে অথবা আইনমত তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে দিতে পারেন্ ইতি।

৪০ ধারা।

এবং এই ধারক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত ব্যাঙ্ক এই আইনক্রমে যেরূপে স্থাপিত হইলেন সেইরূপে ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখপর্য্যন্ত থাকিবেন এবং তাহার পরে যাবৎ নিবৃত্ত কি মতান্তর না হয় তাবৎ সেইরূপে থাকিবেন। কিন্তু ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পর উক্ত ব্যাঙ্কের কল্পিত নিবৃত্তি বা মতান্তরকরণের বিষয়ে তৎকালীন অধ্যক্ষেরদিগকে অন্যূন ১২ বারো মাসের পূর্ব্বে সম্বাদ না দেওয়া গেলে উক্ত ব্যাঙ্কের অধিকারিরদের দরখাস্ত ও অনুমতিভিন্ন উক্ত ব্যাঙ্ক নিবৃত্ত অথবা অন্য কোন প্রকারে মতান্তর হইবেক না। কিন্তু যদ্যপি উক্ত ব্যাঙ্ক কোন সময়ে আপনার নোটের নগদ টাকা দিতে স্থগিত করেন্ তবে চার্টরদায়ক বর্ত্তমান আইনের দ্বারা যে সকল উপকার দেওয়া গেল তাহা তৎক্ষণাৎ রহিত হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৯ নবম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১৫ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকেরদের মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের বিষয়ে সম্প্রতি যে আইন চলন আছে তাহার অতিরিক্ত এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইহার পর যে আদালতে যোত্রহীন ব্যক্তির দরখাস্ত দাখিল হয় ঐ আদালতের বিচারক দরখাস্ত গ্রাহ্যকরণের পূর্ব্বে ঐ দরখাস্তকারি ব্যক্তিকে কি তাহার মোখ্তারকারদিগকে অথবা সাক্ষিরদিগকে শপথ করাইয়া কিম্বা শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতিপত্র লওয়া যাইতে পারিলে তাহারদের স্থানে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া তজবীজ করণপূর্ব্বক যদ্যপি নিশ্চয় বোধ করেন যে ঐরূপ মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের বিশিষ্ট হেতু নাহি তবে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি যোত্র হীনরূপে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক না ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যোত্রহীনরূপে উপস্থিতকরা মোকদ্দমাতে আসামীর পক্ষে যে সওয়ালজওয়াব হয় এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (B) চিহ্নিত তফসীলের দ্বারা যেং কাগজপত্র ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম হইয়াছিল সেই প্রকার যেং কাগজপত্র তাহার পক্ষে দাখিল হয় তাহা ইষ্টাম্পরহিত কাগজে লেখা যাইতে পারে এবং আসামীর যে হুকুমনামার বা রুবকারীর নকল লইতে হয় তাহা তাহাকে ইষ্টাম্পরহিত কাগজে দেওয়া যাইবেক এবং আসামীর উকীলের রসুম আমানৎ করিয়া রাখিতে হইবেক না কিন্তু ঐ মোক দ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যোত্রহীনরূপে ঐ মোকদ্দমা যদি উপস্থিত না হইত তবে ইষ্টাম্পযুত কাগজের নিমিত্তে অসামীর যে খরচা দিতে হইত তাহা আদালতের বিচারক হিসাব করিয়া যেং পরিমাণ উচিত বোধ হয় তদনুসারে তাহা পরাজিত ব্যক্তির বা উভয়ের নামে খরচ লিখিবেন ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল যে যোত্রহীনরূপে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার

বিষয়ে যেং কথা এই আইনে লেখা গেল তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে চলিবেক এমত বোধ করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ১১ একাদশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের সময়াবধি ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতহইতে যে আপীল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে হয় তাহার কোন কার্য্যসম্পর্কীয় বা তাহা চালাইবার নিমিত্তে যে কাগজপত্র বা কাগজপত্রের নকলের আবশ্যক হয় তদ্বিষয়ে ইষ্টাম্পের কোন মাসুল কি উপস্থিত রসুম দিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২৭ মে তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ৩২ আইন এবং ১৮৩৭ সালের ৫ আইন আগামি জুলাই মাসের ১ তারিখঅবধি রদ হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আগামি জুলাই মাসের ১ তারিখে এবং তাহার পরে ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের বাহিরে কোন ইঙ্গলণ্ডীয় কি ভিন্নাধিকারির বসতিতে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির সহিত যে কেহ চুক্তি করিবেক কি মজুরের ন্যায় খাটিবার নিমিত্তে ঐ রাজ্যহইতে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে গমনার্থে জানিয়াশুনিয়া প্রবৃত্তি দিবেক বা তাহার সাহায্য করিবেক সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের সমীপে সাব্যস্ত হইলে এদেশীয় যে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করিয়াছে কি যাহার সাহায্য করিয়াছে বা যাহাকে প্রবৃত্তি দিয়াছে সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ অপরাধি ব্যক্তি ২০০ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে ৩ তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদথাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কিন্তু এদেশীয় যে কোন নাবিক সেচ্ছাক্রমে কোন জাহাজের কর্ম্ম করিতে চুক্তি বরে কি সেই চুক্তির অনুসারে সেই জাহাজে আরোহণ করে কিম্বা যে কেহ কেবল দাস্য কর্ম্ম করিতে চুক্তি করে অথবা সেই প্রকার দাসের ন্যায় জাহাজে আরোহণ করে ঐ২ ব্যক্তির উপর এই আইনের লেখা কোন কথা যে খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১ জুলাই তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের ৬ এবং ১৪ ধারার লিখিত যে কথার দ্বারা ঐ আইনের শেষের দেওয়া (A) ও (B) চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হারানুসারে ডাকমাসুল লওনের হুকুম হইয়াছে তাহা মতান্তর করিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ভারত বর্ষের নানা রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হুকুম এবং ইশ্‌তিহারের দ্বারা ১৮৩৭ সালের ১৭ আইনের শেষে দেওয়া (A) এবং (B) চিহ্নিত তফসীলে ডাক মাসুলের যে হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাভিন্ন অন্য প্রকার হারের ডাকমাসুল লইতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং সেই মতান্তর সিদ্ধকরণের নিমিত্তে সময়ে ২ সংশোধিত তফ সীল প্রকাশ করিতে পারেন্ কিন্তু তাহার দ্বারা উক্ত (A) এবং (B) চিহ্নিত তফসীলে ডাকমাসুলের যে হার নিরূপিত হইয়াছে তাহার বৃদ্ধি কোন প্রকারে হইবেক না। আরো শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর উক্ত মতান্তরকরা মাসুল যে সময়া বধি লইতে আরম্ভ হইবেক তাহা নিরূপণ করিতে পারেন্ এবং উক্তমত প্রকাশিত কোন হুকুম এবং ইশ্‌তিহার ঐ প্রকার অন্য হুকুম ও ইশ্‌তিহারের দ্বারা রদ বা মতা ন্তর করিতে পারেন্। এবং ঐ হারের উক্ত সংশোধিত তফসীল ঐ প্রকার হুকুম বা ইশ্‌তিহারের দ্বারা যত দিনপর্য্যন্ত চলিত থাকে তত দিন উক্ত আইনের শেষের লিখিত তফসীলের তুল্য বলবৎ ও সিদ্ধ থাকিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১৫ জুলাই তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে ঠগীর দ্বারা খুনকরণের অপরাধে কিম্বা ঠগীর দ্বারা হরণ করা বা লুটকরা কোন দ্রব্য আইনবিরুদ্ধে এবং জ্ঞাতসারে গ্রহণকরণ বা ক্রয়করণের অপরাধে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হইলে যে জিলার মধ্যে আদালতের বৈঠক হয় সেই জিলাতে অপরাধ করিলে ঐ আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে পারিতেন সেইরূপে কোন আদালতের দ্বারা তাহার বিচার হইতে পারে কোন আইনে বা আইন সকলে ইহার বিপরীত কথা থাকিলেও এই হুকুম বলবৎ হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২১ একবিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২৬ আগষ্ট তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

কলিকাতা শহরে এবং হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গার উপর কোনং ক্ষুদ্র অপরাধকরণের বিষয়ে নালিশহওয়া আসামীদিগের বিচার বিষয়ক আইন।

যেহেতুক যথার্থ বিচারপ্রাপণের যেপর্য্যন্ত সঙ্গতি হয় সেইপর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিলম্ব অথবা ফরিয়াদী ও সাক্ষি ও জুরিরদের ক্লেশনিবারণের দ্বারা এবং জুষ্টিস আফ দি পীস ইহার পূর্ব্বে যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেন তাহা লাঘবকরণের দ্বারা এবং ফেলোনীর দোষ সাব্যস্তবিষয়ে তাঁহারদের কার্য্যের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়মানুসারে শাসন ও পুনর্দৃষ্টিকরণের দ্বারা ফেলোনীর যে নালিশ সামান্যতঃ কলিকাতা শহরের নিয়মের ক্ষমতাক্রমে জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের দ্বারা ইহার পূর্ব্বে বিচারিতা হইত তদ্বিষয়ে পুনশ্চ বিধানকরা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক কলিকাতা শহরের সীমার মধ্যে হওয়া চড়াউয়ের মোকদ্দমায় যে প্রতিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কলিকাতা শহরের সীমার বাহিরে হুগলী নদীর কোনং ভাগে হওয়া চড়াউয়ের সেইরূপ প্রতিকার নির্দ্দিষ্টকরা উচিত বোধ হইল।

এনিমিত্তে এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে ফেলোনীর অপরাধকরণের বিষয়ে অথবা ঐ শহরের মধ্যে চোরাও সম্পত্তি আপনার নিকটে রাখণবিষয়ে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হয় তাহাকে কোন জুষ্টিস কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব কলিকাতা শহরের কোন নিয়মের ক্ষমতাক্রমে অথবা ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৪ আইনের অনুসারে এবং উক্ত নিয়মের ক্ষমতাক্রমে অথবা এই আইনের বিধানানুসারব্যতিরেকে কোন প্রকারে দণ্ডের হুকুম দিতে পারিবেন না। এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতির উত্তম নিয়ম এবং দেওয়ানীবিষয়ক শাসনের বিধি ও হুকুম ও আইন এই নামে যে বিধি ও হুকুম ও আইন ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ জুলাই তারিখে হজুর কৌন্সেলে জারী হইয়া ঐ বৎসরের ১১ নবেম্বর তারিখে সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী হয় তাহার ৬ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে যে ব্যক্তির দের নামে চুরীকরণের অপরাধে নালিশ হয় যে সম্পত্তি চুরীকরণবিষয়ে আসামীর নামে

নালিশ হইয়াছে তাহা যদ্যপি ঐ শহরের জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের বিবেচনায় ২০ কুড়ি টাকা মূল্যের অধিক না হয় তবে ঐ জুষ্টিস তাহার বিচার করিতে পারেন্ ইতি।

৩ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব ঐমত কোন ব্যক্তিকে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত বা তাহাব্যতিরেকে ৬ ছয় মাসের অধিক কালপর্য্যন্ত কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারেন্ না অথবা দ্বীপান্তরে প্রেরণের হুকুম দিতে পারেন্ না ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের নিকটে চুরীর অপরাধকরণের বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হয় তাহার বিচার ঐ জুষ্টিস আপনি না করিয়া উচিত বুঝিলে কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে বিচারহওনার্থে ঐ ব্যক্তিকে কয়েদ করিতে পারেন্ ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত জুষ্টিস চুরীর অপরাধকরণবিষয়ে নালিশগ্রস্ত আসামীর বিচারকরণের পর নীচের লিখিতব্য কথার পাঠক্রমে অথবা আবশ্যকমতে মোকদ্দমাদৃষ্টে সেই ভাবের অন্য কোন কথার পাঠক্রমে আপনার করা ফয়সলা লিখিবেন। অর্থাৎ।

বিজ্ঞাপন করা গেল যে ইঙ্গরেজী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক ব্যক্তি কলিকাতা শহরের জুষ্টিস আফ দি পীস আমি আমার সমক্ষে অমুক ব্যক্তির নামে চুরীকরণবিষয়ে এই নালিশ হইল যে অমুক ব্যক্তি ফেলোনীপূর্ব্বক (এই স্থানে নালিশের বিষয়ের অপরাধ এবং মোকদ্দমা বুঝিয়া যে সময়ে ও যে স্থানে ঐ অপরাধ করা গিয়াছিল তাহা লিখিতে হইবেক) এবং আমি অমুক জুষ্টিস আফ দি পীস চুরীহওয়া সম্পত্তির মূল্য ২০ কুড়ি টাকার অনূর্দ্ধ অর্থাৎ এত টাকা বোধ করিলাম এবং আমি অমুক জুষ্টিস আফ দি পীস অমুকের বিষয়ে এই নিষ্পত্তি করিলাম (এই স্থানে বিষয় বুঝিয়া আসামী যদি খালাস হয় তবে তাহা লিখিতে হইবেক অথবা তাহার যে দণ্ড করিতে হইবেক তাহা লিখিতে হইবেক)।

পূর্ব্বের লিখিত বৎসর ও দিবসে আমার দ্বারা দস্তখৎ হইল

দস্তখৎ। ——————

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে প্রত্যেক টরম অর্থাৎ মিসিলে নিদানে এক বার এবং কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা তলব করিলে তদপেক্ষা অধিকবার ঐ জুষ্টিস যে সকল দোষাদোষ বিষয়ের ফয়সলা করিয়া থাকেন্ তাহা এবং সাক্ষি ও আসামীর জোবানবন্দী এবং তহকীকের কথা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে লিখিয়া পাঠাইবেন এবং তাহা উপযুক্ত কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ আদালতের সিরিশ্‌তায় থাকিবেক ইতি।

৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে চুরীর অপরাধের বিষয়ে কোন অসামীর মোকদ্দমা হইলে প্রত্যেক জুষ্টিস আফ দি পাস সাহেব আসামীর পক্ষে ও বিপক্ষেসাক্ষিরদিগকে শপথ করাইবেন অথবা যেখানে আইনক্রমে শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতিলওনের বিধি আছে সেখানে তাহারদের স্থানে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইবেন এবং সাক্ষিগণের জোবানবন্দী ও আসামীর তহকীকের কথা লিখিয়া লইবেন এবং ঐ জোবানবন্দী ও তহকীকের কথায় জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব আপনি দস্তখৎ করিবেন ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত জুষ্টিস আফ দি পাস সাহেবের সম্মুখে চুরীকরণ বিষয়ে নালিশগ্রস্ত কোন ব্যক্তির বিচার হইলে যদ্যপি কোন ব্যক্তি ঐ জুষ্টিসের দ্বারা রীতিমতে তলব হইলে সাক্ষির ন্যায় হাজির হইতে অথবা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষির ন্যায় হাজির হইতে অথবা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে ঐ ব্যক্তি কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে চুরীর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে যে জুষ্টিস আফ দি পীসের সমক্ষে কোন ব্যক্তি নালিশগ্রস্ত হইয়া থাকে সেই জুষ্টিস অপহৃত সম্পত্তি পাওয়া গেলে তাহা তাহার স্বামিকে অথবা স্বামির প্রতিনিধিকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং ঐ আজ্ঞাক্রমে যদি তাহা ফিরিয়া না দেওয়া যায় তবে যে ব্যক্তি ফিরিয়া দিতে অস্বীকার বা ক্রুটি করে তাহার ২০ কুড়ি টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন্ এবং যদ্যপি ঐ জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে অস্বীকারকারি বা ক্রুটিকারি ব্যক্তিকে এক মাসপর্য্যন্ত কয়েদ করিতে পারেন্ যদ্যপি মাস সমাপ্ত না হইতে সম্পত্তি ফিরিয়া না দেওয়া যায় ইতি।

১০ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির নামে এমত নালিশ হয় যে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারভুক্ত হুগলী নদীতে বা তাহার মোহনাসকলে সমুদ্রে গমনাগমনকারি কোন বাণিজ্য জাহাজে থাকিয়া কোন চড়াউ বা মারিপিট করিয়াছে সে ব্যক্তির বিচার ঐ জুষ্টিস আফ দি পীসের সম্মুখে হইতে পারে এবং তাহার অপ রাধ সাব্যস্ত হইলে সে ব্যক্তি ১০০ এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হই বেক এবং ঐ জরীমানা ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২ আইনের নির্দ্ধারিতমতে আদায় করা ও বলপূর্ব্বক লওয়া যাইবেক। এবং চুরীর নালিশের বিষয়ে এই আইনের সমস্ত বিধি যেপর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেইপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত চড়াউ বা মারিপিটের নালিশের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের তাৎপর্য্য এমত নহে যে জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেবের দ্বারা অপরাধ সাব্যস্তপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি আপ নাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে সে ব্যক্তির প্রতি সর্টিওরারৈ নামক পরওয়ানার দ্বারা প্রতিকার পাওনের নিষেধ হইল ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২২ দ্বাবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

অপরাধের বিষয়ে নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে তাহার জওয়াব করণার্থ ক্ষমতাদেওনের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক চতুর্থ উলিয়মের ১১৪ অধ্যায়ের ৬ এবং ৭ আক্‌টের বিধি ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বাহাদুরের গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশে বিস্তার করিতে উচিত বোধ হইল

এনিমিত্তে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে কোন অপরাধ প্রযুক্ত যে ব্যক্তিরদের বিচার হয় তাহারা ফরিয়াদীর নালিশ সমাপ্ত হইলে পর আইনেতে সুশিক্ষিত উকীলের দ্বারা কি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে আদালতে মোখ্তারকার উকীলের কর্ম্ম করিতে পারে এমত মোখ্তারের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণরূপে উত্তর দিতে এবং দোষ খণ্ডন করিতে পারিবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের সীমার মধ্যে যে মাজিষ্ট্রেট কি জুষ্টিস আফ দি পীস সাহেব এলাকা রাখেন্ তিনি সরাসরীরূপে কোন ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত করিলে ঐ নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি আপনার উকীল বা মোখ্তারকারের দ্বারা সম্পূর্ণ উত্তর দিতে ও দোষ খণ্ডিতে এবং সমস্ত সাক্ষির জোবানবন্দী করাইয়া লইতে এবং তাহারদের সাক্ষ্য খণ্ডন করিতে পারিবেক ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর যে কোন ব্যক্তিরদের আইনবিরুদ্ধে কোন অপরাধের বিষয়ে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতের সমক্ষে বিচার হইবেক সেই ব্যক্তিরা ঐ অপরাধের নিমিত্তে জামিনদিলে কি জেলখানায় কয়েদ হইলে যে সাক্ষিরদের জোবানবন্দীক্রমে তাহারদের জামিন দিতে হইয়াছে অথবা কয়েদ হইয়াছে সেই সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর নকল যে ব্যক্তির জিম্মায় আইনমতে থাকে তাহার স্থানে দাওয়া করিতে পারে এবং ঐ জোবানবন্দী পাওনের নিমিত্তে

ঐ আদালত যে উপযুক্ত টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবেন সেই টাকা দিলে তাহা দাওয়ামাত্রই পাইতে পারিবেক এবং জাহার জিম্মায় তাহা থাকে সেই ব্যক্তির প্রতি এই ধারাক্রমে তাহা দিতে হুকুম হইল। কিন্তু যে ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ দাওয়া হয় সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা যে মিসিলে হয় সেই মিসিল আরম্ভ করিবার নিরূপিত দিবসের পুর্ব্বে যদ্যপি সেই দাওয়া না হইয়া থাকে তবে ঐ ব্যক্তি সাক্ষিরদের ঐ জোবানবন্দীর নকল পাইতে পারিবেক না তথাপি মোকদ্দমার সময়ে যদি জজ সাহেবের এমত বিবেচনা হয় যে ঐ নকলকরণেতে এবং দেওনেতে ঐ মোকদ্দমার কিছু বিলম্ব বা ব্যাঘাত হইবেক না তবে তিনি তাহা দিতে হুকুম করিতে পারেন। কিন্তু নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি মোকদ্দমার পুর্ব্বে সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর ঐ নকল না পাওয়াপ্রযুক্ত যদ্যপি ঐ জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমা বিলম্ব করিতে উচিত বোধ করেন্ তবে বিলম্ব করিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতে যাহারদের তজবীজ হইতেছে তাহারদের বিরুদ্ধে যে সকল জোবানবন্দী লওয়া গিয়াছে এবং যে আদালতের সম্মুখে তাহারদের মোকদ্দমা হইবেক তথায় প্রেরণ হইয়াছে সেই জোবানবন্দী কিম্বা তাহার নকল তাহারা তাহারদের মোকদ্দমাহওন সময়ে ফিচ কি রসুম না দিয়া দেখিতে পারিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

কোর্ট মার্স্যাল অর্থাৎ যুদ্ধসম্পর্কীয় আদালতহইতে কোনং স্থলে শ্রমযুক্ত বা তাহা ব্যতিরেকে কয়েদের হুকুম দেওনের বিষয়ি আইন।

ইহার দ্বারা নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে যেং স্থলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ২৪ ফেব্রুআরি তারিখে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সাধারণ হুকুমের দ্বারা ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত পল্টনের এদেশীয় সৈন্যের সিপাহীদিগকে কর্ম্মচ্যুতকরণরূপ শাস্তি দিতে কোর্ট মার্স্যালেরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল এক্ষণে সেইং স্থলে যদি সাধারণ কোর্ট মার্স্যালের দ্বারা শাস্তির হুকুম হয় তবে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত বা তাহাব্যতীত দুই বৎসরের অনধিক মিয়াদে এবং যদি কিল্লাস্থ বা লাইন কোর্টমার্স্যালের দ্বারা হয় তবে ১ এক বৎসরের অনধিক মিয়াদে এবং যদ্যপি পল্টনীয় কি পল্টনের দলের কোর্ট মার্স্যালের দ্বারা হয় তবে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে ঐ সিপাহীরদিগকে কয়েদের হুকুম দেওয়া যাইতে পারে। এবং যে সিপাহীর প্রতি কোন মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত কয়েদের এইরূপ হুকুম দেওয়া যায় অথবা যাহার প্রতি কঠিন পরিশ্রমভিন্ন ছয় মাসের অধিক কোন মিয়াদে কয়েদের হুকুম হয় তাহার দণ্ড মঞ্জুর হইলে সে ব্যক্তি কোম্পানির কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক। কিন্তু প্রধান কোর্ট মার্স্যালভিন্ন কোন সামান্য কোর্ট মার্স্যালের দ্বারা এই আইনানুসারে শাস্তির হুকুম হইলে শাস্তির হুকুম পাওয়া ব্যক্তি পল্টনের যে অংশে থাকে সেই অংশের জেনরল বা সেনাপতি সাহেবের প্রথমতঃ তাহা মঞ্জুরের অপেক্ষা রাখে ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta ;—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২৬ ষড়্‌বিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

১ ধারা।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে যে কার্য্যকারক সাহেবেরা কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন না ঐ সাহেবদিগের সরকারী কার্য্যের বিষয়ে কোন অপবাদ হইলে তাহার সত্যতার অনুসন্ধানের নিয়ম করণবিষয়ক আইন।

যেহেতুক ইউরোপায় কার্য্যকারক সাহেবদিগের সরকারী কার্য্যের বিষয়ে অপবাদ হইলে তাহার সত্যতার অনুসন্ধানের বিষয়ে আইনের লিখিত সমস্ত হুকুম শুধরণ পূর্ব্বক একত্র করিতে এবং নানা বিষয়েতে ঐ হুকুম সংশোধিত করিতে এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুমভিন্ন যে কার্য্যকারকেরা কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন না সেই সকলের উপর ঐ২ হুকুম বিস্তার করিতে উচিত বোধ হইল

একারণ হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১০ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১০ ধারাতে ঘুসলওনের নালিশের বিষয়ে যে২ কথা আছে তাহা

এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ৮ ধারা

এবং ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৮ ধারা

ও ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৯ ধারার ৯ ও ১০ এবং ১১ প্রকরণ এবং ঐ ধারার অন্য যে২ ভাগ কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা

এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ১২ ধারার ৯ ও ১০ এবং ১১ প্রকরণ এবং ঐ ধারার অন্য যে২ ভাগ কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর সাহেব দিগের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা

এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ৪ ধারা ও তাহার পরের সমস্ত ধারা

এবং পণ্ডিত ও মৌলবী কিম্বা আদালতের এদেশায় কার্য্যকারকদিগের নামে নালিশকারি ব্যক্তিরদের স্থানে জামিন লওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১০ আইনের ১০ ধারায় যেং কথা আছে সেইং কথাভিন্ন ঐ আইনের অন্য সমস্ত কথা

এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইন

ও ১৮১৭ সালের ৮ আইন

এবং বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ৮ আইনের ৫ ও ৬ ধারা

এবং অন্য যে কোন আইনের হুকুমানুসারে উপরের লিখিত কোন আইন কি ঐ আইনের কোন অংশ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন স্থানে বিস্তার হইয়াছে সেই সমস্ত রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন দেশের যখন কোন সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কিম্বা কোন সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা অথবা পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরা বোধ করেন যে আপনং কর্তৃত্বাধীনে যেং কর্ম্মকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতিরেকে তগীর হইতে পারেন না এমত কোন কার্য্যকারকের আপনার ভারের কার্য্যের বিষয়ে কোন অপবাদ হইলে সেই অপবাদের সত্যতার বিষয়ে জাবেতা ও রীতিমতে অনুসন্ধানকরণের কোন উপযুক্ত হেতু আছে তখন তাঁহারা যেং নিদর্শনপত্রের দ্বারা সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন সেইং নিদর্শন পত্র এবং যে নালিশের রীতিমত বিচার করিতে প্রস্তাব করেন তাহা বিশেষ২ দফায় লিখিয়া বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুরের কি উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্নর্ বাহাদুরের অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের রাজ শাসনের ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য কোন সাহেবের অর্থাৎ ঐং সাহেবেরা যাঁহার অধীনে থাকেন্ ঐ কর্তৃত্বকারি সাহেবের হুকুম ও বিবেচনা পাওনার্থে তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উপরের লিখিতমত কোন নালিশ কি এত্তেলা একেবারে কোন সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে কিম্বা কোন সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের সমীপে কিম্বা পরিমিট ও নিমক ও

আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে দেওয়া যাইতে পারে এবং তাঁহারা ফরিয়াদী বা সম্বাদদায়ক ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া কি শপথহইতে মুক্তহওনের অধিকার থাকিলে তাহার স্থানে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন এবং যে২ বিষয় স্পষ্টরূপে জ্ঞাতহওন তাঁহারা আবশ্যক বোধ করেন্ সেই২ বিষয় অপবাদি ব্যক্তিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে অথবা উত্তর দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং তদ্বিষয়ে অন্য যে২ অনুসন্ধানলওন উচিত বোধ হয় তাহা শপথ বা সুকৃতি পূর্ব্বক লইতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের অথবা কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে উপরের উক্ত প্রকার কোন কার্য্য হইলে তাহার বিষয়ে নালিশ কি এত্তেলা ঐ২ এলাকার জজপ্রভৃতির নিকটে করা যাইতে পারে এবং তাঁহারা ঐ ফরিয়াদী বা এত্তেলাদেওনিয়া ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া কিম্বা শপথহইতে মুক্তহওনের অধিকার থাকিলে তাহার স্থানে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন এবং অপবাদি ব্যক্তি যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত কি সদর বোর্ড রেবিনিউর অথবা পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের অধীনে থাকে তাঁহারদের নিকটে ঐ জোবানবন্দী পাঠাইতে হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নিৰ্দ্দিষ্ট হইল যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের কিম্বা উক্ত কোন বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে ঐরূপ কোন নালিশ হইলে কি এত্তেলা দেওয়া গেলে যদি নালিশকরণিয়া ব্যক্তি শপথপূর্ব্বক অথবা শপথ হইতে মুক্তহওনের অধিকার থাকিলে সুকৃতিপূর্ব্বক এমত জ্ঞাপন না করে যে নালিশের আমূল ক্রিয়া নিতান্ত সত্য বিশ্বাস করে তবে ঐ আদালত বা বোর্ড ঐ নালিশ বা এত্তেলা ক্রমে কার্য্য করিবেন না ইতি।

৬ ধারা

আরো এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কি উক্ত কোন বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে উপরের লিখিত প্রকার নালিশ হইলে বা এত্তেলা করা গেলে তাঁহারা যদি তাহার বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান করণের বিশিষ্ট কারণ না দেখান্ তবে তাহা ডিসমিস করিতে পারেন্ আরো নির্দ্দিষ্ট হইল যে যখন ঐ সাহেবেরা এমত কোন নালিশ বা এত্তেলা ডিসমিস করেন্ তখন তাঁহারা এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে তাহা ও তৎসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

৭ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কি উক্ত কোন বোর্ডের সাহেবেরা উপরের লিখিত বিষয়ের বিচারকরণের কোন সময়ে ঐ নালিশ বা এত্তেলা করণিয়া ব্যক্তিকে ঐ নালিশের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাজির হইয়া মোকদ্দমা চালাইবার বিষয়ে আপনারদের বিবেচনামতে যে জামিন উচিত বোধ হয় এমত জামিন দিতে হুকুম করিতে পারেন্ ও ঐ জামিন দিতে হুকুম হইলে যেপর্য্যন্ত তাহা না দেওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য মুলতবী থাকিবেক ইতি।

৮ ধারা।

তথাচ এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে কোন সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালত বা কোন বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে কার্য্যের অনুষ্ঠানসময়ে কি অন্য কোন সময়ে যে কার্য্যের বিবরণ তাঁহারদের নিকটে আসিয়া থাকে বা রিপোর্ট হয় তাহাতে যদি এই আইনের ২ ধারার লিখিত কোন কার্য্যকারকের অপবাদকারি কোন বিষয় দৃষ্ট হয় তবে ঐ কার্য্যকারকের নামে কোন নালিশ বা এত্তেলা না হইলেও ঐ সাহেবেরা উপরের লিখিতমতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুরের কিম্বা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্নর্ বাহাদুরের অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবের নিকটে অর্পণকরণের নিমিত্তে তাঁহারা যেমত উচিত বোধ করেন্ সেইমত তদ্বিষয়ে কার্য্য করিবেন কিম্বা উপরের উক্তমতে শপথ করাইয়া বা সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইয়া তদারক করিবেন এবং এমত স্থলে রোয়দাদক্রমে দৃষ্টহওয়া কোন ব্যাপারের বিষয়ে কার্য্যকরণ কি তদারককরণের পূর্ব্বে তাহার সত্যতার বিষয়ে শপথকরাওণ বা সুকৃতিপত্র লওনের আবশ্যক হই বেক না ইতি।

৯ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে যদ্যপি বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কিম্বা উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট যে বিষয় অর্পণ হয় তাহাতে দৃষ্টি করিয়া যদি অর্পণকারি সাহেবদিগের সহিত একবাক্য হন্ অথবা যদ্যপি শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব কি শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্নর্ সাহেব কিম্বা রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব পূর্ব্বের লিখিত আদালত অথবা বোর্ডের অধীন না থাকা কার্য্যকারকেরদের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার যে সম্বাদ প্রাপ্ত হন্ তাহার বিবেচনা করিয়া ঐ কার্য্যকারকের নামে নালিশ উপস্থিত করিতে উচিত বোধ করেন্ তবে ঐ শ্রীযুত অর্পিত বিষয়ের যথার্থ তহকীক্ ও তদন্ত দাঁড়ামতে করিবার নিমিত্তে এক কি ততোধিক সাহেবকে কমিস্যনরী কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

১০ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত কোন কমিস্যনর নিযুক্ত হইলে ঐ শ্রীযুত গবরনর্‌ সাহেব অথবা শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবরনর্‌ সাহেব কি উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই হুকুম করিবেন যে ঐ কমিস্যনর সাহেব উক্ত কোন আদালতের বা বোর্ডের সাহেবদিগেরতাবে থাকিয়া কিম্বা গবর্ণমেণ্টের নিজ তাবে থাকিয়া কার্য্য করিবেন। এবং উক্তমত নিযুক্তহওয়া সমস্ত কমিস্যনর যেং গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকেন্‌ সেইং গবর্ণমেণ্টের স্থানে এই বিষয়ে যেং হুকুম পাইবেন তাহার মতে কার্য্য করিবেন ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকারে নিযুক্তহওয়া এক বা ততোধিক কমিস্যনর সাহেব কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে নীচের লিখিতব্য শপথ করিবেন। আমি অমুক অমুক কার্য্যের বিষয়ি কমিস্যনর (এই স্থানে কমিস্যনের তাৎপর্য্য লিখিতে হইবেক) ধর্ম্মতঃ শপথ করিতেছি যে আমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ হইয়াছে তাহা আপন যথাসাধ্য ও বুদ্ধি ও বিবেচনাতে নির্ভয়ে ও অটল অন্তঃকরণে ও গণতাবিনা বিশ্বস্ত ও অপক্ষপাতরূপে নির্ব্বাহ করিব। ঈশ্বর আমার এমত সাহায্য করুন ইতি।

১২ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ নালিশের বিচারকরণার্থে যখন বিশেষ কমিস্যনর সাহেবদিগকে তাহা অর্পণ হইবেক তখন উক্ত শ্রীযুত গবরনর্‌ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবরনর্‌ সাহেব কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই বিষয়ে হুকুম দিবেন যে মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের ভার ফরিয়াদীর প্রতি থাকিবেক কি সরকারের তরফহইতে করা যাইবেক। যদ্যপি সরকারের তরফ হইতে করিতে হয় তবে উক্ত শ্রীযুত গবরনর্‌ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবরনর্‌ কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব সরকারের তরফে মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে যে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন্‌ তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

১৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে কমিস্যনর সাহেবেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদের উচিত যে নালিশ কি দাওয়ার আরজী এবং যে সকল কাগজের দৃষ্টে ঐ আরজী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা লওনের পর অপবাদি ব্যক্তির স্থানে নালিশের জওয়াব তলব করেন্‌ ও ফরিয়াদী কি অপবাদি ব্যক্তিরা যে সাক্ষিদিগকে

মানে তাহারদিগের শপথ অথবা সুকৃতিক্রমে জোবানবন্দী লইবেন এবং নালিশের কি নালিশের জওয়াবের প্রমাণের জন্যে অন্য যে কোন দস্তাবেজ দাখিল করে তাহা লন্ আর যদি উভয়ের মানিত সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীতে ও দাখিলকরা দস্তাবেজের দ্বারা অন্যং সাক্ষির সন্ধান পাওয়া যায় ও মোকদ্দমার বৃত্তান্ত নিশ্চয় বুঝা যাওনের কারণ অথবা নালিশ সত্য কি মিথ্যা কি কতক সত্য কি কতক মিথ্যা ইহা প্রকাশ হওনের যদ্যপি আবশ্যক হয় তবে নূতন সাক্ষি তলব বরিয়া লন্ ইতি।

১৪ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উপরের ধারার লিখিত কর্ম্মাদি কিম্বা অন্য যেং কর্ম্মের ভার এই আইনানুসারে কমিস্যনর সাহেবদিগকে দেওয়া গেল তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহকরণের কারণ ঐ কমিস্যনর সাহেবদিগকে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের তুল্য ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক। কিন্তু যে জিলা কি শহরের এলাকার মধ্যে কমিস্যনর সাহেবদিগের বৈঠক হইবেক সেই জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের দ্বারা সাক্ষিইত্যাদি লোককে আনাইবার কারণ তলব চিঠী বা অন্য কোন বলবৎ হুকুম পাঠাইতে হইবেক এবং যে সাক্ষির অথবা যে ব্যক্তির উপর তলবচিঠী জারী করিতে হয় সেই ব্যক্তি যে জিলা বা শহরের আদালতের ব্যাপ্যাধিকারে বাস করে সেই আদালতের সাহেবের দ্বারা তাহা জারী হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নালিশ ও জওয়াবের পক্ষের সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর আসামীর সম্ভ্রম ও মান রক্ষাকরণার্থে যদি তাহার মনে কোন কথা বা বিবেচনার উদয় হয় তবে তাহা লিখিয়া দাখিল করিতে পারে। এবং ফরিয়াদী অথবা যে ব্যক্তি সরকারহইতে নালিশ নির্ব্বাহকরনের কার্য্যে নিযুক্ত হন্ তিনিও ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে আপনার বিবেচনাতে যে কথা বিহিত বোধ হয় তাহা লিখিয়া দাখিল করিতে পারেন্ ইতি।

১৬ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যন যখন সরকারের নিজ তাবে থাকিয়া কার্য্য করিতে হুকুম পাইয়াছেন তখন মোকদ্দমার সমস্ত কার্য্য সাঙ্গ হইলে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র ঐ এক বা ততোধিক কমিস্যনর যে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকেন্ তাঁহার নিকটে এবং অন্যং গতিকে কর্তৃত্বকারি আদালত বা বোর্ডের নিকটে কমিস্যনসম্পর্কীয় সমস্ত রুবকারীর কাগজ এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় যে কাগজ না থাকে তাহার তরজমা এবং উকীলেরদের সওয়াল ও জওয়াবের ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর চুম্বক ও সেই মোকদ্দমার ভাব ও মর্ম্ম যাহা আপনারা বুঝিয়া থাকেন্ তাহা পাঠাইবেন ইতি।

১৭ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্‌নর্‌ সাহেব কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য সাহেব অথবা কর্তৃত্বকারি আদালত বা বোর্ডের সাহেবদিগের এই ক্ষমতা আছে যে ঐ কমিস্যনর সাহেবের কৈফিয়ৎ দৃষ্টি করিয়া ঐ কমিস্যনর বা কমিস্যনর সাহেবদিগকে নূতন সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে অথবা বিচারিত হওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে তাহার বা তাহারদের কৈফিয়ৎ আরো স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হুকুম করিতে পারেন্‌ এবং কমিস্যনর সাহেব বা সাহেবদিগকে ঐরূপ নূতন সাক্ষ্য লইতে এবং কৈফিয়ৎ আরো স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লইতে ক্ষমতা ও আজ্ঞা দেওয়া গেল ইতি।

১৮ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত এক বা ততোধিক কমিস্যনর সাহেবের রিপোর্ট যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে অথবা বোর্ডে পূর্ব্বোক্তমতে অর্পিত হয় তাহা উপযুক্তমতে বিবেচনা করিয়া এবং যে নূতন সাক্ষি বা স্পষ্ট বিবরণ তাঁহারা চাহেন্‌ তাহা পাইলে পর মোকদ্দমার যে কাগজপত্র ও রুবকারী তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন্‌ তথায় জ্ঞাপন করিবেন এবং আসামীর নামে যে কোন নালিশ সাব্যস্ত হইয়াছে এবং ঐ নালিশের যাহা২ সাব্যস্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাঁহারদের বিবেচনা জ্ঞাপন করিবেন ইতি।

১৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন এই আইনের বিধির অনুসারে কোন বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত হন্‌ তখন শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্‌নর্‌ সাহেব কি উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব মোকদ্দমার ভাব ও বিষয়ের দৃষ্টে অপরাধি ব্যক্তিকে আপন ভারের কার্য্যহইতে স্থগিত করা কি না করা নিশ্চয় করিবেন এবং যদি স্থগিতকরা নিশ্চয় হয় তবে তাঁহার পদের বেতন তিনি পাইবেন কি না ইহাও নিশ্চয় করিবেন ইতি।

২০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেব অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্‌নর্‌ সাহেব কি উত্তর পশ্চিম দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেব এই আইনের ১৬ এবং ১৮ ধারাক্রমে তাঁহার নিকটে পাঠান সম্বাদ ও কৈফিয়ৎ বিবেচনা করিয়া ন্যায় ও বিচার্য্যমতে এবং এপ্রকার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে ক্ষমতা রাখেন্‌ তাহার অনুযায়ি যে হুকুম দেওয়া বিহিত হয় তাহা দিবেন। এবং যদি সরকারের পক্ষহইতে আসামীর নামে তাহার বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত

কোন আদালতে নালিশ উপস্থিতকরা তাঁহার উচিত বোধ হয় তবে সরকারের উকীলদিগকে ঐ কর্ম্মের বিষয়ে আবশ্যক হুকুম দিবেন কিন্তু এমত মোকদ্দমার মিসিলেতে যে রোয়দাদ রাখা যায় কি সরকার যে হুকুম ও নিষ্পত্তি করেন্ তাহার প্রতি দৃষ্টি করণভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বদা এমত ক্ষমতা আছে যে সরকারী কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করিলে আদালতের নির্দ্দিষ্ট রীতিক্রমে তাহার প্রতিকার চেষ্টা সর্ব্বদা করেন্ ইতি।

২১ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের তাৎপর্য্য এমত নহে যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার লিখিত প্রধান সদর আমীন ও অন্য সদর আমীনদিগের তগীর কিম্বা সস্পেণ্ড করণবিষয়ক বিধি অথবা ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২৫ ধারার লিখিত ডেপুটী কালেক্টরদিগের তগীরকরণবিষয়ক বিধি রদ হয়। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেবের অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর্ সাহেবের কি ঐ দেশের রাজশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবের এমত ক্ষমতা হইল যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২৫ ধারার লিখিত বিষয় তাঁহার নিকটে অর্পণ হইলে কোন প্রধান সদর আমীন ও অন্য সদর আমীন কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরের সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে কোন অপবাদ হইলে যেমত উচিত বোধ করেন্ সেইমত তাহার জাবেতা ও রীতিমতে এইআইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে এবং এই আইনের বিধির অনুসারে অনুসন্ধানকরণার্থে এক বা ততোধিক কমিস্যনর নিযুক্ত করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ২৭ সপ্তবিংশতিতম আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১৬ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

কোনং গতিকে চব্বিশ পরগনা জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের হুকুম করা ফয়সলা জারীকরণের ক্ষমতা কলিকাতা শহরের রিক্কেষ্ট অর্থাৎ ছোট আদালতের সাহেবদিগকে দেওনের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক চব্বিশ পরগনা জিলার আদালতের ফয়সলা যে আসামীর বিরুদ্ধে দেওয়া যায় সেই অসামীর উক্ত জিলার সীমানাহইতে কলিকাতা শহরের মধ্যে পলায়নকরাতে অনেকবার জারী হইতে পারে না এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১৬ আইনের দ্বারা কলিকাতা শহরহইতে ঐ জিলার মধ্যে আসামীর পলায়নকরাতে সেইরূপ যে অপকার হয় ঐ কলিকাতা শহরের ছোট আদালতের ফয়সলা জারীকরণের হুকুম ঐ জিলার জজ সাহেবদিগকে দেওনেতে তাহার প্রতিকার হইয়াছে।

একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে চব্বিশ পরগনা জিলার কোন আদালতে যে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় এবং সেই মোকদ্দমার আসামী সেই ডিক্রী জারীহওনের পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে গিয়া রহে তবে ঐ ছোট আদালত উক্ত বৃত্তান্তজ্ঞাপক লিখিত এক দরখাস্ত চব্বিশ পরগনা জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের স্থানহইতে পাইলে এবং তাহার সঙ্গে আদালতের মোহর ও দস্তখৎকরা ঐ ডিক্রীর এক নকল থাকিলে ছোট আদালতের হওয়া ফয়সলা জারীকরণার্থে যে রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাঁহার প্রতি ঐ ডিক্রী জারী করিতে হুকুম হইল এবং সামান্যতঃ ঐ রূপ ডিক্রী জারীকরণার্থে যে খরচা লাগে সেই খরচা এই স্থলেও দিতে হইবেক। কিন্তু এই আইনের এমত তাৎপর্য্য নহে যে যে নালিশের হেতু ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত হইলে ঐ নালিশ সে

আদালতে শুননির যোগ্য হইত এইমত নালিশের হেতুসম্বন্ধীয় ডিক্রীভিন্ন ঐ ছোট আদালত অন্য কোন প্রকার ডিক্রী জারী করেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৩১ একত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ২৩ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

রূপা ও সোণার মুদ্রাবিষয়ক চতুর্থ জর্জের নবম বৎসরীয় ৭৪ অধ্যায়ের আইনের কোনং দোষের প্রতিকারকরণের আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক চতুর্থ জর্জের নবম বৎসরীয় ৭৪ অধ্যায়ের আইনের যেং দোষের মুদ্রা মন্দকরণবিষয়ের বিশেষরূপে অপকার বোধ হইতেছে তাহার প্রতিকারকরা উচিত বোধ হইল

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি কোম্পানি বাহাদুরের কোন টাকশালহইতে প্রস্তুত মুদ্রা বাহিরকরা অথবা ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন স্থানে সামান্যতঃ টাকার ন্যায় গ্রহণহওয়া কোন রূপা বা সোণার চলিত মুদ্রা প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক ছাঁটে বা ঘষে কি ছিদ্র করে অথবা বিরূপ করে কিম্বা মেকী করে এবং উপরের উক্তমতে বাহিরহওয়া এবং উপরের উক্তমত সামান্যতঃ টাকার ন্যায় গ্রহণহওয়া চলিত সোণা ও রূপার মুদ্রার ন্যায় ঐরূপ ছাঁটা বা ঘষা কি ছিদ্রকরা অথবা বিরূপকরা কিম্বা মেকীকরা মুদ্রা চালাওনের অভিপ্রায়ে তাহা করে সেই অপরাধি ব্যক্তি ফেলোনীর অপরাধী হইবেক ও তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আদালতের বিবেচনামতে আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কোন মিয়াদে দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য হইবেক কিম্বা ৪ চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে কোন আদালতের ক্ষমতা নাহি যে ভারতবর্ষীয় কোন লোককে এবং ইউরোপীয়ের ঔরসে ইউরোপীয় স্ত্রীর গর্ভজাতভিন্ন কোন ব্যক্তিকে নিউ সৌথ ওএল্‌সের পূর্ব্ব তটে অথবা তাহার নিকট বর্ত্তি কোন উপদ্বীপে প্রেরণ করেন্ ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বের অধীন দেশের মধ্যে যেং ব্যক্তির উপর ও যেং স্থানের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম

কোর্টের ফৌজদারীবিষয়ক এলাকা থাকে সেই২ ব্যক্তির উপর এবং সেই২ স্থানের মধ্যে এই আইন চলন হইবেক এবং অন্য কোন ব্যক্তির উপর বা স্থানের মধ্যে চলন হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সাল ৩২ দ্বাত্রিংশ আইন।

ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ৩০ দিসেম্বর তারিখে এই আইন জারী করিলেন ইতি।

কোন২ গতিকে সুদদেওনবিষয়ক আইন।

১ ধারা।

কোন২ গতিকে সুদ দেওনবিষয়ক চতুর্থ উলিয়মের ৩ তৃতীয় এবং ৪ চতুর্থ বর্ষীয় ৪২ অধ্যায়ের ২৮ ধারার আক্টের বিধান ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর এলাকার অন্তঃপাতি কি তাহার বাহিরে চলনকরা উচিত বোধ হইল

এনিমিত্তে এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নির্দ্দিষ্ট কোন মিয়াদে বা মিয়াদভিন্ন সকল কর্জ বা টাকার উপর যে আদালতের দ্বারা ঐ কর্জ কিম্বা টাকা আদায় হইতে পারে সেই আদালত উচিত বোধ করিলে সুদের চলিত হারের অনধিক হারে সুদ দেওনের হুকুম করিতে পারেন্ অর্থাৎ যদ্যপি ঐ কর্জ বা টাকা লিখিত কোন নিদর্শন পত্রের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে দেয় হয় তবে ঐ কর্জ বা টাকা যে সময়াবধি দেয় তদবধি সুদ দেওয়াইবেন এবং যদি বিনামিয়াদে দেয় হয় তবে যে সময়াবধি লিখনের দ্বারা ঐ টাকার দাওয়া হইয়াছিল এবং খাতককে এইমত এত্তেলা দেওয়া গিয়াছিল যে দাওয়ার তারিখঅবধি পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত সুদ চলিবেক ঐ দাওয়ার সময়াবধি আদালত সুদ দেওয়াইবেন। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গতিকে আইনানুসারে সুদ দিতে হয় সেই সকল গতিকে সুদ দিতে হইবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২ দ্বিতীয় আক্ট।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ১০ ফেব্রুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। ঐ শ্রীযুতের অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া বহীতে লেখা গেল।

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়।

কোর্ট মার্স্যল অর্থাৎ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের করা কয়েদের হুকুম জারীকরণার্থে নিয়মকরণের বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক কোর্ট মার্স্যল অর্থাৎ সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের দেওয়া কয়েদকরণের সমস্ত হুকুম জারীকরণার্থে সকল রাজধানীসম্পর্কীয় আইনেতে প্রচুর বিধান আছে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

অতএব হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে কোর্ট মার্স্যলের করা শাস্তির হুকুমক্রমে কোন অপরাধের নিমিত্তে কয়েদ অথবা পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদের হুকুম হইলে প্রত্যেক জজ সাহেব কি মাজিস্ট্রেট সাহেবের অথবা জেলখানার কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবের উচিত আছে ও হইবেক যে অপরাধি ব্যক্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলে এবং যুদ্ধের এলাকা বা কিল্লা অথবা পল্টনের কি তাহার অংশের কর্ত্তৃত্বকারি যে সেনাপতি সাহেব অপরাধি ব্যক্তির বিচার করিয়াছিলেন তাঁহার করা শাস্তির হুকুমনামার এক নকল পাইলে ঐ শাস্তির হুকুম জারী করেন্ ইতি।

সমাপ্তঃ।

J. P. GRANT,
Offg. Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে এই আইন জারী করিলেন।

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে ভূমির দখল বিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণের এবং বলক্রমে ভূমির বেদখলের প্রতিকারকরণের নিমিত্ত আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের অর্থের বিষয়ে যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা ভঞ্জনকরণ এবং ভূমির দখলবিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণের আইন শুধরণ এবং বলক্রমে বেদখলবিষয়ের প্রতিকার দেওন এবং ইহার পূর্ব্বে যে২ বিষয়ে বিধি নির্দ্দিষ্ট ছিল না সেই বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত আইন বিস্তারকরণ এবং কি ব্রিটনীয় প্রজা কি অন্য২ ব্যক্তি সকল সম্প্রদায় ও সকল প্রকার ব্যক্তিরদের উপর ঐ আইন খাটাওন উচিত বোধ হইল।

একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ১৪ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইন এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮২৪ সালের ১৫ আইন এবং ১৮২৯ সালের ২ আইন এবং অন্য২ আইনের যে ভাগের দ্বারা উক্ত কোন আইন বা আইনের কোন অংশ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন স্থানের উপর বিস্তার হইয়াছে সেই ভাগ রদ হইল ইতি।

২ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে তাঁহার অধিকারের সীমার মধ্যে কোন ভূমি কি বাটীইত্যাদি কি জল কিম্বা মৎস্য ধরিবার জলাশয় অথবা ফসল বা ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যের বিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহাতে হঙ্গামাহওনের সম্ভাবনা তখন যে হেতুপ্রযুক্ত তিনি এমত এত্তেলা পাইয়াছেন তাহা এক রুবকারীতে লিখিয়া কি ভূম্যধিকারী কি মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদি ঐ বিবাদসম্পর্কীয়

সমস্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং কি মোখ্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে তাঁহার আদালতে হাজির হইতে এবং বিবাদি বস্তুর নিশ্চিত দখল বিষয়ে স্বং দাওয়া এক নিদর্শন পত্রে লিখিয়া দাখিল করিতে হুকুম দিবেন। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব দখলের সত্বের বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার যাথার্থ্যাযাথার্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল এই বিষয় অনুসন্ধান করিবেন যে বিবাদ উপস্থিতসময়ে ঐ বস্তু কোন ব্যক্তির দখলে ছিল এবং তদ্বিষয় নিশ্চয় অবগত হইয়া এক রুবকারীতে এমত লিখিবেন যে যে ব্যক্তির দখলে থাকনবিষয় তিনি নিশ্চয় করিয়াছেন সেই ব্যক্তি যেপর্য্যন্ত আইনের রীতিমতে বেদখল না হয় সেই পর্য্যন্ত তাহা আপন দখলে রাখিতে পারিবেক এবং ঐ সাহেব সেইপর্য্যন্ত দখলের কোন প্রকার ব্যাঘাতকরণ নিষেধ করিবেন। এবং আবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব বিবাদি ব্যক্তিরদের স্বত্ব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে নিশ্চয় না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইবেন এবং তাহা তাহার দখলে রাখিবেন ইতি।

৩ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্যকার্য্যকারক সাহেব এই আইনের ২ ধারার লিখিত স্থলে বিরোধ উপস্থিত সময়ে বিরোধি বস্তু কাহার দখলে ছিল ইহা যদি নিশ্চয় করিতে না পারেন্ তবে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা বিবাদিরদের স্বত্ব নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত বিরোধি বস্তু ক্রোক্ করিতে পারেন্ তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবকে ক্রোকের সম্বাদ দিতে হইবেক। এবং যদি বিরোধি বস্তু ভূমি হয় তবে জিলা বা শহরের আদালতের হুকুমক্রমে ক্রোকহওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের ৫ আইনে যে বিধান আছে তাহা এই ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমক্রমে হওয়া ক্রোকের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।

৪ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কেহ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে এমত দাওয়া করে যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে আমি আইনের অনুমতিব্যতিরিক্ত কোন ভূমি বা বাটীইত্যাদি কি জল কি মৎস্য ধরিবার জলাশয় কি ফসল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যহইতে অন্যের বলক্রমে বেদখল হইয়াছি ঐ দাওয়াকারী যদ্যপি ভূম্যধিকারী বা মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার বা দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদিস্বরূপ ঐ ভূমির দখলিকার ছিল তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে

নালিশ হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে এবং ঐ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং কিম্বা মোখ্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিতে হুকুম করিবেন। এবং আবশ্যক সাক্ষির জোবানবন্দী লইলে এবং দলিল দস্তাবেজ বিবেচনা করিলে পর যদ্যপি তাহার ঐ দাওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন্ তবে তিনি এক রুবকারী লিখিয়া দাওয়াকারি ব্যক্তিকে বিরোধি বস্তুর পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের স্বত্বের বিষয়ের নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বেদখল হওনবিষয়ের দাওয়া করে সে যদি বেদখলহওনের পর ১ এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া না করে তবে এমত হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে যদ্যপি বিরোধি বস্তু চড়া ভূমি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এমত বোধ হয় যে তাহা কখনো কোন ব্যক্তির দখলে ছিল না তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তির আইন বা দেশের ব্যবহারানুসারে দখলের স্বত্ব থাকে তাহার দখল পাই বার হুকুম দিবেন এবং যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের নি শ্চয় না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা তাহার দখলে রাখিবেন ইতি।

৬ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কোন ভূমি বা জলের ব্যবহারকরণের স্বত্ববিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে বিরোধি বস্তু থাকে তিনি সেই বিষ য়ের অনুসন্ধান করিবেন এবং যদি তাঁহার এমত বোধ হয় যে ঐ বিরোধি বস্তু সর্ব্ব সাধারণ লোকের বা কোন ব্যক্তির কি কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তির ব্যবহারের নিমিত্তে খোলা ছিল তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সা হেব এমত হুকুম দিতে পারেন্ যে ঐ দখলের দাওয়াকারি ব্যক্তির পক্ষে যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত এমত ফয়সলা না করেন্ যে কেবল তাহারি দখলের অধিকার আছে সেইপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণ লোককে বা কোন ব্যক্তিকে কি কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে বাহির রাখিয়া আপনি তাহার দখল লইতে বা দখলে রাখিতে পারিবেকনা। কিন্তু যদ্যপি সে এমত বিষয় হয় যে বারো মাস ঐ বস্তুর ব্যব হারের স্বত্বানুযায়ি কার্য্য হইতে পারে তবে তজবীজ আরম্ভকরণের তারিখের পুর্ব্বে ৩ তিন মাসের মধ্যে যদি সেই স্বত্বের ব্যবহার না হইয়া থাকে অথবা যদি কেবল বিশেষং কালে ঐ বস্তুর ব্যবহারের স্বত্ব থাকে তবে বেদখলের বিষয়ে যে নালিশ হই

যাছে তাহার পূর্ব্বে অনবরত যদি তাহার ব্যবহার না হইয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐমত হুকুম দিবেন না ইতি।

৭ ধারা।

আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে দখল বা ব্যবহারের বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া যায় তাহা বলবৎ থাকিতে যদ্যপি কেহ বলপূর্ব্বক তাহা জারীকরণের ব্যাঘাত করে অথবা তাহা প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করে কিম্বা জানিয়াশুনিয়া তাহাতে অবহেলা করে তবে সেই ব্যক্তির এবং যাহারা তাহার সাহায্য বা পোষকতাকরে তাহারদের অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে তাহারা ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে শুদ্ধ কয়েদের কি ২০০ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং যদ্যপি ঐ টাকা না দেওয়া যায় তবে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে শুদ্ধ কয়েদের যোগ্য হইবেক অথবা কয়েদ ও জরীমানা উভয়ের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমের উপর আপীলহওনের বিষয়ে যে আইন ও ব্যবস্থা চলন আছে বা উত্তর কালে চলন হইবেক তদনুসারে এই আইনসম্পর্কীয় সমস্ত হুকুমের উপর রীতিমতে আপীল হইতে পারে ইতি।

৯ ধারা।

আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব সমস্ত বিবাদির সম্মতিক্রমে বিবাদের বিষয় যেপর্য্যন্ত এই আইনানুসারে বিবেচ্য হয় সেই পর্য্যন্ত সেই বিষয় নিষ্পত্তির নিমিত্তে এক বা ততোধিক সালিসকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং তাঁহার বা তাঁহারদের করা ফয়সলা মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ফয়সলার ন্যায় জারী হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আইনানুসারে কোন ব্যক্তিরদের ক্রোক্ বা ধৃতকরণের যে অধিকার থাকে আইনমত তাহার কার্য্য করিতে এই আইনের কোন কথার দ্বারা নিষেধ হইল না ইতি।

১১ ধারা।

এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর

অন্তঃপাতি দেশের সীমার বাহিরে কোন স্থানে কিম্বা পুলোপিনাঙ্গ ও সিঙ্গাপুর ও মলাকার বসতিতে কিম্বা কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যস্থিত কোন স্থানে এই আইন চলন হইবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta:—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর নীচের লিখিতব্য আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২৪ ফেব্রুআরি তারিখে হজুর কৌন্সেলে জারি করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইল।

হিন্দু ও মুসলমানেরদের শপথ ও সুকৃতির বিষয়ি আইন।

১ ধারা।

যেহেতুক হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিরদের গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া অথবা কোরাণের দ্বারা অথবা তাহারদের ধর্ম্ম ও ইষ্টের বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকারে শপথ করিতে হওনপ্রযুক্ত যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত এবং অন্যং ক্লেশ হইতেছে।

একারণ হুকুম হইল যে নীচের লিখিতব্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়ব্যতিরিক্ত এক্ষণে আইন ক্রমে যে শপথ বা সুকৃতি করিতে অনুমতি বা হুকুম আছে তাহার পরিবর্ত্তে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি নীচের লিখিতব্যমতে প্রতিজ্ঞা করিবেক।

"আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য হইবেক এবং সত্যভিন্ন হইবেক না" ইতি।

২ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারি কোন ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া এমত কোন বিষয় বা ব্যাপারে মিথ্যা কহে যে এ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে তাহাতে শপথ করিলে মিথ্যা শপথের তুল্য হইত তবে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে মিথ্যা শপথ সাব্যস্তহওয়া ব্যক্তিরদের যে শাস্তি হইত ঐ অপরাধির সেই শাস্তি সমস্ত আদালতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

আরো হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধ অন্যকে করায় বা করিতে প্রবৃত্তি জন্মায় তবে এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাওনের অপরাধ সাব্যস্তহওয়া ব্যক্তিরদের যে শাস্তি হইত তাহার সেই শাস্তি সমস্ত আদালতে হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

৪ ধারা।

এবং হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের ক্ষমতানুসারে যে কোন সুকৃতি হয় তাহার এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে হওয়া কোন সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞার বিষয়ে এ আইন চলিবেক না ইতি।

সমাপ্তঃ।

T. H. MADDOCK,
Secy. to the Govt. of India.

JOHN C. MARSHMAN,
Bengalee Translator.

Calcutta :—Printed at the Bengal Military Orphan Press, by G. H. Huttmann.